BCS নির্বাচিত প্রশ্ন সম্ভার ★ সাইফুল ইসলাম সুভো

BCS
নির্বাচিত প্রশ্ন সম্ভার

BCS Xclusive

SAIFUL ISLAM SUVO

ভূমিকা

আমি পরম করুনাময় আল্লাহ দরবারে প্রশংসা জ্ঞাপন করছি, যিনি তার অসীম রহমতের দ্বারা কাজটা শেষ করার তৌফিক দান করেছেন।এর পরে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সেই সব বড় ভাইয়া ও আপুদের যাদের অনেক প্ররিশ্রম ফল এটি। তার সাথে সাথে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সেই সব ভাইয়া এবং আপুদের যারা এই কাজটা করার জন্য সাহস, উৎসাহ ও উদ্দীপনা জুগিয়েছে।আমি মনে করি এটা খুবই সাধারন একটি কাজ।যা সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সফল হয়েছে।আশা করি এই নোটটি জব সল্যুশন বইটি পড়ার জন্য সহায়ক হবে।তবে এটি কোন বানিজ্যিক উদ্দেশ্যে করা হয় নাই।ইনশাআল্লাহ সবাই এ ব্যাপারে সতর্ক থাকবো।আর এই নোটের মাধ্যমে যদি সামন্য কারো উপকার হয়, সেটাই এই কাজের সার্থকতা।আল্লাহ সকলের মঙ্গল করুন ও মনের ইচ্ছা পূর্ণ করুন। পরিশেষ সকল প্রকারের ভূল-ত্রুটি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখার জন্য অনুরোধ রইলো।

সহযোগীতায়

১.ওমর ফারুক ভাই (ঢাবি)

২. মাহিদুল ইসলাম লিপু ভাই

৩. ইসমত আলী সাগর ভাই

৪.আশিকুর রহমান ভাই

৫.নাজমুল হাসান ভাই

৬.আব্দুল মাজেদ ভাই

৭.রাকিবুল হাসান ভাই

৮.ফারজানা খান আপু

৯.ইব্রাহীম হোসেন ভাই

১০.রেদওয়ান মোহাম্মদ ভাই

১১.আব্দুর রহমান ভাই

১২.তাপস চন্দ্র ভাই

১৩.অভিজিৎ ভাই

১৪. আরো অনেক বড় ভাই ও আপু

ডিজাইন

মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম ভাই

মোস্তাফিজুর রহমান ভাই

সার্বিক তত্তাবধান ও সম্পদনায়

সাইফুলইসলাম(শুভ)

এমবিএ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

মোবাইল: ০১৬২৪৭১৪৮৭৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বাংলা সাহিত্য

চর্যাপদ - প্রাচীন যুগ

- চর্যাপদের মোট কবিতা - ৫১ টি । মোট পদকর্তা - ২৪ জন।
- উদ্ধারকৃত পদের সংখ্যা - সাড়ে ছেচল্লিশটি। (২৪, ২৫, ৪৮,২৩)- এই চারটি পদ পাওয়া যায়নি।
- ২৩ নং পদটি খন্ডিত আকারে পাওয়া গেছে। প্রথম ছয় লাইন পাওয়া গেছে। পরের চার লাইন পাওয়া যায় নাই।
- চর্যাপদ টীকা আকারে ব্যাখ্যা করেন - মুনিদত্ত।
- ১৯৩৮ সালে ড. প্রবোধ চন্দ্র বাগচী আবিষ্কার করে টীকা।
- ১১নং পদটি টীকাকার কর্তৃক ব্যাখ্যা হয়নি।
- চর্যাপদের কথা প্রথম প্রকাশ করে - রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র "Sanskit Buddhist Literature in Nepal " গ্রন্থে - ১৮৮২ সালে ।
- ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় চর্যাপদের ভাষা নিয়ে তার " The Origin and Development of Bengali Language " - গ্রন্থে আলোচনা করেন - ১৯২৬ সালে।
- চর্যাপদের ধর্ম নিয়ে আলোচনা করেন - ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ - ১৯২৭ সালে।
- ১৯৪৬ সালে ড. শশিভূষন দাসগুপ্ত চর্যাগীতির অন্তর্নিহিত তত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রদান করেন।
- চর্যাপদে মোট ৬ টি প্রবাদ বাক্য রয়েছে।
- চর্যাপদের রচনাকাল - ৯৫০ সাল থেকে ১২০০ সাল পর্যন্ত।
- চর্যাপদের তিব্বতি অনুবাদ প্রকাশ করে - ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী - ১৯৩৮ সালে।
- চর্যাপদ হল পালযুগের নিদর্শন।
- চর্যাপদে পূর্ব ভারতের মানুষের জীবনচিত্র প্রাধান্য পেয়েছে।
- কাহ্ন পা -১৩ টি পদ রচনা করে - (সব থেকে বেশি পদ)।
- ভুসুকু পা - ৮ টি পদ । সরহপা- ৪ টি ।
- ২৪ নং যে পদটি পাওয়া যায় নি তা - কাহ্ন পার পদ।
- ২৫ নং যে পদটি পাওয়া যায়নি তা - তন্ত্রীপা।
- ৪৮ নং যে পদটি পাওয়া যায়নি তা - কুক্কুরি পা।
- ২৩ নং যে পদটি খন্ডিত আকারে পাওয়া গেছে - ভুসুকু পা ।
- চৌদিস শব্দের অর্থ - চারদিক।

- লুইপার জন্মস্থান - উড়িষ্যায়। তিনি চর্যাপদের আদিকবি।
- ভুসুকু পার প্রকৃত নাম - শান্তিদেব। তিনি মহারাষ্ট্রের রাজপুত ছিলেন।
- কুক্কুরি পা তিব্বতি অঞ্চলের লোক ছিলেন। তিনি মহিলা কবি ছিলেন।
- শবরপার একটি পদে নর-নারীর অপূর্ব প্রেমের চিত্র ফুটে উঠেছে।
- ভুসুকপা নিজেকে বাঙ্গালী কবি বলে দাবি করছে।
- আপনা মাংসে হরিনা বৈরী – হরিন নিজেই নিজের শত্রু।
- শবরীপা ভাগীরথী নদীর তীরে বাস করতেন।
- ঢেন্ডনপা পেশায় একজন তাতী ছিলেন।
- লুইপার সংস্কৃতগ্রন্থ ৫ টি। যথাঃ- ১। অভিসময় বিভঙ্গ, ২। বজ্রস্বত্ব সাধন, ৩। বুদ্ধোদয়, ৪। ভগবদাভসার, ৫। তত্ত্ব সভাব।
- শবরপা গুরু ছিলেন - লুইপার। শবরপার গুরু – নাগার্জুন।
- কাহ্নপা গুরু ছিলেন – ধর্মপা।
- ৪৯ নং পদে পদ্মা খালের নাম আছে। বাঙ্গালদেশ ও বস্ত্রলীর কমা আছে।
- শবরপা সংস্কৃত ও অপভ্রংশ নিলে ১৬ টি গ্রন্থ লিখেছে।
- ডোম্বীপা ত্রিপুরা রাজ্যের রাজা ছিলেন। ১৪ সংখ্যা পদ তিনি লিখেছেন।
- বাংলা সাহিত্যের কথা- ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ - ১৯৬৩ইং সাল ।
- ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লার মতে প্রাচীনতম চর্যাকর – শবরপা এবং আধুনিক তম সরহ যা তুনুক।
- লাড়িডোম্বী কোন পদ পাওয়া যায়নি।
- সহজিয়া হল সহজযান পন্থী অর্থাৎ স্বদেহ কেন্দ্রিক সহজপন্থয় সাধন। সমস্ত সত্যই দেহের মধ্যে অবস্থিত, যেই সত্যই সহজ।
- অষ্টম শতাব্দিতে ব্রাহ্মীলিপি থেকে পশ্চিম লিপি,পূর্ব লিপি ও মধ্যভারতীয় লিপির শাখা সৃষ্টি হয়।
- খরোষ্ঠী লিপি ডান দিক দিয়ে লেখা হয়।
- বাংলা লিপির গঠন কাজ শুরু হয় সেন যুগে,আর শেষ হয় পাঠান আমলে।
- উপমহাদেশের প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়-১৪৯৮ সালে গোয়ায়।
- ১৭৭৮ সালে হুগলিতে প্রথম বাংলা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়।প্রতিষ্ঠাতা-চার্লস উইকিন্স।বাংলা অক্ষর খোদাই করেন পঞ্চানন কর্মকার।

- শ্রীরামপুর মিশন ছাপাখানা-১৮০০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।
- বাংলাদেশের প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৮৪৭ সালে,বার্তাবহ যন্ত্র (রংপুর)।
- ঢাকায় প্রথম ছাপাখানা হয়- ১৮৬০ সালে,বাংলা প্রেস।এখান থেকে প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ "নীল দর্পণ"।
- বাংলা মুদ্রণ অক্ষরের জনক-চার্লস উইকিন্স
- বাংলা মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কার হয়-১৮০০ সালে,শ্রীরামপুর মিশন থেকে।

অন্ধকার যুগ

- বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ-১২০১-১৩৫০(তুর্কি যুগ)
- মগের মুল্লুগ-অরাজক দেশ।তুর্কি নাচন-নাজেহাল অবস্হা
- রামাই পন্ডিত রচিত শূণ্য পুরাণ, বিশ্বকোষ প্রণেতা নগেন্দ্রনাথ বসু সংগ্রহ করে বাংলা ১৩১৪ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশ করে।শূণ্যপুরাণে ৫১ টি অধ্যায় ছিলো।
- গদ্য ও পদ্য মিশ্রিত কাব্যকে "চম্পুকাব্য" বলে।শূণ্যপুরাণ একটি চম্পুকাব্য।
- সেক শুভোদয়া গ্রন্থকে "Dog Sonskrit" বলেছেন ড.সুনীতিকুমার চট্রোপাধ্যায়।এ গ্রন্থে মোট ২৫ টি অধ্যায় ছিলো।
- মধ্যযুগে রচিত বাংলা ভাষার প্রথম কাব্যগ্রন্থ"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।এটি বাংলায় কোনো লেখকের একক কাব্যগ্রন্থ।এটি রচনা করেছেন বড়ু চন্ডীদাস।
- ১৯০৯ সালে/বাংলা ১৩১৬ সালে বসন্তরঞ্জন বাকুড়ার কালিল্যা গ্রামে দেবেন্দনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থটি আবিষ্কার করেন।এ গ্রন্থে মোট ১৩ টি খন্ড রয়েছে।
- মধ্যযুগের সাহিত্য ধারার মধ্যে বৈষ্ণব সাহিত্যধারা সবচেয়ে সমৃদ্ধ।
- মধ্যযুগপর সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য ধর্মকেন্দ্রিকতা।
- "কানু ছাড়া গীত নাই"- এটি মধ্যযুগের সত্য।কানু কৃষ্ণ।
- বৈষ্ণব সাহিত্য তিন প্রকার।যথা- ১) জীবম সাহিত্য ২) বৈষ্ণব শাস্ত্র ৩) পদাবলী।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম জীবন সাহিত্য শ্রীচৈতন্যদেবের
- শ্রীচৈতন্যদেবের প্রথম জীবন গ্রন্থ বৃন্দাবন দাস রচিত-চৈতন্য ভাগবত
- চৈতন্যদেবের দ্বিতীয় জীবন গ্রন্থ লোচন দাসের-চৈতন্য মঙ্গল
- সর্বাপেক্ষা তথ্যবহুল চৈতন্যজীবনী কৃষ্ণদাস কবিরাজের- চৈতন্য চরিতামৃত-(১৯৬৫)

- কড়চা বলতে বুঝায় দিনলিপি বা ডায়রী
- একটানা নির্দিষ্ট স্তরে একটি পদ গান করলে তাকে ধুয়া বলে।
- গৌরলীলার পদকে গৌরচন্দ্রিকা বলে।
- গৌরচন্দ্রিকার শ্রেষ্ঠ পদকর্তা গোবিন্দ দাস।
- বাঙালি কবি জয়দেবকে বৈষ্ণব পদাবলির প্রথম পদকর্তা বলা হয়।
- রবিকৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বনে রচিত গীতাগোবিন্দম কাব্যটি বৈষ্ণব পদাবলির- আদি নিদর্শন। এটি সংস্কৃত ভাষায় লেখা।
- মিথিলার রাজসভার কবি বিদ্যাপতিকে -মিথিলার কোকিল বলা হয়।
- পূর্বরাগ হলো-মিলনের পূর্বের দর্শন,নাম শ্রবণ,প্রভৃতি দ্বারা নায়ক-নায়িকার মনে পরস্পরের প্রতি যে অনুরাগ জন্মে।পূর্বরাগের শ্রেষ্ঠ পদকর্তা-চন্ডীদাস।
- বৈষ্ণব পদাবলীতে ৮ প্রকার অভিসারের কথা বলা আছে।
- শ্রী চৈতন্যদেব ১৪৮৬ সালে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন।আর ১৫৫৩ সালে পুরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
- পদ বা পদাবলি বলতে বুঝায়- বৌদ্ধ বা বৈষ্ণবীয় ধর্মের গুড় বিষয়ের বিশেষ সৃষ্টি।
- ব্রজবুলি অর্থ - ব্রজের বুলি বা ব্রজের ভাষা।এটি মিথীলার উপভাষা।মৈথিলা এবং বাংলা ভাষার সংমিশ্রণে এই ভাষার সৃষ্টি। বিদ্যাপতি এই ভাষার প্রধান কবি।
- বাংলা ভাষার বৈষ্ণব পদাবলির আদি রচয়িতা হলো-কবি দ্বিজ চন্ডীদাস।
- কৃত্তিবাস হলো বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের প্রথম কবি।তার এবং বাংলা সাহিত্যের প্রথম অনুবাদ কাব্য- রামায়ণ।
- মালাধর বসুর লেখা "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের দ্বিতীয় অনুবাদ গ্রন্থ।
- প্রথম মহিলা কবি হিসেবে রামায়ণ অনুবাদ করেন- চন্দ্রাবতী
- বাংলাদেশের গীতিকা সাহিত্য ৩ ধরনের -১.নাথ গীতিকা ২. মৈনমনসিংহ গীতিকা ৩. পূর্ববঙ্গ গীতিকা
- ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের আগ্রহে ও স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় "চন্দ্রকুমার দে " গীতিকা সংগ্রহ করেন।
- মৈমনসিংহ গীতিকা রচিত - ২৩ টি ভাষায়
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস গ্রন্থের রচয়িতা - দীনেশচন্দ্র সেন।
- "মৈমনসিংহ গীতিকা" প্রকাশ পায়- ১৯২৩ সালে
- মৈমনসিংহ গীতিকা প্রকাশিত হয় - কেদারনাথ সম্পাদিত "সৌরভ " পত্রিকায়
- মহুয়া পালার প্রধান চরিত্র " মহুয়া, নদের চাঁদ, হুমরা বেঁদে, সাধু।
- দেওয়ানা মদিনার কয়েকটি চরিত্র হচ্ছে : আলাল, দুলাল, মদিনা।

- দেওয়ানা মদিনা পালার অন্য নাম : আলাল- দুলাল পালা।
- মধ্যযুগের কবি আব্দুল হাকিমের ৫টি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়।
- "বঙ্গবাণী" কবিতাটি আব্দুল হাকিমের "নূরনামা" কাব্য থেকে নেয়া হয়েছে।
- তোষি শব্দের অর্থ : সন্তোষ সাধন করি
- দেশি ভাষা বুঝিতে ললাটে পুড়ে ভাগ - "ভাগ " বলতে ভাগ্য কে বুঝানো হয়েছে।
- তেয়াগী এবং লিখয়ে অর্থ : ত্যাগ করে এবং লেখা হয়।
- মাতাপিতামহ ক্রমে বতে বসতি - উক্তিটি দ্বারা বংশানুক্রমে বা পুরুষানুক্রমে বাংলাদেশে বসবাসের কথা বলা হয়েছে।
- মঙ্গল কাব্যের প্রধান শাখা তিনটি। ১.মনসামঙ্গল ২.চন্ডীমঙ্গল ৩.অন্নদামঙ্গল ।
- বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে মঙ্গল কাব্য দুই প্রকার।
- একটি সম্পূর্ন মঙ্গলকাব্যে ৫ টি অংশ্য থাকে।
- মঙ্গলকাব্যর ৬২ জন কবির সন্ধান পাওয়া যায়।
- কবি নারায়ন দেবের উপাধি ছিলে সুকবি বল্লভ।তার কাব্যের নাম পদ্মপুরাণ।
- চন্ডীমঙ্গল কাব্যের দ্বিজেমাধবকে স্বভাবকবি বলা হয়।
- ধর্মমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি ঘনরাম চক্রবর্তী।
- বাইশা বলতে বাইশজন কবিরচিত মনসামঙ্গলে বিভিন্ন অংশকে বুঝায়।
- বিপন্ন নায়ক-নায়িকা চৌত্রিশ অক্ষরে ইষ্ট দেবতার যে স্তব রচনা করে তাকে বলে চৌতিশা।
- ধর্মমঙ্গল কাব্য দুটি পালায় বিভক্ত।হরিচন্দের গল্প এবং লাউ সেনের গল্প।
- মনসা মঙ্গল কাব্যর অপর নাম -পদ্মাপুরণ চন্ডীমঙ্গলের আদি কবি মানিক দত্ত।
- চতুর্দশ শতকের কবি। চন্ডীমঙ্গলের প্রধান কবি - মুকুন্দরাম চক্রবর্তী।
- ষোল শতকের কবি। অন্নদা মঙ্গল কাব্য তিন খন্ডে বিভক্ত।
- পৃথিবীতে ৪ টি জাত মহাকাব্য আছে। ১. রামায়ণ ২.মহাভারত ৩.ইলিয়াড ৪.ওডেসি।
- মহাভারতের প্রথম বাংলায় অনুবাদ করেন- কবীন্দ্র পরমেশ্বর। তার রচিত মহাভারত পরাগলী মহাভারত বলে।পরাগর খাঁ তাকে মহাভারতের অনুবাদ করতে উৎসাহ প্রদান করে।
- মহাভারতের শ্রেষ্ট অনুবাদক -কাশীরাম দাস।
- রামায়ণ প্রথম বাংলায় অনুবাদ করেন -কৃত্তিবাস ওঝা।
- মনসামঙ্গল কাব্যের মনসাদেবীর অপর নাম- কেতকাত্ত, পদ্মাবতী।

- বাংলা সাহিত্যে প্রথম সুস্পষ্ট সন-তারিখযুক্ত মনসা মঙ্গল কাব্যর রচয়িতা বিজয়গুপ্ত।তার বাড়ি বরিশালের গৈলা অথবা ফুল্লশ্রী গ্রামে।
- কবি দ্বিজে বংশীদাস মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর পিতা।
- মধ্যযুগে মঙ্গল কাব্যধারার শ্রেষ্ট কাব্য চন্ডীমঙ্গল।
- চন্ডীমঙ্গল কাব্যে ২টি কাহিনী পাওয়া যায়।
- আর অন্য সব মঙ্গলকাব্যে ১টি কাহিনী পাওয়া যায়।
- মুকুন্দরাম চক্রবর্তী দুঃখের কবি বলা হয়।
- ভারতচন্দ্র রায়গুনাকরের বাবা নরেন্দ্র রায় ভরসুট পরগনার জমিদার ছিলেন।
- ভারতচন্দ্রের প্রধান দুটি কাব্যগ্রন্থ - ১. অন্নদামঙ্গল ২. সত্য পীরের পাঁচালী।
- মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে ১৭৫২ সালে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনা করেন। ভরসুট পরগনার পান্ডুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন - ভারতচন্দ্র রায়গুনাকর।
- নাথ সাহিত্যের আদি কবি - শেখ ফয়জুল্লাহ।তার কাব্য গোরক্ষবিজয়। হারমনি বিখ্যাত প্রচীন লোকগীতি।সম্পাদক মুহাম্মদ মনসুর উদ্দিন।
- লৌকিক কাহিনীর আদি রচয়িতা দৌলত কাজী।
- আলওয়ালের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন - কোরেশী মাগন ঠাকুর।
- কবিগানের আদি গুরু হলো- গোঁজলা গুঁই।
- পুঁথি সাহিত্যের প্রথম সার্থক ও জনপ্রিয় কবি ফকির গরিবুল্লাহ।
- তার রচিত পুঁথি- আমীর হামজা, জঙ্গনামা।
- টপ্পাগানের জনক হলো নিধুবাবু বা রামনিধি গুপ্ত।
- টপ্পা থেকেই আধুনিক গীতিকবিতার সূচনা হয়েছে।
- পাঁচালী গানের কবি ছিলেন দাশরথি রায়।
- বাংলার প্রখ্যাত লোক সাহিত্যে গবেষকের নাম - ড. আশরাফ সিদ্দিকী।
- নানান দেশের নানান ভাষা, বিন স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা- গানটির রচয়িতা নিধুবাবু।
- চাহার দরবেশের রচয়িতা - মোহাম্মদ দানেশ।
- মর্সিয়া সাহিত্যের একজন হিন্দু কবি - রাধারামন গোপ।
- তার গ্রন্হ ইমামগনের কেচ্ছা, আফৎনামা।
- গোপীচন্দ্রের সন্যসের রচয়িতা - সুকুর মামুদের।
- কবিওয়ালা ও শায়েরের উদ্ভব ঘটে আঠারো শতকের শেষার্ধে ও উনিশ শতকের প্রথমার্ধে।

- কবিওয়ালাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য - গোঁজলা গুঁই।হরু ঠাকুর, এন্টানি ফিরিঙ্গি।
- আলাওলের এ পর্যন্ত গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে - ৭টি
- এন্টোনি ফিরিঙ্গির প্রকৃত নাম - এন্টোনি হ্যান্সমান (পর্তুগিজ)
- কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা - উইলিয়াম জোনস, ১৭৮৪ সাল
- কৃত্তিবাস অনূদিত রামকাহিনীর নাম- শ্রীরাম পাঁচালি
- কৃত্তিবাস/ কীর্তিবাস কবি এই বঙ্গের অলংকার বলেছেন - মাইকেল মধুসূদন দত্ত
- কোন কবি ''দ্বিতীয় বিদ্যাপতি'' নাম খ্যাত - গোবিন্দ দাস
- গোবিন্দ দাস রচিত সংস্কৃত নাটকের নাম - সংগীতমাধব
- গোবিন্দদাসকে কবিরাজ উপাধি দেন -শ্রীজীর গোস্বামী
- গোবিন্দদাসের বৈশ্ব পদ পাওয়া - প্রায় সাড়ে ৪'শ
- গোবিন্দদাসের কাব্যগুরু হচ্ছেন - মিথিলার কবি বিদ্যাপতি
- গোবিন্দদাসের রচিত নাটকের নাম - সংগীতসাধক
- চৈতন্য-পূর্ব যুগের দুইজন বিখ্যাত পদাবলি রচয়িতা হলেন - বিদ্যাপতি ও চন্ডিদাস
- চন্ডিদাসকে দুঃখের কবি বলেছেন - রবীন্দ্রনাথ
- আমার বধুয়া আন বাড়ি যায় আমারি আঙ্গিনা দিয়া - উক্তিটি চন্ডিদাস (দ্বিজ)
- চন্ডিদাসের রচনা অনুসরন করে পদ রচনা করেছেন – জ্ঞানদাস
- জ্ঞানদাসের দুইটি বৈষ্ণব গীতিকবিতা - মাথুর ও মুরালী শিক্ষা
- জ্ঞানদাসের পদ্রচনার মূলবিষয় - প্রেম, সৌন্দর্য ও আধ্যাত্মিকতা
- দৌলত উজির বাহরাম খানের প্রকৃত নাম - আসাদ উদ্দিন
- নাগরিক কবি বলা হয় - ভারতচন্দ্রকে
- ভারতচন্দ্রের একটি বিখ্যাত গ্রন্থের নাম - সত্য পীরের পাঁচালি (১৭৩৭-১৭৩৮)
- অন্নদামঙ্গল কাব্য প্রথম কে মুদ্রিত করেন - গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য (১৮১৬)
- মালাধর বসুকে গুণরাজ খান উপাধি দেন - শামসুদ্দিন ইউসুফ
- মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কার অনুরোধে চন্ডীমঙ্গল কাব্য লিখেন - মেদিনীপুরের রাজা রঘুনাথ রায়
- মুকুন্দরাম চক্রবর্তীকে "কবিকঙ্কন " উপাধি দেন - রাজা রঘুনাথ রায়
- মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মানব রসের প্রথম ও একমাত্র স্রষ্টা মুকুন্দরাম চক্রবর্তী।
- রামনিধি গুপ্তের টপ্পা সংগীত সংকলনের নাম - গীতরত্ন (১৮৩২)

- “শাক্ত পদাবলীর” আদি ও শ্রেষ্ঠ কবি - রামপ্রসাদ সেন
- রামপ্রসাদের গান শুনে অভিভূত হয়েছিলেন - সিরাজউদ্দৌল্লা
- রামপ্রসাদ কে "কবিরঞ্জন " উপাধি দিয়েছেন - রাজা কৃষ্ণচন্দ্র
- আমি কি দুঃখরে ডরাই, কে বলেছেন - রামপ্রসাদ সেন
- সৈয়দ সুলতান "নবীবংশ" রচনা করেছেন - পার্সি কাব্য "কাসাসুল আম্বিয়া" অনুসারে।
- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক প্রথম গ্রন্হ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে (১৮৯৬) দীনেশচন্দ্র সেন।
- অংস শব্দের অর্থ - স্কন্ধ,কাঁধ।
- পথ জানা নেই- শামসুদ্দিন আবুল কালামের গল্পগ্রন্থ।
- মুসলিম কবি কায়কাবাদের গীতিকাব্য - অশ্রুমালা (১৮৯৫)।
- বায়ান্ন গলির এক গলি - রাবেয়া খাতুন উপন্যাস।
- যা হবে - ভাবি।
- উলবুনে মুক্তা ছড়ানো- অপাত্রে সম্প্রদান করা।
- ভাষা ব্যাকারনের অনুগামী।
- তলব্য বর্ন -উ,ঊ
- হুতমী গ্রন্হের রচয়িতা- কালীপ্রসন্ন সিংস।
- আরবী উপসর্গগুলো - আম,খাস, লা, বাজ, গর,খয়ের।
- আমলার মামলা গ্রন্হটির রচনা করেন- শওকত ওসমান।
- রাবেয়া খাতুন বাংলা একাডিমি পুরুস্কার পান -১৯৭৩ সালে।
- হেক্টরবদ উপন্যাস হোমারের ইলিয়ড অবলম্বনে রচিত।
- ধাতু তিন প্রকার- মৌলিক, সাধিত ও যৌগিক ধাতু।
- বাংলা সাহিত্যের কথা - সুকুমার সেন।
- বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্বের দলিল সংগ্রহের মূল উদ্দোগ্য- আতাউল গনি ওসমানী।
- স্ত্রী জাতীয় কাউকে সম্বোধন করার সময় ব্যবহার হয় সুজানীয়াসু।
- ছড়া স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত।
- বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান- মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ।
- রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা উপন্যাসে- সুকুমার সেনের নাম আছে।
- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্হ- মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য।
- আল্লাহ হাফেজ অর্থ- আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করুক।
- খান মুহাম্মদ মইন উদ্দিনের গদ্যগ্রন্হ যুগস্রষ্টা নজরুল।
- গনদেবতা উপন্যাসের রচয়িতা- তারাশঙ্কর বন্ধোপাধ্যায়।

- পূর্ব বাংলা ভাষার আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি -গ্রন্থের রচয়িতা - অধ্যাপক বদরুদ্দীন উমর।
- জাতীয় রাজনীতি -৪৫ থেকে ৭৫ - অলি আহাদের গবেষনা গ্রন্থ।
- কাদম্বিনী মরিয়া প্রমান করিল সে মরে নাই, উক্তিটি রবীন্দ্রনাথের জীবিত ও মৃত ছোট গল্প থেকে নেওয়া।
- গড্ডালিকা শব্দের অর্থ - অন্ধ অনুকরন।
- ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়, ওরা কথায় কথায় শিকল পড়াতে মোদের হাতে পায়- আব্দুল লতিফ।
- ভারতীয় উপমহাদেশের আঞ্চলিক ভাষাগুলোর আদিম উৎস - অনার্য ভাষা।
- ব্যাকারনে মঞ্জুরি - ড. মুহাম্মদ এনামুল হকের।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানব জীবনকে নদীর সাথে তুলনা করেছে।
- মোহতার হোসেন চৌধুরি মানবজীবনকে বৃক্ষের সাথে তুলনা করেছে।
- মেঘনাদবদ কাব্যের যুদ্বের সময় পশ্চিম দুয়ারে রক্ষ হিসাবে বীর নীল ছিলো।
- চোখের চাতক নজরুলের সংগীত বিষয়ক গ্রন্থ।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবননান্দ দাসের কবিতাকে চিত্ররূপময় কবিতা বলেছেন।
- স্বরুপের সন্ধানে প্রবন্ধ গ্রন্থটির রচয়িতা - আনিসুজ্জামান।
- আমি ভালো আছি,তুমি? -দাউদ হায়দারের কবিতা।
- জন্মি আমার আজন্ম পাপ, যে দেশে সবাই অন্ধ, ভালবাসার বাগান থেকে একটি গোলাপ তুমি চেয়েছিলে - কবিতাসমূহ দাউদ হায়দার।
- শ্রীকান্ত, অন্নদা দিদি, রাজলক্ষী, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের চরিত্র।
- বাংলা টাইপ রাইটার নির্মান করেন - মুনীর চৌধুরী।
- মরন বিলাস, গাভী বিত্তান্ত, অর্ধেক নারী, অর্ধেক ঈশ্বরী গ্রন্থের রচয়িতা- আহমেদ ছফা।
- সত্যেন সেন ১৯৬৮ সালে উদ্দীচী প্রতিষ্ঠা করে।
- য়ে,তে,লে বিভক্তি যুক্ত হয়ে অসমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়।
- সুধাকর, মিহির, হাফেজ পত্রিকাসমূহের সম্পাদক ছিলেন - শেখ আবতুর রহিম।
- বাংলার ইতিহাস গ্রন্থটির রচয়িতা- রমেশচন্দ্র মজুমদার।
- পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থটি- সৈয়দ মুজতবা আলী। আবরন অর্থ অলংকার।
- জোহরা উপন্যাসের রচয়িতা- মোজাম্মেল হক।
- নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ- সতীন, সৎমা, এয়ো, দাই, সধবা। বাক্যের একক হচ্ছে - শব্দ।
- কায়কাবাদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ - বিরহ বিলপ।
- চিন্তাতরঙ্গিনী, বীরবাহু, ছায়াময়ী, দশমবিদ্যা- হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যগ্রন্থ ।
- সুন্দর হে, দাও দাও সুন্দর জীবন - শেখ ফজলল করিম।
- বিশ শতকের মেয়ে উপন্যাসের রচয়িতা - ড.নীলিমা ইব্রাহিম।
- সেমিকোলন (;) বাক্যের মধ্যকার বিরতি কাল নির্দেশ করে।

- বাক্যে কমা অপেক্ষা বেশি বিরতি প্রয়োজন হলে সেমিকোলন ব্যবহার হয়।
- ইংরেজি Prefix শব্দকে বাংলায় উপসর্গ বলে।
- ট বর্গীয় শব্দের আগে তৎসম শব্দ ন বসে।
- হুতম প্যাঁচার নক্সা কালী প্রসন্নসিংহের রম্য রচনা।
- এক সাগর রক্তের বিনিময়ে / মোরা একটি ফুলকে বাঁচতেবো বলে যুদ্ধো করি গান দুটির রচয়িতা- গোবিন্দ হালদার।
- ভারতীয় পত্রিকা সম্পাদনা করতেন - স্বর্নকুমারী দেবী।
- আনন্দ বেদনার কাব্য - হুমায়ন আহমেদের রচিত উপন্যাস।
- বাংলা বাক্যের শেষে ব্যবহৃত হয় এমন বিরাম চিন্হ - ৪ টি।
- রাজা যায় রাজা আসে - কাব্যের রচয়িতা - আবুল হাসান।
- বাংলার মাটি বাংলার জল - নির্মলেন্দু গুনের কাব্যগ্রন্হ।
- মাইকেল মধুসূদন দত্তকে দত্তকুলোদ্ভব কবি বলা হয়।
- চাল না চুলো, ঢেকি না কুলো- নিতান্ত গরিব, আজ খেলে কাল নাই।
- অনাথ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ - অনথা।
- টি.এস. এলিয়েটের কবিতার অনুবাদক- রবীন্দ্রনাথ (১ম), বিষ্ণু দে, বদ্বুদেব বসু।
- সীতারাম বঙ্কিমচন্দ্রর রাজনৈতিক উপন্যাস।
- নিখিলেস ও বিমলা ঘরে বাইরে উপন্যাসের চরিত্র।
- ভেজাল সুকান্ত ভট্রাচার্য রচিত বিখ্যাত কবিতা।
- বেতাল পঞ্চবিংশতি হিন্দি বৈতাল পচ্চীসীর অনুবাদ।
- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই গ্রন্হে সর্বপ্রথম যতি চিন্হের প্রয়োগ করে।
- কেন পান্ত ক্ষান্ত হও হেরি দৈর্ঘ্য পথ/ যে জন দিবসে মনের হরষে জ্বালায় মোমের বাতি - কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।
- ঢাকের কাঠি- মোসাহেব, তোষামুদি।
- দিবারাত্রির কাব্য- মানিক বন্দ্যোপাধয় উপন্যাস।
- গাছপথর বাগধারাটির অর্থ- হিসাব নিকাশ।
- আলাওলের তেওফা হচ্ছে নীতিকাব্য।
- আব্দুল মান্নান সৈয়দের ছদ্মনাম - অশোক সৈয়দ।
- শিখন্ডী শব্দের অর্থ - ময়ূর সাহিত্যের অলংকার প্রধানত ২ প্রকার। ১. শব্দালংকার ২. অর্থালংকার।
- আধ্যাত্মিক উপন্যাসের লেখক - প্যারীচাঁদ মিত্র।
- অনীক শব্দের অর্থ - সৈনিক অথবা সৈন্যদল।
- পূবার্শা পত্রিকার সম্পাদক - সঞ্জয় ভট্রাচার্য।
- বাংলা কথ্য ভাষার আদি গ্রন্হ- কৃপার শাস্ত্রের অর্থ ভেদ।
- বাংলা ভাষার প্রথম সমসাময়িক - দিকদর্শন ১৮১৮ সালে।

- কলকাতায় প্রথম রঙ্গমঞ্চ তৈরি হয় - ১৭৫৩ সালে।
- সহজিয়া হল সহজমান পন্থী অর্থাৎ স্বদেহ কেন্দ্রিক সহজপন্থাইয় সাধন। সমস্ত সত্যই দেহের মধ্যে অবস্থিত। সেই সত্যই সহজ।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ- কবিকাহিনি-১৮৭৮
- সবুজের অভিযান, ছবি, লঙ্খ, দান কবিতা বলাকা ক্যাবের অন্তর্ভুক্ত-১৯১৬
- বাংলা নাট্য সাহিত্যের দিকপাল হলেন- মুনীর চৌধুরি
- কবর নাটকটি রচনা হয় ১৯৫৩ সালে। প্রকাশিত-১৯৬৬
- বাংলা নাটকে সর্বপ্রথম সার্থক দ্বন্ধমূলক চরিত্র সৃষ্টি- দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
- বাংলা গানে সর্বপ্রথম ঠুমেরি আমদানি করেন-অতুল প্রসাদ সেন
- জীবনানন্দ দাসের প্রথম কাব্যগ্রন্থ- ঝরা পালক, ২য় ধুসর পাণ্ডুলিপি
- বাংলায় মৌলিক স্বরধ্বনি ৭ টি- অ,আ,ই,উ,ও,এ,অ্যা
- বাংলায় যৌগিক স্বরধ্বনি হল-২৫ টি
- অজিন-হরিনের চামড়া, নিরমক-সাপের খোলস, বাঘের চামড়া-কৃত্তি
- সংশপ্তক উপন্যাসটি ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত হয়- বিষয়বস্তু- হিন্দু-মুসলিম সম্মলিত জীবনযাপন ও অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধ।
- উপন্যাস উত্তমপুরুষ ও আমার যত গ্লানি- রশীদ করিম
- পদ্মা নদীর মাঝি উপন্যাসে অঙ্কিত হয়েছে ধীব্র জীবন
- অবরোধবাসিনী গ্রন্থে মোট ৪৭টি ঘটনা রয়েছে-১৯৩১
- কল্লোল পত্রিকার সম্পাদক-দিনেশরঞ্জন দাস-১৯২৩
- বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত পত্রিকা-কবিতা,১৯৩৫
- পালমৌ রচনা করেন- সঞ্জীব চট্টপাদ্ধায়
- বাংলা সাহিত্তের জননী সাহসিকা নামে পরিচিত-বেগম সুফিয়া কামাল
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা-৫৬টি
- মার্কিন নাট্যকার Irwin Shaw রচিত Bury the Dead (১৯৩৬) নাটক অনুসারে মুনীর চৌধুরী কবর নাটক রচনা করেন।
- শামসুর রহমান এর প্রথম কাব্যগ্রন্থ- প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে-১৯৬০
- প্রসন্ন প্রহর, কবিতা ১৩৭২- সিকন্দার আবু জাফর এর কাব্য
- মেঘনাবধ কাব্যে ৯টি সর্গে রয়েছে। ১৮৬১ সাল
- গীতাঞ্জলী কাব্যগ্রন্থে ১৫৭টি গীতিকবিতা রয়েছে

- খেয়া পার করে যে তাকে –পাটনী বলে
- ঘাটাল শব্দের অর্থ- বন্ধুর বা অসমতল
- বাংলা সাহিত্যধারার প্রতিষ্ঠাতা পুরুষ- প্যারীচাঁদ মিত্র
- হেমিংওয়ের ' দি ওয়াল্ডম্যান এন্ড দি সি' গ্রন্থের অনুবাদক হলেন- ফতেহ লোহণী
- নজরুলের প্রথম প্রকাশিত কবিতা- মুক্তি, ১৯৪৯ সালে বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পত্রিকায়
- যে জমিতে ফসল জন্মায় না- উষর, পড়ে আছে এমন জমি- পতিত/অনাবাদী, জা উর্বর নয়-অনুর্বর
- অপমান শব্দের অপ উপসর্গটি বিপরীত অর্থে ব্যবহৃরিত হয়েছে
- ধ্বনি ২ প্রকার। যথাঃ- ক. স্বরধধ্বনি খ. ব্যাঞ্জনধ্বনি।
- মৌলিক স্বরধ্বনি—৭ টি। যথাঃ- অ, আ, ই, উ, এ, ও, অ্যা।
- বর্ণ ২ প্রকার। যথাঃ- ক. স্বরবর্ণ খ. ব্যঞ্জনবর্ণ।
- স্বরবর্ণ – ১১ টি। যথাঃ- অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ।
- ব্যঞ্জনবর্ণ –৩৯ টি। যথাঃ- ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম, য, র, ল, শ, ষ, স, হ, ড়, ঢ়, য়, ৎ, ং, ঃ, ঁ ।
- বাংলা বর্ণমালা মোট –৫০ টি। (স্বরবর্ণ ১১+ ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৯ =৫০)
- স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে – 'কার' বলে।
- স্বরবর্ণের 'কার' চিহ্ন সংখ্যা—১০ টি। (শুধুমাত্র 'অ' বর্ণটির কোনো 'কার' নাই)।
- ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে 'ফলা' বলে।
- ব্যঞ্জনবর্ণের 'ফলা' চিহ্ন সংখ্যা--৬ টি।(যথাঃ- ব-ফলা, ম-ফলা, য-ফলা, র-ফলা, ল-ফলা, ন/ণ- ফলা)।
- ব্যাকরণ (বি+আ+√কৃ+অন) শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ হলো – বিশেষভাবে বিশ্লেষণ।
- প্রত্যেক ভাষারই চারটি মৌলিক অংশ থাকে – ধ্বনি, শব্দ, বাক্য ও অর্থ।
- ব্যাকরণে প্রধানত চারটি বিষয়ের আলোচন হয় – ধ্বনিতত্ত্ব, শব্দতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব ও অর্থতত্ত্ব।
- ধ্বনিতত্ত্ব = Phonology, শব্দতত্ত্ব, = Morphology, বাক্যতত্ত্ব = Syntax ও অর্থতত্ত্ব = Semantics
- বাংলা শব্দে প্রত্যয় – দুই প্রকার। যথা: ক. তদ্ধিত প্রত্যয় খ. কৃৎ প্রত্যয়।
- বাংলা ভাষায় উপসর্গ - তিন প্রকার। যথা: ক. সংস্কৃত, খ. বাংলা গ. বিদেশি উপসর্গ।
- চারটি উপসর্গ বাংলা ও তৎসম উভয়ের মধ্যে আছে। যথাঃ- আ, সু, বি, নি।
- মানুষের বাক প্রত্যঙ্গের সাহায্যে উচ্চারিত আওয়াজকে - ধ্বনি বলে
- ধ্বনির লিখিত রূপকে - বর্ণ বলে।
- বাংলা ভাষায় প্রকৃতি – দুই প্রকার। যথাঃ- নাম প্রকৃতি ও ক্রিয়া প্রকৃতি। ড়

- শেষের কবিতা উপন্যাস টি ১৯২৮ সালে প্রবাসী প্রত্রিকায় প্রকাশিত হয়।
- সেলিম আলদীন রচিত "চাকা" ১৯৯১ একটি কথা নাট্য।
- আব্দুল্ল্যাহ উপন্যাসের রচয়িতা কাজী ইমদাদুল হক।
- আনোয়ারা উপন্যাসের রচয়িতা নজিবর রহমান।
- প্রেম একটি লাল গোলাম উপন্যাসের রচয়িতা রশীদ করিম।
- মেঘনাদ বধ কাব্যে তিন দিন দুই রাতে ঘটনা বর্ণিত।
- 'র' কম্পন জাত ধ্বনি, 'ল' পার্শ্বিক ধ্বনি, 'ড়, ঢ়' তাড়ন জাত ধ্বনি
- কণ্ঠ, তালু, মূর্ধা, দন্ত, ওষ্ঠ স্পর্শ করে যে ধ্বনি উচ্চারিত হয় তাকে স্পর্শ ধ্বনি বলে।
- ক-ম পর্যন্ত ২৫ টি ধ্বনি স্পর্শ ধ্বনি।
- সমীরন শব্দের অর্থ বায়ু বা বাতাস।
- বাঁধন-হারা (১৯২৭) নজরুলের একটি পত্রোপন্যাস।
- রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ও বৃহত্তম উপন্যাস - গোরা। এটি অবলম্বনে ১৯৩৮ সালে একটি চলচ্চিত্র মুক্তি পায়। সংগীত পরিচালক ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম।
- খাঁটি বাংলা শব্দ - ঢোল, খেকশিয়াল, বাবুই, ঢেঁকি, পাতিল, কদু, টেংরা, ঝোল, ডোম, মুড়ি, ঝিনুক।
- বেটাইম শব্দটি ফারসি + ইংরেজি শব্দযোগে গঠিত।
- তদ্ভব শব্দ - চাঁদ, কামার, চামার, হাত, কান, মাথা, পা, মা, সাপ।
- 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়' - এটি রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়ের পদ্মিনী কাব্যের একটি বিখ্যাত উক্তি।
- অতুল প্রসাদ সেনের গানের সংকলন গ্রন্হ হচ্ছে - গীতিগুঞ্জ (১৯৩১)।
- মৌলিক শব্দ - গোলাপ, হাত, ফুল, বই, মুখ, গোলাম, ভাই, বোন, নদ, মাছ, লাল।
- অক্ষির সমীপে - সমক্ষ, অক্ষির অগোচরে - পরোক্ষ, অক্ষির সম্মুখে - প্রত্যক্ষ, নাই পক্ষ যার- নিরপেক্ষ
- ক্ষুদ্রার্থে স্ত্রীবাচক শব্দ - মালিকা, নাটিকা, গীতিকা, পুস্তিকা।
- জাহাকুল আবদ অর্থ- গোলামের হাসি।
- নামহীন গোত্রহীন গ্রন্হের লেখক - হাসান আজিজুল হক।
- হাতির ডাক - বৃংহতি, অশ্বের ডাক - হ্রেষা, ময়ুরের ডাক - কেকা।
- প্রসবন শব্দের অর্থ- ঝরনা।
- নূরজাহান ও সাজাহান নাটকদুটি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের।
- হর্ষ শব্দের অর্থ - আনন্দ, উল্লাস, পুলক।

- ক্ষমার যোগ্য বা উপযুক্ত - ক্ষমার্হ।
- যা চিরস্হায়ী নয়- নশ্বর। অপলাপ- মিথ্যা , গোপন।
- জগদ্দল পাথর বাগধারাটির অর্থ - গুরুভার।
- কাদম্বিনী শব্দের অর্থ - মেঘমালা, মেঘপুঞ্জ।
- ধর্মের ষাঁড় বাগধারাটির অর্থ - অকর্মণ্য ।
- সদন শব্দের অর্থ- নিবাস, আবাস ।
- আকাশ - পাতাল বাগধারার অর্থ- প্রচুর ব্যবধান ।
- নাতিদীর্ঘ - যা অতি দীর্ঘ নয়।
- অভিরাম অর্থ- সুন্দর , মনোরম । কর দেয় যে- করদ।
- আভরন শব্দের অর্থ - অলংকার , গহনা ।
- অবাঙালি কর্তৃক রচিত বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস - " ফুলমনি ও করুণার বিবরণ "। রচয়িতা - হ্যানা ক্যাথরিন ম্যালেন্স।
- সৈয়দ শামসুল হকের নিষিদ্ধ লোবান ও আল মাহমুদের উপমহাদেশ দুটিই মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস।
- অর্ধমাত্রার স্বরবর্ণ একটি (ঋ) এবং ব্যঞ্জনবর্ণ সাতটি (খ, গ, শ, প, থ, ধ, ণ)।
- সোনার তরী, হিং টিং ছট, পরশ পাথর, মানসসুন্দরী, পুরস্কার ও নিরুদ্দেশ যাত্রা সোনার তরী কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত (১৮৯৪)
- ১৯৭২ সালের ২৪ শে মে কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশে নিয়ে আসা হয়।
- ভাষার মূল উপাদান - ধ্বনি । বাক্যের মূল উপাদান - শব্দ ।
- " তীর হারা এই ঢেউয়ের সাগর" বিখ্যাত গানটির গীতিকার - গোবিন্দ হালদার।
- দুটি করে স্ত্রীবাচক শব্দ রয়েছে এমন পুরুষবাচক শব্দ ভাই,পুত্র,শিক্ষক,অভাগা,সুকেশ,দেবর,বন্ধু,দাদা,রজক,স্বামী।
- কান কাটা বাগধারার অর্থ -বেহায়া ।
- অনেকের মধ্যে একজন -অন্যতম, যার বিশেষ খ্যাতি আছে -বিখ্যাত ।
- নিত্য পুরুষ বাচক শব্দ যার স্ত্রী বাচক নেই - কবিরাজ, রাষ্ট্রপতি, পুরোহিত, জামাতা, কৃতদার, যোদ্ধা, বিচারপতি।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বকবি উপাধি পায় - ব্রম্মাবান্ধব উপাধ্যায় থেকে।
- হাতভারি শব্দের অর্থ - কৃপণ, ব্যয়বুশী। ঘাটের মরা - অতিবৃদ্ধ ।
- মসনদের মোহ নাটকটির রচয়িতা -শাহাদাৎ হোসেন
- যা অধ্যয়ন করা হয়েছে- অধীত যা পড়া হয়েছে - পঠিত।

- ইত্যাদি –তৎপুরুষ সমাস
- হারেম ও মহাপ্রতঙ্গ গল্পগ্রন্থ দুটির লেখক আবু ইসহাক
- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক প্রথমগ্রর " বঙ্গভাষা ও সাহিত্য " (১৮৯৬) লিখেছেন ড. দীনেশ চন্দ্র সেন।
- সওগাত প্রত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিন।
- সমকাল প্রত্রিকার সম্পাদক সীকান্দার আবু জাফর
- কয়েকটি কবিতা সমর সেন এর কাব্য গ্রন্থ।
- বায়ান্ন গলির এক গলি-উপন্যাস-রাবেয়া খাতুন
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আবিষ্কার করা হয় দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এর বাড়ি থেকে
- বর্গী শব্দটি ফরাসি ভাষা থেকে আগত
- বিজিত শব্দের অর্থ –পরাজিত
- সমাসবদ্ধ পদকে -সমস্ত পদ বলে।
- সমস্ত পদকে ভেঙে যে বাক্যাংশ করা হয় তার নাম-ব্যাসবাক্য বা বিগ্রহবাক্য
- মেঘনাধবদ কাব্যে রাবনপুত্র ইন্দ্রজিতকে অরিন্দম বলা হয়।অরিন্দম শব্দের অর্থ -শত্রু দমন করে যে বা শত্রু দমনকারী।
- বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত-মুহাম্মদ আব্দুল হাই/সৈয়দ আলী আহসান।
- জটিল বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেক খন্ড বাক্যের পর -কমা বসে।
- একাধিক স্বাধীন বাক্যকে একটি বাক্যের লিখতে-সেমিকোলন বসে।
- কুঁড়ি শব্দটি এসেছে- কোরক থেকে।
- কান পাতলা বাগধারাটির অর্থ বিশ্বাসপ্রবণ।
- বাংলা ভাষায় ওষ্ঠ ব্যান্জন ধ্বনির সংখ্যা ৫টি-প,ফ,ব,ভ,ম।
- Archetype –আদিরূপ
- পানি,চানাচুর, ফুফা,মিঠাই,কাহিনী -হিন্দি শব্দ
- প্রাচীন বাংলার জনপদ ও অর্থনীতির পরিচয় পাওয়া যায়-নীহাররন্জন রায়ের বাঙালীর ইতিহাস গ্রন্থ থেকে।
- একটু শব্দের টু পদাস্রিত নির্দেশক।
- ধীর শব্দের বিশেষ্যরুপ হচ্ছে -ধীরতা।
- সপ্ত সুর বলতে বুঝায়-চড়াসুর বা উচ্চসুর।
- বিদায়" অভিশাপ কবিতাটি/কাব্যগ্রন্থ টি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা।
- যে বিষয়ে কোন বিতর্ক নেই-অবিসংবাদী,বাক্য নেই যার-নির্বাক,সাধন দ্বারা লব্দ জ্ঞান -অভিজ্ঞ।

- সম্মুখে অগ্রসর হয়ে অভ্যর্থনা-প্রত্যুদ্গমন; প্রশংসা দ্বারা আনন্দ প্রকাশ-অভিনন্দন;সম্মানের সাথে অভ্যর্থনা-সংবর্ধনা।
- যা কষ্টে নিবারণ করা যায় -দুর্নিবার;যা কষ্টে নিবারণ করা যায় না-অনিবার্য;নিবারণ করা হয়েছে যা-নিবারিত।
- ভবিষ্যত ভেবে কাজ করে না যে-অবিমৃষ্যকারী;যা পূর্বে ছিল এখন নেই-ভূতপূর্ব;যা ভাবা যায় না-অভাবনীয়।
- বিড়াল তপস্বী -ভন্ড সাধু;আক্কেল সালামী -ভুলের মাশুল, নির্বুদ্ধিতার দন্ড;উড়চন্ডী-অমিতব্যয়ী; আকাশকুসুম -অসম্ভব কল্পনা;যা লাফিয়ে চলে-প্লবগ।
- রবীন্দ্রনাথ তার তাসেরদেশ নাটকটি-নেতাজী সুভাষচন্দ্রবসুকে;কালেরযাত্রা নাটকটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেন।
- হাতভারি বাগধারাটির অর্থ-কৃপণ,ব্যয়কুণ্ঠ।
- জাতি বাচক শব্দ-মানুষ গরু,পাখি,নদী,পর্বত, ইংরেজ।
- দিবারাত্রির কাব্য-মানিক বন্দোপাধ্যায়ের উপন্যাস।
- লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে" গ্রন্থের রচয়িতা-মেজর রফিকুল ইসলাম বীরোত্তম।
- কাশবনের কন্যা"-শামসুদ্দিন আবুল কালামের উপন্যাস।
- কুঁচবরণ কন্যা"-বন্দে আলী মিয়ার একটি শিশুতোষ গ্রন্থ।
- নিত্যবৃত্ত অতীত-ভ্রমণ করতাম,খাইতাম,পড়তাম।
- রাজযোটক বাগধারাটির অর্থ-চমৎকার মিল।
- চারণকবি-মুকুন্দদাস,মোজাম্মেল হককে -শান্তিপুরের কবি বলা হয়।
- বাংলা সাহিত্যে ভোরের কবি বলা হয়-বিহারীলাল চক্রবর্তীকে।
- যা বলা হয়নি-অনুক্ত।
- শেষ প্রশ্ন ও শেষ পরিচয় শরত চন্দ্রের উপন্যাস।
- বাঙ্গালীর ইতিহাস - নীহাররঞ্জন রায়।
- উপরোধ শব্দের অর্থ - অনুরোধ।
- সমাসের রীতি সংস্কৃত ভাষা থেকে এসেছে।
- শিরোনামের প্রধান অংশ প্রাপকের ঠিকানা।
- আমি, পাখি, শিশু, সন্তান এগুলো উভয়লিঙ্গ।
- বিভক্তি হীন নাম শব্দকে প্রাতিপদিক বলে।
- একই সময়ে বর্তমান - সমসাময়িক একই সঙ্গে - যুগপৎ একই গুরুর শিষ্য - সতীর্থ।
- বাংলা স্বরধ্বনি তে হ্রস্যস্বর ৪ টি - অ,ই,উ,ঋ

- দীর্ঘ স্বর ৭ টি - আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও ঔ
- যে জন দিবসে মনের হরষে জ্বালায় মোমেরবাতি - কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।
- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর বর্ণপরিচয় শিশুতোষ মূলক গ্রন্থ (১৮৫৫) সালে ক্লাসিকের মর্যাদা লাভ করে।
- জানিবার ইচ্ছা জিজ্ঞাসা, জয় করার ইচ্ছা- জিগীষা, হনন করার ইচ্ছা- জিঘাংসা, নিন্দা করার ইচ্ছা- জুগুপ্সা।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতাঞ্জলি কাব্য গ্রন্থে ১৫৭ টি কবিতা ও গান রয়েছে।
- রক্তাক্ত প্রান্তর নাটকের জন্য মুনীর চৌধুরি ১৯৬২ সালে বাংলা একাডিমি পুরস্কার পায়।
- কুকিলের ডাক- কুহু, সিংহের ডাক- হুংকার, পাখির ডাক- কূজন।
- যা চুষে খাবার যোগ্য- চোষ্য।
- যা চেটে খাবার যোগ্য- লেহ্য।
- যা পান করার যোগ্য- পেয়।
- যে সব গাছ থেকে ঔষধ প্রস্তুত হয়- ঔষধি।
- খ্রিস্টাব্দ একটি মিশ্র শব্দ(ইংরেজি+তৎসম)।
- সর্বজন এর বিশেষণ- সর্বজনীন।
- বাংলা সাহিত্যেও পঞ্চপান্ডব- ক) অমিয় চক্রবর্তী খ) জীবনান্দ দাস গ) বুদ্ধদেব বসু ঘ) বিষ্ণু দে ঙ) সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।
- অমিত্রাক্ষার ছন্দে রচিত বীরাঙ্গনা কাব্যে ১১ টি পত্র ছিল।
- বাংলা ভাষার ব্যবহৃত ধ্বনির সংখ্যা-৪১টি।
- বৃত্রসংহার কাব্য- হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়।
- যুগ সন্ধিকালের কবি- ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
- অর্ধমাত্রা বর্ণ ৮ টি (স্বরবর্ণ ১ টি, ব্যঞ্জন বর্ণ ৭ টি), মাত্রাহীন ১০ টি (স্বরবর্ণ ৪ টি, ব্যঞ্জন বর্ণ ৬ টি)।
- সুবচন নির্বাসনে নাটকটির রচয়িতা- আব্দুলস্না -আল মামুন।
- মুনীর চৌধুরীর মুখরা রমনীর বশীকরন শেক্সপিয়ারের The timing of the shrew এর অনুবাদ।
- যে সমাসের পূর্ব পদের বিভক্তি লোপ পায় না- অলুক সমাস ।
- বিছিন্ন প্রতিলিপি, মাটির ফসল, আর্তনাদে বির্বণ কাব্য গ্রন্থগুলো মাজহারন্নল ইসলামের।
- গ্রিক ট্রাজেডি নাটক ইডিপাস বাংলায় অনুবাদ করেন সৈয়দ আলী আহসান।
- তৎসম শব্দের ব্যবহার সাধু ভাষা রীতিতে বেশি।

- গৌরচন্দ্রিকা বাগধার অর্থ- ভূমিকা।
- অকালে বাদলা অর্থ- অপ্রত্যাশিত বাধা।
- শিরে সংক্রান্তি অর্থ- আসন্ন বিপদ/ সামনেই বিপদ।
- মুক্তি পেতে ইচ্ছুক মুক্তিকামী/ মুমুক্ষা।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম নারীবাদী লেখিকা। রোকেয়া সাখওয়াত হোসেন।
- কায়কোবাদের প্রকৃত নাম মুহাম্মদ কাজেম আল কুরাইশী।
- নদী ও নারী উপন্যাসের লেখক- হুমায়ন কবির।
- গাছে তুলে মইকাড়া- আশা দিয়ে পরে নিরাশ করা।
- এক ড়্যুরে মাথা মোড়ানো- একই দলভুক্ত।
- ঠোঁট কাটা বলতে বুঝায়- স্পষ্টভাষী/ বেহায়া ।
- বাংলা একাডেমির মূল ভবনের নাম- বর্ধমান হাউজ ছিল ।
- সিরডাপের প্রধান কার্যালয় চামেলি হাউস।
- যাকে দেখলে ক্রোধ জন্মে- চড়্যুাশুল।
- কৈ মাছের প্রান- দীর্ঘজীবী। ঠরৎরষব-পুরন্নষোচিত
- চারন্নচন্দ্র চক্রবর্তীর ছদ্মনাম- জরাসন্ধ।
- রিয়াজ-উস-সালাতীন ফারসি ভাষায় লিখিত বাংলার মুসলিম শাসনের প্রথম পূর্নাঙ্গ ইতিহাস গ্রন্থ, রচনা করেন গোলাম হোসেন সেলিম, ১২ টি খন্ডে বিভক্ত।
- ঝিলিমিলি(১৯৩০) নাটকে তিনটি ছোট নাটক রয়েছে
- গাল/গন্দদেশ। ঠোঁট- অধর।
- চক্ষুলজ্জাহীন ব্যক্তি - চশমখোর, লাজের মাথা খাওয়া- নির্লজ্জ।
- চক্ষু দ্বারা দৃষ্ট-চাক্ষুস। উনপাজুরে- রুগ্ন। - নির্ভীক।
- বিভক্তযুক্ত শব্দ ও ধাতুকে পদ বলে।
- প্রযোজক ধাতু ও কর্মবাচ্যের ধাতু একই।
- ঢাকের কাঠি বাগধারার অর্থ - লেজুড়বৃত্তি।
- যে একবার শুনেই মনে রাখতে পারে - শ্রুতিধর।
- যা পূর্বে শোনা যায়নি এমন - অশ্রুতপূর্ব।
- বাঘের চোখ - দুঃসাধ্য বস্তু। বদন্যতা শব্দের অর্থ - দানশীলতা।

- হেমাঙ্গিনী ও কাদম্বিনী মেজদিদি গল্পের চরিত্র।
- যার কোন উপায় নাই- নিরুপায়। যার কোন উপায় নাই- অনন্যোপায়।
- কোহিনূর পত্রিকার সম্পাদক - মুহাম্মাদ এয়াকুব আলী চৌধুরি।
- যা মূল্য দিয়ে বিচার করা যায় না - অমূল্য।
- যার অনেক মূল্য - মূল্যবান।
- প্রতীকধর্মী মানে হচ্ছে - নিদর্শন-জ্ঞাপক। - বিনাশকারী।
- গিরিনিস্রাব শব্দের অর্থ - লাভা। খিড়কি শব্দের অর্থ - সিংহদ্বার।
- এক হতে আরম্ভ করে- একাদিক্রমে। বেঁচে থাকার ইচ্ছা- জিজীবিষা।
- মনির উদ্দিন ইউসুফ শাহানামা বাংলায় অনুবাদ করেছে।
- বন্দে আলী মিয়ার কাব্য গ্রন্থ হল- ময়নামতির চর।
- পুস্পারতি শব্দের অর্থ - ফুলের নিবেদন।
- উপযগের কাজ হল - নতুন শব্দ গঠন করা/ নতুন অর্থবোধক শব্দ।
- একাত্তরের চিঠি নামক মুক্তিযোদ্ধাদের পত্র সংকলনে ৮২ চিঠি রয়েছে।
- পুঁথি সাহিত্যের সার্থক ও জনপ্রিয় লেখক- ফকির গরিবুল্লাহ।
- পদ বলতে বুঝায় বিভক্তযুক্ত শব্দকে।
- রবীন্দ্রনাথ ১১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষিত বাংলার মাটি বাংলার জল গান/কবিতাটি রচনা করেন।
- চল মুসাফির, হলদে পরীর দেশ, যে দেশে মানুষ বড়
- জসীমউদ্দিনের ভ্রমণকাহিনী।
- পূবের হাওয়া কাজী নজরুল ইসলাম এর কাব্যগ্রন্থ - ১৯২৫।
- তন্বী কাব্যের কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। যা বলা হয়নি - অনুক্ত।
- সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম - গোবিন্দদাস।
- যে স্বরধ্বনির উচ্চারনের সময় মুখ বিবর সবচেয়ে বেশী উন্মুক্ত বা খোলা থাকে তাকে বিবৃত স্বরধ্বনি বলে। এ জাতীয় একটি শব্দ হল অ্যা।
- নজরুলের মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসে দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষের চিত্র বর্ণনার পাশাপাশি নারী জীবনের দুর্বিষহ অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে।
- সম্মুখে অগ্রসর হয়ে অভ্যর্থনা- প্রত্যুগমন।
- যা কষ্টে নিবারন করা যায়- দুর্নিবার।
- নির্বাপিত করা যায়না এমন- অনির্বান।

- চন্ডী মঙ্গল কাব্যের ধনপতি সওদাগার ছিল- উজানী নগরের।
- পুঁথি সাহিত্য বলতে বুঝায়- ইসলামী চেতনা সম্পৃক্ত।
- কোহিনূর পত্রিকারু সম্পাদক মুহাম্মদ রওশন আলী।
- নাটক হচ্ছে- দৃশ্যকাব্য। নদের চাঁদ মহুয়া গীতিকার নায়ক।
- চক্ষু দ্বারা গৃহীত- চাক্ষুষ। অক্ষির সমক্ষে বর্তমান- প্রত্যক্ষ।
- মৃগয়া অর্থ- হরিন শিকার/ বন্য পশু পাখি শিকার।
- শওকত ওসমানের প্রকৃত নাম- শেখ আজিজুর রহমান।
- বাংলা ভাষায় প্রথম আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয়ে নাটক লেখেন- দীনবন্দু মিত্র, নীলদর্পন।
- বাক্য সংকোচন হলো- একটিমাত্র শব্দে ভাবকে প্রকাশ করা।
- শামসুর সহমানের আত্মজীবনী হল-স্মৃতির শহর, কালের ধূলোয় লেখে।
- জলাংগী শওকত ওসমানের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপন্যাস।
- হুতুম প্যাঁচার নকশার লেখক- কালী প্রসন্ন সিংহ।
- বারমাস্যা হচ্ছে- নায়িকার বারমসের সুখ-দুঃখের বর্ণনা।
- গড্ডালিকা প্রবাহ- অন্যের অনুকরণ।
- আগড়ম বাগড়ম বাগধারার অর্থ- অর্থহীন কথা।
- বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত পত্রিকা মোট- ৬টি।
- অরন্যক উপন্যাসের রচয়িতা- বিভূতিভূষন বন্দ্যোপাধ্যয়।
- Blank Verse-অমিতাক্ষর, পয়ার হচ্ছে চতুর্দশাক্ষর ছন্দবিশেষ। অনুপ্রাস মানে একই ধ্বনি বা বর্ণের পুনঃপুন প্রয়োগ।
- মাছের মা বাগধারাটির অর্থ- নিষ্ঠুর।
- উত্তম পুরুষ- নিজে, মুই,মোর, আমি, আমরা।
- মধ্যম পুরুষ- তুমি, তুই,আপনি,তোমরা।
- প্রথম পুরুষ/নাম পুরুষ- সে, তিনি, তারা, উনি,ওরা।
- হাতটান- চুরির অভ্যাস। নাটের গুরু- খলনায়াক। ভিজে বিড়াল- কপট।
- যে শব্দ দ্বারা স্ত্রী-পুরুষ কোনটাই বুঝায় না সেটি ক্লীবলিঙ্গ। যথা- ফুল, গাছ, বই, ফল, ঘর, দালান।
- ইসমামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সাতসাগরের মাঝি কাব্যের উপজীব্য বিষয়।
- দুঃখ বর্ণনাকারী কবি মুকুন্দরাম চকরবর্তীর উপাধি- কবি কঙ্গন।
- বাংলা সাহিত্যের সর্বাধিক সমৃদ্ধধারা হচ্ছে- গীতিকবিতা।
- অর্থবোধক ধ্বনিকে বলা হয়- শব্দ।
  কালকুট শব্দের অর্থ- তীব্রবিষ, গরল।
- পর্বতের মুষিক প্রসব- বিপুল উদ্যোগে তুচ্ছ অর্জন।

- সারদা মঙ্গল হল লৌকিক/ আধুনিক মঙ্গল কাব্য । এর কবিগন হল- দয়ারাম, বীরেশ্বর, রাজসিংহ।
- আনন্দের মৃত্যু উপন্যাসর রচয়িতা- সৈয়দ শামসুল হক।
- শাকে দিনু কানা সোঁআ পানি- কানাসোঁয়া অর্থ- কানায়কানায় পরিপূর্ণ।
- মাথা খাও অর্থ- মাথার দিব্যি।
- মুনীর চৌধুরির রুপার কৌটা নাটকটি জন গল্‌স ওয়ার্দীর The silver box নাটকের অনুবাদ। বর্ণচোরা অর্থ- কপটচারী।
- মানসিংহ ভবান্দ উপখ্যানের রচয়িতা- ভারতচন্দ্র রায় গুনাকর।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অমিতাক্ষওে লেখা নাটক- বিসর্জন, নায়িকা- অর্পনা।
- যে সকল গাছগাছড়া থেকে ঔষধ প্রস্তুত হয়- ঔষধি।
- যে গাছ একবার ফল দিয়ে মারা যায়- ওষধি।
- কখোনো উপন্যাস লিখেনি- সুধীন্দ্রনাধ দও।
- কুঝটিকা শব্দের অর্থ- খুব অনুগত ব্যক্তি।
- খাস তালুকের প্রজা- খুব অনুগত ব্যক্তি।
- হাত হদাই নাটকের রচয়িতা- সেলিম আল-দ্বীন।
- পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসটি ১৯৩৬ সালে পূর্বাশা পত্রিকায় পকাশিত হয়।
- যে সকল অত্যাচারই সহ্য করে- সর্বংসহা।
- যা সাধারনের মধ্যে দেখা যায় না- অসাধারন।
- যে ভবিষৎ নাভেবেই কাজ করে- অভিমৃষ্যকারী।
- নিকুঞ্জ- বাগান ।কপদর্কহীন- নিঃস্ব। সুপ্ত-নিদ্রিত।
- লোহিত-লাল রং। অন্দকার দেখা- হতবুদ্ধি।
- আকাশ ভেঙ্গেপড়া- হঠাৎবিপদ হওয়া।
- দুইটি বাক্যের মধ্যে অর্থের সম্বন্ধ থাকলে সেমিকোলন বসে।
- মাগো ওরা বলে কবিতাটি-আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ।
- যার স্ত্রী মার গেছে- বিপত্নীক। যা+ইচ্ছ+তাই= যাচ্ছেতাই।
- ধাতু তিন প্রকার- মৌলিক, সাধিত ও যৌগিক।
- কপত শব্দের অর্থ- কবুতর, পায়রা। জানালা-ফারসি শব্দ।
- বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র- ১৬ খন্ড।
- আমি বীরাঙ্গনা বলছি- গবেষনা মূলক প্রবন্ধ- ড. নীলিমা ইব্রাহিম।
- যার বাসস্থান নাই- অনিকেতন।
- যে বাসস্থান খেকে উৎখাত হয়েছে- উদ্বাস্তু।
- যে (ভাই) পরে জন্ম গ্রহন করেছে- অনুজ ।

- বাংলা বর্ণমালয় পর্বের সংখ্যা- ৫। প্রাংশু- উন্নত,দীর্ঘকায়।
- ক্রিয়াপদের সাথে সম্পর্যুক্ত পদকে-কারক বলে।
- পাশাপাশি দুটো স্বরধ্বনি একক্ষর হিসাবে উচ্চারিত হলে তাকে যৌগিক স্বরধ্বনী বলে। বাজে কখা- রাবী ঠাকুরের প্রবন্ধ।
- যপিত জীবন- সেলিনা হোসেনের উপন্যাস।
- পথ জানা নাই- শামসুদ্দিন আবুল কালাম।
- ধর্মমঙ্গল কাব্যের রচয়িতা- ময়ূরভট্র। খেলারাম চক্রবর্তী, মানিকরাম, রুপরাম চক্রবর্তী, শ্যাম পন্ডিত, সীতারম দাস, ঘনরাম চক্রবর্তী।
- শরৎচন্দ্রের প্রথম সাহিত্যকর্ম - নন্দির গল্প,
- প্রথম উপন্যাস -বড়দিদি।
- বাংলা সাহিত্যের দুঃখবাদী কবি হল - যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।
- চাষি ওরা নয়কো চাষা, নয়কো ছোটলোক, নজরুলের সাম্যবাদী কাব্যগ্রন্থের কুলি-মজুর কবিতার অংশবিশেষ্য।
- পরানের গহীন ভিতর কাব্যগ্রন্থ - সৈয়দ শামসুল হক।
- স্বভাবতই মূধন্য ষ হয় - আষাঢ়, ঊষা, আভাষ, অভিলাষ, ঔষধ, ঔষধি, পোষ, দ্বেষ, ভাষ্য।
- ধ্বনি বিপর্যয় উদাহরণ - পিচাশ, রিসকা, ফাল।
- কলে ছাটা, গায়ে পড়া, চোখের বালি - অলুক তৎপুরুষ।
- খাঁটি বাংলা শব্দে 'ন' ব্যবহার করা হয়না।
- যে জমিতে ফসল জন্মায় না -উষর
- যা পড়ে আছে - পতিত
- যা উর্বর নয় - অনুর্বর, যার সন্তান হয়না - বন্ধ্যা
- অপমান শব্দের অপ উপসর্গ বিপরীত অর্থে ব্যবহার হয়েছে।
- হুমায়ন আহমেদের প্রথম উপন্যাস- নন্দীত নরকে।
- সংহারক শব্দের অর্থ - বিনাশকারী।
- ওরে বাছা, এখানে এখানে বাসুর শব্দটি তদ্ভব শব্দ।
- পঞ্চমস্বর– কোকিলের সুরলহরী।
- কর্বুর শব্দের অর্থ- রাক্ষস।
- উচাটান - পাংশুবর্ণ - করবা।
- বাগধারা আলোচিত হয় - ব্যাক্যে তত্ত্বে।
- মহাপৃথিবী কাব্যগ্রন্থ- জীবনানন্দ দাসের।

- অর্ঘ্য শব্দের অর্থ পুজার উপকরণ।
- বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান- ড.মু. শহীদুল্লাহ
- নারী কবিতাটি নজরুলের সাম্যবাদী কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।
- জাহকুল আবদ অর্থ গোলামের হাসি।
- প্রতীক ধর্মী মানে হচ্ছে-নির্দেশন জ্ঞাপক
- রাজলক্ষ্মী, অভয়া, কুশারী, অন্নদা দিদ - শ্রীকান্ত উপন্যাসের চরিত্র।
- রুপজালাল গ্রন্থ টি নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরীর।
- He is a polyglot - তিনি একজন বহুভাষী।
- কবিতার কথা জীবনানন্দ দাশের একটি প্রবন্ধ।
- সূর্য তুমি সাথী , ওঙ্কার, গাভী বৃত্তান্ত, অর্ধেক নারী অর্ধেক ঈশ্বরী বিহঙ্গ পুরান ➡আহমদ ছফার উপন্যাস।
- সমাসবদ্ধ পদকে -সমস্ত পদ বলে।
- সমস্ত পদকে ভেঙে যে বাক্যাংশ করা হয় তার নাম-ব্যাসবাক্য বা বিগ্রহবাক্য
- মেঘনাধবদ কাব্যে রাবনপুত্র ইন্দ্রজিতকে অরিন্দম বলা হয়।
- অরিন্দম শব্দের অর্থ -শত্রু দমন করে যে বা শত্রু দমনকারী।
- বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত-মুহাম্মদ আব্দুল হাই/সৈয়দ আলী আহসান।
- জটিল বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেক খন্ড বাক্যের পর -কমা বসে।
- একাধিক স্বাধীন বাক্যকে একটি বাক্যে লিখতে-সেমিকোলন বসে।
- কুঁড়ি শব্দটি এসেছে- কোরক থেকে।
- কান পাতলা বাগধারাটির অর্থ বিশ্বাসপ্রবণ।
- বাংলা ভাষায় ওষ্ঠ ব্যান্জন ধ্বনির সংখ্যা ৫টি-প,ফ,ব,ভ,ম।
- Archetype -আদিরূপ
- পানি,চানাচুর, ফুফা,মিঠাই,কাহিনী -হিন্দি শব্দ।
- অভয়া, ষোড়শী, সাবেত্রী ➡ শরৎচন্দ্রের সৃষ্টি চরিত্র।
- ক্ষুধিত পাষাণ ➡ কর্মধারায় সমাস। অর্ধচন্দ্র ➡ তৎপুরুষ সমাস।
- কোকিলকে অন্যপুষ্ট বলা হয়।
- বাঁধন হারা, মৃত্যুক্ষুধা ও কুহেলিকা কাজী নজরুলের উপন্যাস।
- ইন্দিরা গ্রন্থটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা।
- হুমায়ন কবির সম্পাদিত পত্রিকা ➡ চতুরঙ্গ।
- বাংলার ইতিহাস গ্রন্থটির রচয়িতা ➡ রমেশচন্দ্র মজুমদার।

- মনসামঙ্গল কাব্যের আদি কবি ➡ কানাহরি দত্ত।
- মধুসূদন দত্তের বাড়ি যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলায়।
- পুথি সাহিত্যের প্রাচীনতম লেখক ➡ দৌলত কাজী।
- বুদ্ধদেব বসু তিরিশের দশকের কবি হিসাবে বিখ্যাত।
- সাধনা দ্বারা লব্ধ জ্ঞান· অভিজ্ঞ।
- সম্মুখে অগ্রসর হয়ে অভ্যর্থনা· প্রত্যুদ্গমন।
- বাঙালি ও বাংলা সাহিত্য· আহমদ শরিফ। বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়· অতুল সুবের। বৃহৎবঙ্গ· দীনেশচন্দ্র সেন।
- সম্মুখে অগ্রসর হয়ে অভ্যর্থনা· প্রত্যুদগমন।
- সম্মানের সাথে অভ্যর্থনা· সংবর্ধনা।
- যে বিষয়ে কোন বিতর্ক নাই· অবিসংবাদিত।
- ফোড়ন শব্দটি প্রত্যয় যোগে গঠিত হয়েছে।
- বাংলা ভাষায় ওষ্ঠ ব্যাঞ্জন্ধনি ৫ টি· প ফ ব ভ ম।
- Archytype – আদিরূপ।
- বাঙালির ইতিহাস· নীহাররঞ্জন রায়· বাঙালি ও বাংলা।
- বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত মুহাম্মদ আব্দুল হাই।
- Twilight --গোধূলিবেলা।
- কুড়ি· শব্দটি দেশি শব্দ, আগত· কোরক শব্দ থেকে।
- চিকুর শব্দের অর্থ-চুল, কুন্তল, ক্লেশ।
- একাত্তরের ডায়েরী কবে কে লিখেন-সুফিয়া কামাল, ১৯৮৯ সালে।
- একাত্তরের দিনগুলি কে লিখেন-জাহানার ইমাম।
- বায়ান্নর দিনগুলি কে লিখেন-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
- বৃটিশ শাসনামলে ঢাকায় পোস্টমাস্টার কে ছিলেন--দীনবন্ধু মিত্র।
- ১৯৪৭ সালে রচিত রানার কবিতাটি কার লেখা--সুকান্ত ভট্টাচার্য (ছাড়পত্র কাব্যগ্রন্থের)
- পদ্মার পলিদ্বীপ কার রচিত উপন্যাস--আবু ইসহাক (১৯৮৬)
- অরণ্যে রোদন' বাগধারাটির অর্থ ক--নিষ্ফল আবেদন বা বৃথা চেষ্টা।
- মুক্তক ছন্দের প্রবর্তক কে--রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- কাজী নজরুল রচিত গল্পগ্রন্থের নাম-ব্যথার দান (১৯২২), রিক্তের বেদন (১৯২৫), শিউলিমালা (১৯৩১)
- পদ্ম গোখরো কোন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত--শিউলিমালা।

- সন্দেশ, প্রবীণ, তৈল, হস্তী, বাঁশি শব্দগুলো- রূঢ়ি শব্দ।
- সনাতন শব্দের অর্থ--চিরন্তন।
- শত্রুকে দমন করে যে—অরিন্দম
- শত্রুকে পীড়া দেয় যে—অরিন্দ্র
- এখন পর্যন্ত শত্রু জন্মায়নি যার—অজাতশত্র
- পাওয়ার ইচ্ছা—ঈপ্সা
- জয় করার ইচ্ছা--জিগীষা
- ভোজন করার ইচ্ছা--বুভুক্ষা
- পাওয়ার প্রবল ইচ্ছা--লিপ্সা
- যুগপৎ শব্দের অর্থ-সমকালীন, একই সময়ে, একই সঙ্গে।
- ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনকাল-১৮১২ থেকে ১৮৫৯।
- নজরুলের নাটকের গ্রন্থ-ঝিলিমিলি (১৯৩০)
- শব্দ সঞ্চালনের জন্য দরকার-মাধ্যম
- রবীন্দ্রনাথ 'বসন্ত' নাটকটি নজরুলকে উৎসর্গ করে-১৯২৩ সালে।
- গোফ খেজুরে-মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস।
- ইনকিলাব শব্দের অর্থ- আন্দোলন, বিপ্লব।
- চাচা কাহিনী গ্রন্থটি-১৯৫২ সালের।
- ৫৮. সে নাকি আসবে না। এখানে 'না' অব্যয়টি ব্যবহৃত হয়েছে-সংশয় হিসেবে।
- ব্যয় করতে কুণ্ঠবোধ করেন যিনি--ব্যয়কুণ্ঠ
- যে হিসাব করে ব্যয় করে-মিতব্যয়ী
- যে আয় বুঝে ব্যয় করে-- হিসাবী
- যে ব্যয় না করে শুধু সঞ্চয় করে-- কৃপণ
- যে হিসাব করে ব্যয় করে না-- অমিতব্যয়ী
- পোস্টাল কোড নির্দেশ করে-প্রাপকের এলাকা।
- জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন নাটকটি-সেলিম আল দ্বীনের।
- কর্মে ক্লান্তি নাই যার-অক্লান্তকর্মী।
- ক্লান্তিহীনভাবে চলে যা-অক্লান্ত, অবিশ্রাম।

- ফুলবর, কেলকেতু, ভাড়ুদত্ত,ধনপতি-চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের চরিত্র।
- ঐ = অ/ও + ই, ঔ = অ/ও + উ
- নজরুলের ৭৮ টি কবিতা ও গানের সংকলন- সঞ্চিতা কাব্যগ্রন্থ (১৯২৮)
- সমরেশ বসুর ছদ্মনাম-কালকূট।
- কানপাতলা – বাগধারাটির অর্থ 'অবিশ্বাসপ্রবণ'।
- অরিন্দম রাবনের পুত্র ইন্দ্রজিৎ। অর্থ শত্রু দমনকারী।
- প্রশংসা দ্বারা আনন্দ প্রকাশ – অভিনন্দন।
- সম্মানের সাথে অভ্যর্থনা – সংবর্ধনা।
- যে ভবিষ্যৎ না ভেবে কাজ করে – অবিমৃষকারী।
- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ ড. দীনেশ চন্দ্র সেনের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (১৮৯৬)
- পথ জানা নাই শামসুদ্দিন আবুল কালাম এর গ্রন্থ।
- বাংলা ভাষায় ঞ হরফটির উচ্চারণ দুই প্রকার
- বায়ান্ন গলির এক গলি উপন্যাসটি রাবেয়া খাতুন
- যে ভবিষ্যৎ না ভেবে কাজ করে অবিমৃষ্যকারী।
- যে সকল অত্যাচার সয়ে যায়- সর্বংসহা।
- ট বর্গীয় ধ্বনির আগে তৎসম শব্দ "ন" ব্যবহৃত হয়।
- বাহুতে ভর করে চলে যে - ভুজঙ্গ
- হুতোম প্যাচার নক্সা- রম্যরচনা
- ফুল, হাত, মুখ, গোলাপ, ভাই, বোন, মাছ মৌলিক শব্দ।
- ভারতী পত্রিকায় সম্পাদক স্বর্ণকুমারী দেবী। রবিঠাকুরের ভাগ্নি।
- বিচিত্র চিন্তা, সাহিত্য সংস্কৃত চিন্তা, স্বদেশ অন্বেষণ জীবন সমাজে সাহিত্য, বাঙালি ও বাংলা সাহিত্য,প্রত্যয় ও প্রত্যাশা, বাঙালা বাঙালি ও বাগলিত্ব, সংস্কৃতি
- ড. আহমদ শরিফের প্রবন্ধ গ্রন্থ।
- আনন্দ, বেদনার কাব্য হুমায়ুন আহমাদ রচিত উপন্যাস।
- সোনাদিয়া দ্বীপ সামুদ্রিক মাছ শিকারের জন্য বিখ্যাত
- বাংলাদেশের সব থেকে বড় বিদ্যুৎ কেন্দ্র ভেড়ামারা (কুষ্টিয়া)
- তালিবাদ ভু- উপগ্রহ কেন্দ্র গাজীপুরে (বেতবুনিয়া)
- বংলাদেশের কেন্দ্রীয় গো প্রজনন কেন্দ্র - সাভার
- ছাগলের প্রজনন খামার - সিলেট
- হরিণ প্রজনন খামার ডুলহাজরা (কক্সবাজার)

- মক্ষি প্রজনন খামার - বাগেরহাট
- বাংলাদেশের জাতীয় নাট্যশালা সেগুনাবাগিচায় শিল্পকলা একাডেমি।
- ভোমরা স্থলবন্দর সাতক্ষীরা জেলায়। বুড়িমারি লালমনির হাট
- বিলোনিয়া স্থলবন্দর ফেনী জেলায়
- কুল কাঠের আগুন : তীব্র জ্বালা।
- পূর্বপদে উপসর্গ বসে যে সমাস হয় : প্রাদি সমাস।
- বর্ণালীর প্রান্তীয় বর্ণ : বেগুনী ও লাল।
- ন্যায়দন্ড উপন্যাস : জরাসন্ধ।
- মায়াবী প্রহর নাটক এর রচয়িতা : আলাউদ্দিন আল আজাদ।
- বিচ্ছিন্ন প্রতিলিপি কাব্যগ্রন্থটির রচয়িতা : মাযহারুল ইসলাম।
- আমার প্রেম, আমার প্রতিনিধি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা : আবুল হাসান।
- ওরে বিহঙ্গ নাটকটির রচয়িতা : জোবায়দা খানম।
- বৈতালিক উপন্যাসটির রচয়িতা: নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।
- বিশেষণের সাথে বিশেষ্যের যে সমাস হয় : কর্মধারয় সমাস।
- ছোটদের অভিনয় নাটকটির রচয়িতা : আল কালাম আবদুল ওহাব।
- জুলেখার মন মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ।
- 'কিরন' শব্দের অর্থ : অংশ।
- যা দীপ্তি পাচ্ছে : দেদীপ্যমান।
- মাছের মা অর্থ : নির্মম।
- অয়োময় নাটকের রচয়িতা: হুমায়ূন আহমেদ।
- যা অধ্যয়ন করা হয়েছে : অধীত।
- পূর্বপদের বিভক্তি লোপ পেয়ে যে সমাস হয় : তৎপুরুষ সমাস।
- 'সীমানা ছাড়িয়ে' উপন্যাসটি রচনা করেন : সৈয়দ শামসুল হক।
- পল্লীকবি জসিমউদ্দিন এর একমাত্র উপন্যাস : বোবা কাহিনী।
- বিপ্রদাস পিপলাই রচিত কাব্যের নাম- মনসা বিজয়।
- জয়চন্দ্র চন্দ্রাবতী পালাটি- নয়ানচাঁদ ঘোক্ষের রচনা।
- যাপিত জীবন উপন্যাসের রচয়িতা- শেলিনা হোসেন।
- কিওনখোলা, কেরামত, মঙ্গল- সেলিম আল-দ্বীনের নাটক।
- অত্মজা ও একটি কবরী গাছ- হাসান আজিজুল হক।
- পথ জানা নাই-শামসুদ্দিন আবুল কালামের গল্প।

- দিবারাত্রীর কাব্য-উপন্যাসটি মানিক বন্ধ্যোপাধ্যায়ের।
- পুতুল নাচের ইতিকথা- মানিক বন্ধ্যোপাধ্যায়।
- বর্নচোরা বাগধারার অর্থ-কপটচারী।
- জয় বাংলা , জয় বাংলা- গাজী মাজহারুল ইসলাম গিতিকার
- বাসস্থান থেকে উৎখাত হয়েছে- উদ্ধাস্তু
- বাংলা বর্নমালায় পর্বের সংখ্যা-৫
- ক্রিয়াপদের সাথে সম্পর্কযুক্ত পদকে কারক বলে।
- ফেরারী ডাইরি মুক্তিযুদ্ধের পেক্ষাপটে লেখা।
- সূর্যদীঘর বাড়ি উপন্যাসের মূল চরিত্র-জয়গুন।
- যার বাসস্থান নাই-অনিকেত
- স্মৃতিস্তম্ভ কবিতাটি আলাউদ্দিন আল আজাদের মানচিত্র কাব্য।
- কবর কবিতায় দাদু শাপলার হাটে তরমুজ বিক্রি কওে দুই পয়সার পুঁতির মালা ক্রয় করতো।
- লাল+নীল= ম্যাজেন্ডা, নীল+সবুজ+লাল=সাদা
- সবুজ+লাল=হলুদ, লাল+অকাশী/নীল=বেগুনী।
- শাহানামা বাংলায় অনবাদ করেন-মনির উদ্দিন ইউসুফ।
- অমর কোষ অভিধান গ্রন্থ। অমর কোষের প্রকৃত নাম-নামলিসুনন
- শেষের কবিতা-সুকুমার সেনের নাম পাওয়া যায়।
- আল্লাহ হাফেজ শব্দের অর্থ- আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করুক।
- জসীমউদ্দিনের কাব্য নয়-মানির মায়া।
- বাউল গানের বিশেক্ষশ্ব-আধ্যাত্ম্য বিক্ষয়ক।
- বৈকুন্ঠের উইল- উপন্যাস শরৎ চট্টপাধ্যায়।
- বৈকুন্ঠের খাতা- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রহসন।
- সুরেশ মহিম অচলা শরৎচন্দ্রের কোন উপন্যাসের চরিত্র- গৃহদাহ
- জয়গুন চরিত্রটি কোন উপন্যাসের চরিত্র- সূর্যদীঘল বাড়ি।
- কাষ্ট হাসি মানে শুকনো হাসি।
- যে ব্যক্তি পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করতে পারে- জাতিস্মর
- ভলগা থেকে গঙ্গা একটি ভ্রমন কাহিনী- রাহুল সাংস্কৃত্যিায়ন।
- যা চেটে খেতে হয়- লেহ্য
- মৃতের মতো অবস্থা যার- মুমূর্ষু
- আমড়া কাঠের ঢেঁকি- অপদার্থ
- তুলসী বনের বাঘ- ভন্ড সাধু, ইতর বিশেষ্য ভেদাভেদ
- কুলটা পুরুষবাচক শব্দ যার কোন স্ত্রীবাচক শব্দ নেই।

- যুগস্রষ্টা নজরুল-গ্রন্থটি খান মুহাম্মদ মইনউদ্দিনের ১৯৫৭
- আত্মজীবনীমূলক প্রেমের ইতিহাস ’ন স্যত মৈত্রেয়ী দেবী’।
- রাবেয়া খাতুন বাংলা একাডেমির পুরস্কার পান-১৯৭৩ সাল।
- বাঙালি মুসলমানদের মন- আহমদ তফা।
- প্রাংশু শব্দের অর্থ- দীর্ঘকার, উন্নত, উঁচু।
- মাত্রাবৃত্ত ছন্দ হলো ধ্বনি প্রধান, ধ্বনি মাত্রিক, দুর্বল ভঙ্গির ছন্দ
- স্বরবৃত্ত ছন্দ হলো শ্বাসাঘাত প্রধান, ছড়ার চন্দ্র।
- আর অক্ষরবৃত্তছন্দ হলো তান প্রধান, অক্ষরমাত্রিক, সাধারণ ভঙ্গির ছন্দ
- বর্ণমালার ১ম ও ৩য় ধ্বনি হলো অল্পপ্রান।
- বর্ণমালার ২য় ও ৪র্থ ধ্বনি হলো মহাপ্রান।
- ১ম ও ২য় ধ্বনি হলো অঘোষ ধ্বনি।
- ৩য় ও ৪র্থ ধ্বনি হলো অঘোষ ধ্বনি।
- বিভিষনের স্ত্রীর নাম হলো খরলা।
- যুগলাঙ্গলীয় গ্রন্থেও রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
- তিথিডোর বুদ্ধদেব বসুর রচিত উপন্যাস-১৯৪৯।
- বুলবুল চৌধুরী বিখ্যাত কেন- নৃত্য শিল্পীর জন্য।
- ভাই, পুত্র, শিক্ষক, অভাগা, সুকেশ, দেবর, বন্ধু, দাদা, স্বামী প্রভৃতি শব্দের দুটি স্ত্রীবাচক শব্দ আছে।
- কবিরাজ, রাষ্ট্রপতি, পুরোহিত, যোদ্ধা, বিচারপতি, কৃতদার প্রভৃতি শব্দের স্ত্রীবাচক শব্দ নেই।
- ঈশ্বরচন্দ্র ১৯৩৯ সালে সংস্কৃত কলেজ থেকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেন।
- যৌগিক স্বরধ্বনি হল : ঔ, ঐ।
- 'বন্ধুর' বিশেষণ পদ, এর অর্থ : অসমতল, উঁচু-নিচু।
- হাতভারি শব্দের অর্থ : কৃপণ।
- . যা অধ্যয়ন করা হয়েছে : অধীত।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ড. দীনেশচন্দ্র সেন, ১৮৯৬ সাল
- ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ রচিত গ্রন্থ : বাংলা সাহিত্যের কথা, বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত, ভাষা ও সাহিত্য।
- সুকুমার সেনের গ্রন্থ : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস।
- 'সওগাত' পত্রিকার সম্পাদক : মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন।
- 'সমকাল' পত্রিকার সম্পাদক : সিকান্দার আবু জাফর।
- নাগরিক কবি সমর সেনের কাব্য : কয়েকটি কবিতা।
- 'সাজাহান' নাটক : দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। ১৯০৯ সালে।
- 'গড্ডালিকা' রাজশেখর বসুর একটি ছোটগল্প।

- 'শেষ লেখা' রবীন্দ্রনাথের অসমাপ্ত কাব্যগ্রন্থ।
- 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' বইয়ের লেখক : নীহাররঞ্জন রায়।
- সমাসের রীতি সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত।
- বাংলা স্বরধ্বনিতে হ্রস্বস্বর ৪ টি ও দীর্ঘস্বর ৭ টি।
- 'মসনদের মোহ' নাটকটি রচনা করেন: শাহাদাৎ.
- একই সময়ে বর্তমান : সমসাময়িক।
- হত্যা করার ইচ্ছা-জিঘাংসা হয়ত হবে-সম্ভাব্য
- ঝাকের কৈ-একই দলের লোক
- সুখ তোলা শব্দের অর্থ-প্রসন্ন হওয়া
- রাত্রির শেষ ভাগ-পররাত্র
- প্রভাত শব্দের সমার্থক অর্থ-অরুন
- বিদিত শব্দের বিপরীত শব্দ-অজ্ঞাত
- গিন্নি ও কেষ্ট শব্দ দুইটি অর্ধ তৎসম
- শিরোনাদের প্রধান অংশ-প্রাপকের ঠিকানা
- অনূড়া-যে মেয়ের বিয়ে হয়নি
- উজানের কৈ-সহজলভ্য,নুপুরের ধ্বনি-নিক্কন
- অনুবাদ অর্থ-ভাষান্তরকরণ
- বাক্যে হাইফেন প্রয়োগে থামার প্রয়োজন নেই
- সাধারণ অর্থের বাইরে যা বিশিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে-বাগ্বিধি
- ঢাক ঢাক গুড় গুড় শব্দের অর্থ-লুকোচুরি
- মধূসুদন দত্তের চর্তুদশপদী কবিতাবলী গ্রন্থে 102টি সনেট আছে
- মোসলেম ভারত নামক সাহিত্য পত্রিক্র সম্পাদক-মোজাম্মেল হক
- ক্ষমার যোগ্য-ক্ষমার্হ
- আঠারো শতকের শেষার্ধে ও উনিশ শতকের প্রথমার্ধে শায়ের উদ্ভব ঘটে
- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিষবৃক্ষ উপন্যাসের চরিত্র-কুন্দনন্দিনী
- পালামৌ ভ্রমণকাহিনী হল-সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
- গাছপাথর বাগধারাটির অর্থ-হিসাব নিকাশ

- উওম পুরুষ উপন্যাসের রচয়িতা-রশিদ করিম
- তালব্য বর্ণ-উ,ঊ নির্মল শব্দের বিপরীত-নোংরা
- ড. জোহরা বেগম কাজী, উপমহাদেশের প্রথম মহিলা চিকিৎসা বিজ্ঞানী
- বামেতর শব্দের অর্থ-ভান মনীষা শব্দের বিপরীত অর্থ-স্হিরতা
- বালির বাধ-ভঙ্গুর
- সাপের খোলস-নির্মোক
- ওয়ারিশ উপন্যাসের লেখক-শওকত আলী
- খেয়া পার করে যে-পাটনী
- যে নারীর হাসি কুটলতাবর্জিত তাকে-শুচস্মিতা বলে
- বেতল পনঞ্চবিংশতি গ্রন্হে সর্বপ্রথম যতি চিহ্নের ব্যবহার করে
- কর্মসম্পাদনে পরিশ্রমী-কর্মী
- পূর্ণাঙ্গ অমিতাক্ষর ছন্দে লেখা --- তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য।
- নদী ও নারী উপন্যাসের রচয়িতা – হুমায়ন কবির।
- পূর্ববঙ্গগীতিকা ও ময়মনসিংহ গীতিকা – ড. দীনেশচন্দ্র সেন।
- সত্তরের দশকের কবি – রুদ্র মুহাম্মাদ শহিদুল্লাহ ।
- তরঙ্গভঙ্গ – সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহর নাটক । আমলার মামলা – শওকত ওসমান ।
- বারমাস্যা – নায়িকার বার মাসের সুখ দুঃখের বর্ণনা ।
- সবকটি কবিতা সমর সেন – কাব্যগ্রন্থ ।
- শুদ্ধ বাক্য – তাকে স্নেহশীস দিও।
- চাহিদা শব্দটি পাঞ্জাবী ভাষার শব্দ।
- উপসর্গ শব্দের আগে বসে। প্রত্যয় ও বিভক্তি শব্দের পরে বসে।
- অনুসর্গ শব্দ ও পদের মাঝে বসে।
- সমাস গতিশীল।
- নজরুল ১২ বছর বয়সে লোটো গানের দলে যোগ দেয়।
- কল্লোল শব্দের অর্থ শব্দময় ঢেউ।
- মার্জার অর্থ বিড়াল। সারমেয় অর্থ কুকুর।
- মধ্যযুগের সাহিত্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শাখা মঙ্গলকাব্য।
- মহুয়া পালার রচয়িতা দ্বিজ কানাই।
- আধুনিক বাংলা মুসলিম সাহিত্যিকের পথিকৃৎ - মীর মোশারফ হোসেন।

- সোনালী কাবিন - আল মাহমুদের কাব্যগ্রন্থ - ১৯৭৩ সাল।
- সওগাত পত্রিকার সম্পাদক - মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন।
- তাজকেরাতুল আওলিয়া গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত তাপসমালা গ্রন্থে ৯৬ জন মুসলিম সাধকের জীবন কাহিনী আলোচিত হয়েছে। ভাই গিরীশচন্দ্র সেন।
- পথের আওয়াজ পাওয়া যায়, নরুলদীনের সারাজীবন, গনণাযন্ত্র সৈয়দ সামসুল হকের নাটক।
- কাজী নজরুল ইসলামের উপন্যাস - মৃত্যুক্ষুধা, বাঁধনহারা, কুহেলিকা।
- মানপত্রের অপর নাম - অভিনন্দন পত্র।
- নিরানব্বই এর ধাক্কা বাগধারার অর্থ - সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি।
- বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত - ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ।
- পুণ্যে মতি হোক - এখানে পুণ্যে শব্দটি বিশেষ্য পদ।
- অভিনিবেশ শব্দের অর্থ - মনোযোগ, একাগ্রতা।
- সিকান্দর আবু জাফরের কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য - প্রকৃতি ও মানুষ।
- ইতিহাস মালা (১৮২২) উইলিয়াম কেরি সংকলিত বিভিন্ন বিষয়ের ১৫০টি গল্পের সংগ্রহ।
- সুধীন্দ্রনাথ দত্ত রচনা করেন - তন্বী ও অর্কেস্ট্রা।
- ১৯৭২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমিতে "মুক্তধারা" প্রকাশন প্রথম বই মেলা শুরু করে।
- ১৯৭৮ সালে বাংলা একাডেমি গ্রন্থমেলা শুরু করে।
- ১৯৮৪ সালে অমর একুশে গ্রন্থমেলা নামকরণ করা হয়।
- শিল্পকলা একাডেমি ঢাকা বই মেলা আয়োজন করে।
- নারী, ঈশ্বর, মানুষ, কুলি মজুর নজরুলের সাম্যবাদী কাব্যের কবিতা।
- অর্বাচীন শব্দের অর্থ নির্বোধ, অপরিপক্ক, নবীন।
- খয়ের খাঁ বাগধারার অর্থ - তোষামদকারী।
- বিবাহ শব্দের প্রতিশব্দ - পরিনয়, পানি গ্রহণ, পানি পীড়ন।
- পানি - প্রার্থী শব্দের অর্থ - বিবাহের অভিলাষী।
- অক্ষর উচ্চারণের কাল পরিমাণকে - ধ্বনি বলে।
- উচ্চারণকালের পরিমানকে মাত্রা বলে।
- শাশ্বত বঙ্গ গ্রন্থের রচয়িতা - কাজী আবদুল ওদুদ (১৯৫১)
- অচলা, সুরেশ ও মহিম শরৎচন্দ্রের গৃহদাহ উপন্যাসের চরিত্র।
- বিমলা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে উপন্যাসের নায়িকা।
- আত্মজা ও একটি করবী গাছ গল্পের লেখক হাসান আজিজুল হক।
- নয়নতারা সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর শ্রেষ্ঠ গল্পগ্রন্থ।
- সউগাত পত্রিকার সম্পাদক – নাসির উদ্দিন।
- শরৎ চন্দ্রের জন্ম – হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে।

- নদের চাঁদ মহুয়া গীতিকার নায়ক।
- চক্ষু দ্বারা গৃহীত / চক্ষুর সম্মুখে সংঘটিত – চাক্ষুস
- অক্ষির সমক্ষে বর্তমান – প্রত্যক্ষ
- Metaphor – রুপক/অনুপমা।

Saiful

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

- বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশের নৃগোষ্ঠীগুলো হলো—চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, ম্রো, তঞ্চঙ্গ্যা, বম, পাংখুয়া ও খুমি।
- বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাংশের নৃগোষ্ঠীগুলো হলো—গারো, হাজং, কোচ, খাসি ও মনিপুরি।
- গারো, হাজং ও কোচ নৃগোষ্ঠীর লোকজন বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে বসবাস করে। [৩৭ তম বিসিএস]
- খাসি ও মনিপুরি নৃগোষ্ঠীর লোকজন সিলেট অঞ্চলে বসবাস করে।
- রাখাইনরা কক্সবাজার, পটুয়াখালি ও বরগুনা জেলায় বসবাস করে।
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী হলো –চাকমা।
- চাকমারা বসবাস করে—রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ওখাগড়াছড়ি জেলায়।
- চাকমাদের পাড়াকে বলে – আদাম।
- চাকমা সমাজ - পিতৃতান্ত্রিক।
- চাকমাদের চাষাবাদ পদ্ধতিকে 'জুম' বলা হয়।
- চাকমারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী।
- চাকমাদের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও সর্ববৃহৎ উৎসবের না—'বিজু'।
- গারোরা বসবাস করে—ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, নেত্রকোনা, শেরপুর, জামালপুর ও গাজীপুর।
- গারোরা নিজেদের পরিচয় দিতে পছন্দ করে—'মান্দি' নামে।
- গপরোদের সমাজ –মাতৃতান্ত্রিক।
- গারো সমাজের মূলে রয়েছে – মাহারি বা মাত্রিগোত্র।
- গারো সমাজে পাঁচটি দল রয়েছে। সাংমা, মারাক, মোমিন, শিরা ও আরেং।
- গারোদের আদি ধর্মের নাম – 'সাংসারেক'।
- গারোদের প্রধান দেবতার নাম – 'তাতারা রাবুগা'।
- গারোদের প্রধান উৎসবের নাম—'ওয়াগালা'।
- গারোদের ভাষার নাম –'আচিক খুসিক'।
- সাঁওতালরা বসবাস করে—রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর ও বগুড়া জেলায়।
- সাঁওতাল সমাজ হলো –পিতৃসূত্রীয়।
- সাঁওতালরা কেউ কেউ হিন্দু ধর্ম আবার কেউ কেউ খ্রিষ্টান ধর্ম পালন করে।
- সাঁওতালরা 'সোহরাই' ও 'বাহা' উৎসব পালন করে।
- ১৮৫৫ সালে সাঁওতাল বিদ্রোহ উপমহাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা।

- সাঁওতাল বিদ্রোহের দুই নায়ক সিধু ও কানুকে সাঁওতালরা বীর হিসেবে ভক্তি করে।
- পাঙ্গন নৃগোষ্ঠী ইসলাম ধর্মের অনুসারী।
- মারমারা তাদের গ্রামকে 'রোয়া' এবং গ্রামের প্রধানকে 'রোয়াজা' বলে।
- মারমারা সাংগ্রাই উৎসব পালন করে। এসময়ে তারা 'পানিখেলা বা 'জলোৎসব' এ মেতে ওঠে।
- রাখাইনরা বাংলাদেশের কক্সবাজার, পটুয়াখালি ও বরগুনা জেলায় বসবাস করে।
- 'রাখাইন' শব্দটির উৎপত্তি 'রাক্ষাইন' থেকে। যার অর্থ হচ্ছে রক্ষণশীল।
- রাখাইনদের আদিবাস – বর্তমান মিয়ানমার।
- রাখাইন পরিবার - পিতৃতান্ত্রিক।
- বাংলাদেশের রাখাইনরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী।
- রাখাইনরা চৈত্র সংক্রান্তিতে সাংগ্রাই উৎসব পালন করে।
- ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হয় – ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট রাতে।
- ''তমদ্দুন মজলিস'' নামক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয় – ২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ সাল।
- ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি উর্দু ও ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা ভাষার দাবি করেন—ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত
- বাংলা ভাষা দাবি দিবষ – ১১ মার্চ।
- ''উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা'' এই ঘোষণা দেন—মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।
- ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি থেকে ১৪৪ ধারা জারি করা হয় –২০ শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।
- মিছিল, মিটিং ও সমাবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছিলো – ১ মাসের জন্য।
- ২১ শে ফেব্রুয়ারি ''শহিদ দিবস'' হিসেবে পালন হয়ে আসছে ১৯৫৩ সাল থেকে।
- ইউনেস্ক বাংলা ভাষাকে ''আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার'' স্বীকুতি দেয় –১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর।
- 'আওয়ামী মুসলীম লীগ' প্রতিষ্ঠিত হয় – ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন।
- ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয় -৪ টি দল নিয়ে।
- যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতীক ছিলো – নৌকা।
- ২১ দফাকে বলা হয় – বাঙ্গালীর স্বার্থ রক্ষার সনদ।
- ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ২৩৭ টি আসনের মধ্যে২২৩ টিতে বিজয়ী হয়।
- মৌলিক গণতন্ত্র নামে একটি শাসন ব্যবস্থা চালু করেন – সামরিক শাসক আইয়ুব খান।
- ৬ দফা তুলে ধরা হয় – ১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি, পাকিস্তানের লাহোরে।
- আইয়ুব সরকার ৬ দফাকে উল্লেখ্য করেন – 'বিচ্ছিন্নতাবাদী কর্মসূচি' হিসেবে।

- ৬ দফাকে বলা হয় বাঙ্গালীর – মুক্তির সনদ।
- ৬ দফাকে তুলনা করা হয় – ব্রিটিশ আইন ম্যাগনাকার্টার সাথে
- আগরতলা মামলার নাম – 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য'।
- আগড়তলা মামলার আসামি ছিলেন –৩৫ জন।
- আগড়তলা মামলা থেকে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেয়া হয় –১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি।
- শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দেয়া হয়—২৩ শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ সালে।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আসাদ শহীদ হন – ২০ জানুয়ারি ১৯৬৯ সালে।
- আওয়ামী লীগ ১৯৭০ এর নির্বাচনকে ৬ দফার পক্ষে গণভেট হিসেবে অভিহিত করেন।
- ১৯৭০ সালে ৭ ডিসেম্বরের কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ১৬৭ টি আসনে জয়লাভ করে।
- ১৯৭০ সালে ১৭ ডিসেম্বরের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ২৮৮ টি আসনে জয়লাভ করে।
- 'মসলিন' নামক বিশ্বখ্যাত সূক্ষ বস্ত্র শিল্পের প্রধান প্রাণকেন্দ্র ছিলো—ঢাকায়।
- মসলিনের বস্ত্র এ সূক্ষ ছিলো যে ২০ গজ মসলিন একটি নস্যির কৌটায় ভরে রাখা যেতো।
- শঙ্খ শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিলো—ঢাকা। ঢাকার শাখারি পট্টি আজও সেকথা স্মরণ করিয়ে দেয়।
- বরিশালের পূর্বনাম ছিলো—বাকলা।
- বিখ্যাত ভ্রমনকারী ইবনে বতুতা বাংলায় এসেছিলেন – চৌদ্দ শতকে।
- ১৩৬৯ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান সিকান্দ্র শাহ গৌড়ের 'আদিনা মসজিদ' নির্মাণ করেন ।
- গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের সমাধি অবস্থিত—নারায়নগঞ্জের সোনারগাঁওয়ে। '
- 'পাঁচ পীরের দরগাহ' নারায়নগঞ্জের সোনারগাঁওয়ে অবস্থিত।
- ১৪১৮-১৪২৩ সালে পাণ্ডুয়ার 'এক লাখি মসজিদ' নির্মাণ করেন—সুলতান জালাল উদ্দীন।
- গৌড়ের বড় সোনা মসজিদ বা বারদুয়ারি মসজিদ নির্মাণ কাজ করেন—হুসেন শাহ।
- গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদ নির্মাণ করেন –ওয়ালি মুহাম্মদ।
- খান জাহান আলীর সমাধি অবস্থিত—বাগেরহাটে। ১৪৫৯ সালে তার মৃত্যু হয়েছিলো।
- ষাট গম্বুজ মসজিদের গম্বুজ সংখ্যা ---- (৭৭+৪)= ৮১ টি।
- ঢাকা জেলার রামপালে ১৪৮৩ সালে নির্মিত হয় 'বাবা আদমের মসজিদ'।
- মহনবী (সাঃ) এর পদহিহ্নের প্রতি সম্মান প্রদর্শেনের জন্য নির্মিত হয়েছে—'কদম রসুল' মসজিদ। ১৫৩১ সালে এটি নির্মান করেন—নসরত শাহ।
- স্থাপত্য শিল্পের বিকাশের জন্য বাংলায় মুঘলদের যুগকে 'স্বর্ণযুগ' বলে।

- ঢাকার 'বড় কাটার ' নির্মাণ করেন—শাহ সুজা।
- নারায়নগঞ্জে হাজিগঞ্জ দুর্গ নির্মাণ করেন—মির জুমলা।
- 'লালবাগের শাহি মসজিদ' নির্মাণ করেন—শাহজাদা আজম।
- ১৬৬৩ সালে 'ছোট কাটারা' নির্মাণ করেন—শায়েস্তা খান। এটি বড় কাটারা হতে ২০০ গজ দূরে অবস্থিত।
- লালবাগ কেল্লার নির্মাণ কাজ শুরু করেন—শাহজাদা আজম ১৬৭৮ সালে।
- 'লালবাগ কেল্লা'র নির্মাণ কাজ শেষ করেন—শায়েস্তা খান। [৩৬ তম বিসিএস প্রিলিমিনারি]
- লালবাগ কেল্লার ভেতরে রয়েছে শায়েস্তা খানের কন্যা বিবি পরির সমাধি সৌধ।
- ১৬৭৬ সালে শায়েস্তা খান হোসেনি দালান নির্মাণ করেন।
- চক বাজারের মসজিদ ও সাত গম্বুজ মসজি নির্মাণ করেন—শায়েস্তা খান।
- বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।
- প্রথম বাঙ্গালি মুসলমান কবি শাহ মুহম্মদ সগীর রচনা করেন—প্রণয়মূলক কাব্য 'ইউসুফ-জোলেখা'।
- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সদস্য ছিলো—২১৮ জন।
- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয় – ১৬০০ সালে, লন্ডনে।
- ইংরেজরা ভারতবর্ষে আগমন করেছিলো—মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে।
- ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ স্থাপিত হয় –১৬৯৮ সালে, কোলকাতায়, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দ্বারা।
- নবাব সিরাজউদ্দৌলা বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার মসনদে আরোহণ করেন – ১০ এপ্রিল ১৭৫৬ সালে।
- পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়—১৭৫৭ সালের ২৩ জুন।
- নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় – ২৯ শে জুন ১৭৫৭ সালে।
- 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রবর্তিত হয় –১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিসের শাসনামলে।
- সিপাহী বিদ্রোহ সংঘটিত হয় – ১৮৫৭ সালে।
- ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে –১৮৫৮ সালে।
- সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়—১৮৮৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর।
- ১৯০৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা হয় এবং ১৫ অক্টোবর তা কাযর্কর হয়।
- বঙ্গভঙ্গের সময় ভারতের বড় লাট ছিলেন -- লর্ড কার্জন।
- বঙ্গভঙ্গের ফলে সৃষ্ট 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত হন—ব্যামফিল্ড ফুলার।
- বঙ্গভঙ্গের ফলে সৃষ্ট 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশের রাজধানী ছিলো – ঢাকায়।
- বঙ্গভঙ্গ রদ হয় – ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর।

- নিভিল ভারত মুসলিম লীগ / সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় –৩০ ডিসেম্বর ১৯০৬ সালে।
- মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন পাশ হয়—১৯০৯ সালের ২৫ মে।
- মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইন পাস হয়-১৯১৯ সালে।
- হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির লক্ষে – ১৯২৩ সালে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' চুক্তি হয়।
- ১৯৪৭ সালের 'ভারত স্বাধীনতা আইন' ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পাশ হয় –১৮ জুলাই ১৯৪৭ সালে।
- চা বোর্ড - চট্টগ্রাম, চা গবেষণা কেন্দ্র - মৌলভীবাজার।
- সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত সিলেটের লালাখালে, কম বৃষ্টিপাত নাটোরের লালপুরে।
- সর্বোচ্চ তাপমাত্রা নাটোরের লালপুর, সর্বনিম্ন সিলেটের শ্রীমঙ্গল।
- বাংলাদেশ ডাক জাদুঘর ঢাকাতে, পোস্টাল একাডেমী রাজশাহী।
- উত্তরা গণভবন দীর্ঘাপাতিয়ার রাজপ্রসাদ ছিল।
- প্রাচীন গৌড় নগরীর অংশ বিশেষ চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
- . শিখা অনির্বান ঢাকা সেনানিবাসে।
- শিখা চিরন্তন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে।
- বাংলাদেশে নদের সংখ্যা ৪ টি
- 'রায়বেঁশ নৃত্য' একটি কামরুল হাসানের শিল্পকর্ম।
- শায়েস্তা খার পুত্র উমিদ খাঁ সাত মসজিদ নির্মান করেন ১৬৮০ সালে।
- বাংলাদেশে তৈরি ১ম যাত্রীবাহী জাহাজের নাম এম ভি বাঙ্গাল,, জাহাজটি তৈরি করছেন-ওয়েষ্টার্ন মেরিন শিপাইয়ার্ড লি: ।
- ওয়ানগালা-গারো,সাংগ্রাই-মারমা,বিজু-চাকমা,সাংগ্রাং-রাখাইনদের বর্ষবরনের নাম।
- চট্রগাম জেলার মিসরাই এবং ফেনী জেলার সোনাগাজী মহুরী সেচ প্রকল্প এলাকায় প্রথম বায়ু বিদুৎ কেন্দ্র অবস্থিত।
- বাংলাদেশে ১ম বেসরকারি বিমান সংস্থা -অ্যারোবেঙ্গল এয়ার।
- শামশুদ্দীন ইলতুত মিসকে সুলতান- ই-আজম বলা হতো।
- ১৪৮)জাতিসংঘে নিরাপত্তা পরিষধের ১ম বাংলাদেশি সভাপতি আনোয়ারুল ইসলাম চৌধুরী -২০০১ এর জুন মাসে।
- ঢাকার বিখ্যাত তারা মসজিদ নির্মান করেন মির্জা আহমেদ জান।
- ঢাকার তারা মসজিদ নির্মান করেন মির্জা গোলাম পীর।
- ১৯৫৬ সালের ৪ মার্চ এক কে ফজলুল হক বাংলার গর্ভনর হন।

- বল হচ্ছে যশোহর শহরের বিখ্যাত নৃত্য।
- সনাতন শব্দের অর্থ চিরন্তন।
- ভোমরা স্থলবন্দর সাতক্ষীরা জেলায় অবস্থিত স্থল বন্দর।
- হিলি ও বিরল দিনাজপুরে অবস্থিত স্থল বন্দর।
- উপমহাদেশে ডাক ব্যবস্থার প্রবর্তন শেরশাহ,,আসল নাম ফরিদ খান।
- চাকমা,মণিপুরী,রাখাইন নৃ-গোষ্ঠির নিজস্ব বর্নমালা আছে,,,চাকমা-মনখেমের,মণিপুরী-অহমিয়া,রাখাইন--মনখেমের
- বাংলাদেশের উঁচু জমি-উত্তরাঞ্চলে
- ব্যবসার হার হচ্ছে -রপ্তানি ও আমদানি দামের হার
- কম বৃষটিপাত হয় -নাটোরের লালপুরে-বেশি হয় -সিলেটের লালখানে
- মোস্তফা মনোয়ার মিশুকের স্থাপতি।
- মুক্তির কথা মুক্তির গান পরিচালনা করেছেন তারেক মাসুদ।
- তেভাগা আন্দোলন হয় চাপাইনবাবগঞ্জে-১৯৫০ (ইলা মিত্র)
- বেতবুনিয়া ভূউপগ্রহ কেন্দ্র রাঙ্গামাটি-১৯৭৫
- জিজিয়া কর রহিত করেন সম্রাট আকবর
- কৈবর্ত বিদ্রহের নেতা ছিলেন – দিব্য।
- দিনাজপুর রামসাগরের প্রতিষ্ঠাতা - রামনাথ।
- পঞ্চগড় জেলায় আর্গনিক চা উৎপন্ন হয়।
- বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্বত চুড়া বিজয় তাজিংডং বা বিজয়। উচ্চতা- ১২৩১ মিটার বা ৪০৩৯ ফুট।
- ৮ আগষ্ট ১৯৯৩ প্রথম সেলফোন চালু হয় সিটিসেল।
- ৪৩১. জীবনতরী হলো ভাসমান হাসপাতাল।
- PM বলেতে - M কে P এর সূচক বুঝায়।
- জাতীয় ই-তথ্যেকোষ- ২৭ ফ্রেব্রুয়ারী, ২০১১।
- হুমায়ন তার শাসনকালে বাংলায়- প্রতিষ্ঠালাভে ব্যর্থ হয়।
- বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা সোনার গাঁও আসে-১৩৪৬
- প্রাচীন বঙ্গ জনপদের অংশবিশেষ হলকুষ্টিয়া জেলা।
- ২৫ মার্চ, ২০১০ যুদ্ধাপরাধের বিচারের জন্য ট্রাইবুনাল গঠন করা হয়।
- ভোলা জেলার পূর্ব নাম- শাহবাজপুর।
- ১৯৭২ সালে মুক্তধারা প্রকাশন গ্রন্থমেলা শুরু করে।
- ভোমরা স্থলবন্দও সাতক্ষীরা জেলায় অবস্থিত।

- বাংরাদেশে ১৪ টি পরমানু চিকিৎসা কেন্দ্র আছে।
- রাষ্ট্রীয় প্রতীকের ডিজাইনার-কামরুল হাসান
- রাষ্ট্রীয় মনোগ্রামের ডিজাইনার-এ , এন ,এ সাহা
- ৯৪(২) ধারা মোতাবেক সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি ১১ জন
- ১৪ ডিসেম্বর ২০১০ আমগাছকে জাতীয় বৃক্ষ হিসেবে ঘোষনা
- বাংলাদেশ প্রথম আইসিসি ট্রফিতে অঙশগ্রহন করে-১৯৭৯ সালে
- 6ষ্ঠ আইসিসি ট্রফিতে কেনিয়াকে হারিয়ে বাঙলাদেশ চ্যাম্পিয়ন-১৯৯৭ সালে
- সর্বশেষ স্বাধীন সুলতান হলো-গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ
- উপমহাদেশে রাজস্ব বোর্ড স্হাপন-ওয়ারেন হেস্টিংস।
- ছোট ও বড় সোনা মসজিদ চাপাইনবাবগঞ্জে অবস্থিত।
- ছোট সোনা মসজিদ নির্মাণ করেন – আলাউদ্দিন হোসেন শাহ্ ।
- বড় সোনা মসজিদ নির্মাণ করেন – নুসরত শাহ্ ।
- দুইটা মসজিদই সুলতানি আমলে।
- বাংলাদেশ প্রথম NAM সম্মেলনে যোগদেয় – ১৯৯৩
- মুক্তিযুদ্ধ স্বারক ভাস্কর্য নাম যুক্ত বাংলা – রশিদ আহমেদ।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম হাওড় – হাকালুকি হাওড়। সিলেট ও মৌলভীরবাজার।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম বিল – চলন বিল। পাবনা, নাটোর, সিরাজগঞ্জ।
- মুক্তিযুদ্ধের উপর লেখা আমার কিছু কথা – বঙ্গবন্ধু।
- বর্ণালী ও শুভ্র উন্নত জাতের ভুট্টার নাম।
- প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার-সংবিধান-১২২(১)
- গাম্ভীরা –রাজশাহী অঞ্চলের লোক সঙ্গীত
- নাফ নদীর দৈর্ঘ-৫৬ কিঃমিঃ
- বিধবা বিবাহ আইন-১৯৫৬ সাল ২৬ জুলাই
- মারমা জাতি বাস করে চট্টগ্রামের চিম্বুক পাহাড়ের পাদদেশে , এদের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের নাম সাংড়াই।
- বাংলাদেশ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয় দুইবার ➡ ১৯৮৬(৪১ তম অধিবেশন) আর ১৯৯৯ সালে। সভাপতির দায়িত্ব পালনকারী একমাত্র ব্যক্তি ➡ হুমায়ন রশীদ চৌধুরি।
- রাজবংশী নামক আদিবাসীদের বাস ➡ রংপুর ও শেরপুরে।

- জাতীয় প্রেসক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয় ➡ ১৯৫৪ সালে।
- সেন বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন – বিজয় সেন।
- বাংলার শ্রেষ্ঠ হিন্দু রাজা ছিলেন – লক্ষণ সেন।
- সর্বপ্রথম ডিজিটাল জেলা – যশোর ২০ ডিসেম্বর ২০১২।
- ব্রিটিশ সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্ট বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনার বক্তব্য নেয়।
- বাংলাদেশে সরকারি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ৫ টি।
- সুরসম্রাট আলাউদ্দিন খান ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জন্ম গ্রহন করেন।
- সবচেয়ে বেশি চালকল আছে – নওগাঁ জেলায়।
- জয়ন্তিকা পাহাড় সিলেটে অবস্থিত, গারো পাহাড় ময়মনসিংহে অবস্থিত।
- কালো পাহাড় বা পাহাড়ের রাণী বলা হয় চিম্বুক পাহাড়কে, যা বান্দরবানে অবস্থিত।
- পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল আর শ্রেষ্ঠ রাজা ধর্মপাল।
- আলিগড় আন্দোলনের প্রবর্তক স্যার সৈয়দ আহমদ খান।
- ফরাসী ভাষায় লিখিত বাংলার মুসলিম শাসনের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক গ্রন্থ – রিয়াজ উপসালতিন।
- বাংলাদেশের দ্রুততম মানব ও মানবী যথাক্রমে – মেজবাহ আহমদ ও শিরিন আক্তার, নৌবাহিনীর সদস্য।
- বাঙ্গালী' ও 'যমুনা' নদীর সংযোগস্থল : বগুড়া।
- ধলেশ্বরী নদীর শাখা নদী : বুড়িগঙ্গা।
- আদিনাথ মন্দির অবস্থিত-মহেশখালী দ্বীপে।
- বাংলাদেশ ক্রিড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) : ১৪ এপ্রিল, ১৯৮৬
- বাংলাদেশের প্রথম মহিলা রাষ্ট্রদূত : তাহমিনা খান ডলি।
- মানুষ কর্ডাটা পর্বের অন্তর্ভুক্ত।
- মহামুনি বিহার : চট্টগ্রামের রাউজানে।
- ইংরেজি ভাষা সরকারি ভাষা হিসাবে দেশে ব্যবহার করা হয় : ১৮২৪ সাল।
- জিজিয়া কর রহিত করেন : আকবর।
- মেঘনা নদী ব্রহ্মপুত্রের সাথে মিলিত হয়েছে : ভৈরব বাজারে।
- বাংলাদেশ সরকার জাতীয় পরিবেশ নীতি ঘোষণা করে : ১৯৯২ সালে।
- কৃষিতে রবি মৌসুম- কার্তিক-ফাল্গুন।
- সোনামসজিদ স্থলবন্দর-চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

- কুষ্টিয়া নদী গড়াই নদীর তীওে অবস্থিত।
- জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি-ময়মনসিংহ ১৯৭৭।
- মুক্তিযুদ্ধেও স্বারক ভাস্কর্য বিজয় ৭১- কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বদরুল ইসলাম।
- কুশিয়ারা ও সুরমা নদীদ্বয়ের মিলিত স্রোত মেঘনা।
- বাংলাদেশের মধ্যভাগ দিয়ে অতিক্রম করেছে – কর্কটক্রান্তি রেখা।
- বাংলাদেশ ২০° ৩৪′ উত্তর অক্ষরেখা থেকে ২৬° ৩৬′ উত্তর অক্ষরেখার মধ্যে অবস্থিত।
- বাংলাদেশ ৮৮° ০১′ পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে ৯২° ৪১′ পূর্ব দ্রাঘিমারেখার মধ্যে অবস্থিত।
- ২০১৫ সালের ৩১ জুলাই ভারতের সাথে ছিটমহল বিনিময়ের ফলে এদেশের সাথে ১০,০৪১ একর জমি যোগ হয়।
- বাংলাদেশের টেরিটোরিয়াল বা রাজনৈতিক সমুদ্রসীম – ১২ নটিক্যাল মাইল।
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা বা Exclusive Economic Zone – ২০০ নটিক্যাল মাইল।
- বাংলাদেশের উপকূলীয় ভূখণ্ড সমুদ্রে ৩৫০ নটিক্যাল মাইল পযর্ন্ত যার ভৌগোলিক নাম মহীসোপান।
- বাংলাদেশের সর্বমোট সীমারেখা—৪৭১১ কি.মি।
- বাংলাদেশ-ভারতের সীমারেখা—৩৭১৫ কি.মি।
- বাংলাদেশ-মিয়ানমারের সীমারেখা—২৮০ কি.মি.।
- ভূপ্রকৃতির ভিক্তিতে বাংলাদেশকে – ৩ টি ভাগে ভাগ করা যায়।
- টারশিয়ারি যুগের পাহাড় সমূহকে –২ ভাগে ভাগ করা যায়।
- বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বের পাহাড়গুলোর গড় উচ্চতা – ৬১০ মিটার।
- বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ –তাজিনডং(বিজয়) উচ্চতা ১২৩১ মিটার। এটি বান্দরবনে অবস্থিত।
- বাংলাদেশের প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ –২৫০০০ বছরের পুরোনো।
- বরেন্দ্রভূমি বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত। মাটি ধূসর ও লাল। আয়তন ৯৩২০ বর্গ কি. মি.।
- বাংলাদেশের প্লাবন সমভূমির আয়তন—১, ২৪, ২৬৬ বর্গ কি. মি.।
- বাংলাদেশের প্লাবন সমভূমিকে -- ৫ টি ভাগে ভাগ করা যায়।
- সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু জায়গা – দিনাজপুর। উচ্চতা-৩৭.৫০ মিটার।
- বাংলাদেশে নদীর সংখ্যা প্রায় –৭০০ টি।
- বাংলাদেশের নদীসমূহের মোট দৈর্ঘ্য হলো প্রায়—২২,১৫৫ কিলোমিটার।
- পদ্মা নদীর উৎপত্তি হয়েছে –হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে।
- পদ্মা নদী যমুনা নদীরসাথে মিলিত হয়েছে – দৌলতদিয়ার কছে।
- পদ্মা ও মেঘনা নদী মিলিত হয়েছে – চাঁদপুরে।

- পদ্মার প্রধান শাখানদী হলো—কুমার, মাথাভাঙ্গা, গড়াই, মধুমতী, আড়িয়াল খাঁ ইত্যাদি।
- পদ্মার উপনদী হলো—পুনর্ভবা, নাগর, পাগলা, কুলিক, ট্যাংগন, মহানন্দা ইত্যাদি।
- ব্রহ্মপুত্র নদের উৎপত্তি হয়েছে—হিমালয় পর্বতের কৈলাস শৃঙ্গের মানস সরোবর হতে।
- ব্রহ্মপুত্র নদের শাখানদী হলো—বংশী ও শীতালক্ষা।
- ব্রহ্মপুত্র নদের প্রধান উপনদী হলো—তিস্তা ও ধরলা।
- ময়মনসিংহ জেলার দেওয়ানগঞ্জের কাছে ব্রহ্মপুত্রের শাখা যমুনা নদী নামে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়।
- যমুনার প্রধান উপনদী হলো – করতোয়া ও আত্রাই।
- যমুনার শাখানদী হলো –ধলেশ্বরী। আবার ধলেশ্বরী নদীর শাখানদী হলো—বুড়িগঙ্গা।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম, প্রশস্ততম ও দীর্ঘতম নদী মেঘনা।
- মেঘনার উপনদী হলো—মনু, বাউলাউ, তিতাস, গোমতী।
- আসামের বরাক নদী সুরমা ও কুশিয়ারা নামে বাংলাদেশের সিলেট জেলায় পরবেশ করেছে।
- কর্ণফুলী নদী আসামের লুসাই পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়েছে।
- কর্ণফুলীর প্রধান উপনদী হলো—কাসালং, হালদা ও বোয়ালখালী।
- বাংলাদেশের উষ্ণতম মাস -- এপ্রিল।
- বাংলাদেশের গড় তাপমাত্রা –২৬.০১^{0} সেলসিয়াস। গড় বৃষ্টিপাত ২০৩ সেন্টিমিটর।
- বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন পদ্ধতি হচ্ছে – আলাপ-আলোচনার মধ্যমে প্রণীত সংবিধান।
- লেখার ভিত্তিতে সংবিধান দুই প্রকার। যথাঃ ক. লিখিত সংবিধান খ. অলিখিত সংবিধান
- বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধান লিখিত সংবিধান। ব্রিটিশ সংবিধান অলিখিত।
- সংশোধনের ভিত্তিতে সংবিধান দুই প্রকার। যথাঃ- ক. সুপরিবর্তনীয় সংবিধান খ. দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান।
- ব্রিটিশ সংবিধান সুপরিবর্তনীয়। বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয়।
- বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে সংবিধান প্রণয়নের জন্য ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। এর সভাপতি ছিলেন –ড. কামাল হোসেন।
- খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির প্রথম বৈঠক বসে – ১৯৭২ সালের ১৭ এপ্রিল।
- ১২ অক্টোবর ১৯৭২ সালে খসড়া সংবিধান গণপরিষদে উত্থাপিত হয়। উত্থাপন করেন ড. কামাল হোসেন।
- ৪ নভেম্বর ১৯৭২ সালে খসড়া সংবিধান গণপরিষদে গৃহীত হয়।
- ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ সাল থেকে তা কাযর্কর করা হয়।
- বাংলাদেশের সংবিধানে ১৫৩ টি অনচ্ছেদ, ১১ টি ভাগ, একটি প্রস্তাবনা ও ৭ টি তফসিল রয়েছে।

- বাংলাদেশের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয়। তবে পরিবর্তন বা সংশোধন করতে দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতি লাগবে
- রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ৪ টি। যথাঃ- ক. জাতীয়তাবাদ, খ. সমাজতন্ত্র. গ. গণতন্ত্র ঘ. ধর্মনিরপেক্ষতা।
- বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন হলো – সংবিধান।
- সংবিধান অনুযায়ীএদেশের নাগরিকরা ভোটাধিকার লাভ করতে পারবে --১৮ বছর বয়স হলে ।
- বাংলাদেশের সংবিধানে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়।
- বাংলাদেশ একটি এক কেন্দ্রিক রাষ্ট্র। বাংলাদেশের আইনসভা এক কক্ষবিশিষ্ট। আইনসভার নাম জাতীয় সংসদ
- জাতীয় সংসদে ৩৫০ টি আসন রয়েছে। মহিলাদের জন্য ৫০ টি আসন সংরক্ষিত রয়েছে।
- জাতীয় সংসদের মেয়াদ ৫ বছর।
- বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন হলো- সংবিধান।
- বাংলাদেশে এ পযর্ন্ত সংবিধান সংশোধন হয়েছে –১৬ বার।
- সংবিধানের প্রথম সংশোধনী হয় –১৫ জুলাই ১৯৭৩ সালে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার জন্য।
- দ্বিতীয় সংশোধনী হয় –২০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ সালে। 'জরুরি অবস্থা' ঘোষণার ক্ষমতা দেওয়ার জন্য।
- তৃতীয় সংশোধনী হয় – ২৩ নভেম্বর ১৯৭৪ সালে। মুজিব-ইন্দিরা গান্ধীর বাংলাদেশ- ভারত সীমান্ত চুক্তি অনুযায়ী বেরুবাড়িকে ভারতের নিকট হস্তান্তরের বৈধতার জন্য।
- চতুর্থ সংশোধনীর হয় – ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫ সালে। সংসদীয় সরকারব্যবস্থার পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন। উপরাষ্ট্রপতির পদ সৃষ্টি। সব রাজনৈতিক দল বিলুপ্তি ও একটিমাত্র জাতীয় দল সৃষ্টি।
- পঞ্চম সংশোধনী হয় – ৬ এপ্রিল ১৯৭৯ সালে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর থেকে ১৯৭৯ সালের ৫ এপ্রিল পযর্ন্ত সামরিক সরকারের সকল কর্মকাণ্ডের বৈধতা দান। রাষ্ট্রীয় মূলনীতির পরিবর্তন। বাংলাদেশের নাগরিকতা 'বাঙ্গালি' থেকে 'বাংলাদেশি' করা।
- অষ্টম সংশোধনী হয়—৭ জুন ১৯৮৮ সালে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম এবং ঢাকার বাইরে হাইকোর্টের ৬ টি স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপন। Dacca থেকে Dhaka এবং Bengali থেকে Bangla পরিবর্তন।
- দ্বাদশ সংশোধনী হয়—৬ আগষ্ট ১৯৯১ সালে। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থার পরিবর্তে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন। উপরাষ্ট্রপতির পদ বিলুপ্তি।
- এয়োদশ সংশোধনী হয়– ২৭ মার্চ ১৯৯৬ সালে। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রবর্তন।
- চতুর্দশ সংশোধনী হয়—১৬ মে ২০০৪ সালে। মহিলাদের জন্য ৪৫ টি আসন। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতি সংরক্ষণ। সুপ্রিমকোর্টের বিচারক, পিএসসির চেয়ারম্যানের অবসরের বয়সসীমা বৃদ্ধি। অর্থ বিল ও সংসদ সদস্যদের শপথ।

- পঞ্চদশ সংশোধনী হয়—৩০ জুন ২০১১ সালে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্তিকরণ। ১৯৭২ এর মূল সংবিধানের রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি যথাঃ জাতীয়তবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা পুনঃপ্রবর্তন। নারীদের জন্য সংসদে সংরক্ষিত ৫০ টি আসন।
- ষোড়শ সংশোধনী হয়—১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪ সালে। সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা সংসদের হাতে ফিরিয়ি আনার বিধান পুনঃপ্রবর্তন।
- বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পের অগ্রযাত্রা শুরু হয় – ১৯৭৬ সালে।
- বাংলাদেশে রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্রে পাটের জায়গা দখল করে নেয় – তৈরি পোশাক শিল্প।
- বাংলাদেশে 'এক্সপোর্ট প্রোসেসিং জোন অথরিটি' আইন চালু হয় – ১৯৮০ সালে।
- বাংলাদেশে সরকারি EPZ রয়েছে –৮টি। [৩৭ তম বিসিএস]
- পৃথিবীর বৃহত্তম পাট উৎপাদনকারী দেশ – বাংলাদেশ।
- পাটের জীবন রহস্য আবিষ্কার করেন—ড. মাকসুদুল আলম।
- আজমজী জুট মিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো—১৯৫১ সালে।
- বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট – শ্রীমঙ্গলে অবস্থিত।
- ঢাকার হাজরীবাগে চামড়া শিল্প রয়েছে – ২০৪ টি।
- 'সোনালি শিল্প' বলা হয় – তৈরি পোশাক শিল্পকে।
- বাংলাদেশ পোশাক রপ্তানি করে – ১০-১২ আইটেমের।
- বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণের নাম -- তৈরি পোশাক।
- বাংলাদেশে পোশাক তৈরির কারখানা আছে –৫০০০ টি।
- PPP এর পূর্ণরূপ -- Public Private Partnership
- স্বাধীনতার পর থেকে এ পযর্ন্ত শিল্পনীতি ঘোষিত হয়েছে – ৭ টি। প্রথম – ১৯৭৩ সালে, শেষ-১০১০ সালে।
- 'রূপকল্প-২০২১' অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে জাতীয় আয়ের ৪০ শতাংশ শিল্প খাতের অবদান থাকবে।
- BAPA (বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন) :২০০০
- ব্রহ্মপুত্র নদ জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জে এসে বিভক্ত হয়েছে।
- ঢাকা রাজধানী হয়েছে পাঁচ বার : ১৬১০, ১৬৬০, ১৯০৫, ১৯৪৭ ও ১৯৭১ সালে।
- বাংলাদেশ টেলিভিশন : ১৯৬৪, রঙ্গিন : ১৯৮০ সালে।
- মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা : বাবর
- বাংলায় মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা : আকবর, ১৫৭৬ সালে।
- বাংলাকে 'জান্নাতাবাদ' ঘোষণা করেন : হুমায়ূন।

- বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ : ২৩ জানুয়ারি, ২০১১
- বাংলা একাডেমির প্রথম সভাপতি : মাওলানা আকরাম খাঁ।
- বাংলা একাডেমির প্রথম মহাপরিচালক : ড. মাযহারুল ইসলাম।
- সম্রাট আকবর মুঘল আমলে হিজরী ও বাংলা সনকে ভিত্তি করে ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১০/১১ মার্চ বাংলা সন প্রবর্তন করেন।
- ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ ১৩৩৮ সালে বাংলায় প্রথম স্বাধীন সুলতানি যুগের সূচনা করেন।
- ইলিয়াস শাহ প্রথম সমগ্র বাংলার অধিপতি হন।
- ১০ নং সেক্টরে ৮ জন বাঙ্গালী কর্মকর্তা দায়িত্বে ছিলেন।
- আমার বন্ধু রাশেদ সিনামার পরিচালক- মোরশেদুল ইসলাম
- বুড়িগঙ্গা নদীটি ধলেশ্বরীর শাখা নদী।
- ইপিআই কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিরোধ্য রোগের সংখ্যা-৭টি।
- সারভারের সাথে সংযুক্ত কম্পিউটারকে হোস্ট বলে।
- কান্তজির মন্দিও দিনাজপুরে অবস্থিত।
- মেশিন রিডাবল পাসপোর্ট- ২ জুন ২০১০ বাংলাদেশে।
- গনপ্রতিনিধি আদেশ অদ্যাদেশ ২০০৮- ১৯ আগস্ট ২০০৮।
- বুড়িমাড়ি স্থল বন্দর লালমনিরহাট এ। অপরদিকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের চন্দ্রবান্দা অবস্থিত।
- ঢাকা পৌরসভা ঘোষনা হয়-১লা আগস্ট ১৮৬৪ সালে।
- মালভূমি বাংলাদেশে পাওয়া যায় না।
- সিলেটের উত্তওে মেঘালয় রাজ্য অবস্থিত।
- Response of the living and non-living- জগদীস চন্দ্র বসু।
- টপ্পা গানের জনক- রামনিধি গুপ্ত।
- ভবদহ বিল-যশোর
- স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতীক হিসেবে পরিচিত ভাস্কর্য-অঙ্গীকার-চাদপুর
- তালিবাবাদ উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র চালু হয়-১৯৮২ সালে
- সাত গম্বুজ মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা-শায়েস্তা খার পুত্র উমিদ খাঁ
- ঢাকার বিখ্যাত তারা মসজিদ নির্মাণ করেন-মির্জা আহমদ খান
- হরিপুরে তেল আবিষ্কার হয়েছে-১৯৮৬ সালে
- জামাল নজরুল ইসলাম একজন পদার্থবিজ্ঞানী। বাড়ী ঝিনাইদহ
- প্রশাসনিক ট্রাইবুন্যাল-সংবিধানের ১১৭নং অনুচ্ছেদ

- কাফকো(কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কোম্পানি) জাপানের সহায়তায় গড়ে উঠা সার কারখানা
- বাংলাদেশের দীর্ঘতম গাছের নাম-বৈলাম
- উয়ারি বটেশ্বর নরসিংদী জেলার বেলার উপজেলায় এখানে পদ্মমন্দিরের খোঁজ পাওয়া গেছে
- নারী,শিশু ও অনাগ্রসর জাতির অধিকার-২৮ অনুচ্ছেদ
- মা ও মনি হলো একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতার নাম
- ২৩ মার্চ ১৯৬৬ – আনুষ্ঠানিক ভাবে ৬ দফা ঘোষিত হয়।
- পানি পথের যুদ্ধ – ১ম – ১৫৫২, ২য় – ১৫৫৬, ৩য় – ১৭৬১
- স্বোপার্জিত স্বাধীনতা, রাজু ভাষ্কর্য – টিএসসি তে।
- সাবাশ বাংলাদেশ, গোল্ডেন জুবলি টাওয়ার, স্ফুলিঙ্গ – রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে।
- গম্ভীরা গানের মূল উৎপত্তি – পশ্চিমবঙ্গের মালদাহ।
- সুলতানি আমলে বাংলার রাজধনী ছিল – সোনারগাঁও
- রাজারবাগের দুর্জয় ভাষ্কর্যের শিল্পী মৃণাল হক।
- কান্তজিউ মন্দির ও রামসাগর দিঘী দিনাজপুরে।
- হালদা ভেলী খাগড়াছড়িতে।
- পার্বত্য শান্তি চুক্তি হয় – ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭।
- জাতীয় সংগীত ঘোষণা করা হয় ৩ মার্চ ১৯৭১, গৃহীত ডয় ১৩ জানুয়ারী ১৯৭২
- বাংলাদেশে নদ তিনটি – কপোতাক্ষ, ব্রহ্মপুত্র, আড়িয়ালখাঁ।
- খাসিয়া নৃ-গোষ্ঠি বাস করে – সিলেটে।
- ২৩ সেপ্টেম্বর ও ২১ মার্চ সবত্র দিন রাত সমবন।
- আদিনাথ মন্দির মেহশখালীতে অবস্থিত।
- ১ নটিকাল মাইল = ১.৮৫৩ কিলোমিটার।
- তাইজুল ইসলাম একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১ম ম্যাচে হ্যাট্রিক করেন – ২০১৪ সালের ১লা ডিসেম্বর।
- ধান উৎপাদনে শীর্ষদেশ চীন । বাংলাদেশ – ৪র্থ।
- সাভারের স্মৃতিসৌধটি সম্মলিত প্রায়াস নামে পরিচিত, এটির উচ্চতা ১৫০ ফুট/ ৪৫.৭২ মিটার।
- শিখা অর্নিবান ঢাকা কেন্টনমেন্টে অবস্থিত। শিখা চিরন্তন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অবস্থিত।
- ২৪২. তমুদ্দিন মজলিশ গঠিত হয় – ২ সেপ্টম্বর ১৯৪৭ । আবুল কাশেম। বই – পাকিস্থানের রাষ্ট্র ভাষা উর্দু না বাংলা।

- মহাস্থানগড় করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত।
- বাংলা একাডেমীর প্রথম পরিচালক ড. মুহাম্মদ এনামুল হক।
- জাতীয় বৃক্ষ আম Mangifera indica – ১৫ নভ: ২০১০।
- উফশী শব্দের অর্থ উচ্চফলনশীল।
- যমুনা সার কারখানা জামালপুরের তারা কান্দিতে।
- জয়পুরহাটের জামালগঞ্জে পাওয়া যায় - কয়লা।
- নেত্রকোনার বিজয়পুরে পাওয়া যায় চীনা মাটি।
- বাংলাদেশের ১ম সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প নরসিংদী জেলায়।
- ৫২৮) সুপ্রিম জুডিশিয়ালের সংখ্যা ৩ জন। সংবিধানের ৯৬(৩) ৫২৯) দণ্ডবিধির ৪৬৫ ধারায় জালিয়াতির অপরাধের শাস্তির কথা বলা আছে।
- মানি লন্ডারিং বিল ৭ই এপ্রিল ২০০২
- তথ্য অধিকার আইন ২৯শে মার্চ ২০০৯।
- রাষ্ট্রপতি এমপিচমেন্ট - সংবিধানের ৫২ অনুচ্ছেদ।
- উপজাতি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নেত্রকোনা -১৯৭৭ সাল।
- ২৪ ঘন্টার বেশি আটকে রাখা যাবে না ৬১ ধারা অনুযায়ী।
- Constitutional law of Bangladesh - মাহমুদুল ইসলাম।
- নোয়াখালীর পূর্ব নাম সুধারাম। সোনারগাঁও এর পূর্ব নাম সূবর্নগ্রাম।
- বাংলাদেশ টেস্টের মর্যাদা পায় ২০০০ সালে। একদিনের ম্যাচে ১৯৯৭ সালে।
- আইনের সংঙ্গা দেওয়া আছে সংবিধানের ১০৭ ধারায়

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

- ইতার,তাস রাশিয়ার সংবাদ সংস্থা ১ লা সেপ্টেম্বর ১৯০৪
- সিরিয়া ও পাকিস্থানের সংবাদ সংস্থা - SANA
- ব্লাক ফরেস্ট অবস্থিত জার্মানীতে।
- টংগাস ফরেস্ট অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্র'র আলাস্কা রাজ্যে।
- নিউ ফ্রিডম গ্রন্থের রচয়িতা উড্রোউইলসন।
- Four freedom speech -ফ্রাংকলিন ডি রুজভেল্ট।
- আধুনিক গনতন্ত্রের সুতিকাগার ব্রিটেন ।
- OIC প্রথম মহাসচিব টেংকু আব্দুল রহমান
- মহাত্মা গান্ধী উপাধি প্রদান করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- WHO এর সদর দপ্তর জেনেভা ৪ এপ্রিল ১৯৪৮ সালে গঠিত হয়।
- সুয়েজখাল ভুমধ্যসাগর কে লোহিতসাগরের সাথে যুক্ত করেছে।
- আফ্রিকা থেকে এশিয়াকে পৃথক করেছে লোহিত সাগর।
- জাতিসংঘের সদর দপ্তরের স্থপতি ডব্লিউ হ্যারিসন
- সীন নদীর তীরে প্যারিস অবস্থিত।
- কানাডার অটোয়া লরেন্স নদীর তীরে অবস্থিত
- বসনিয়া ও সার্বিয়াকে বিভক্তকারী নদীর নাম -দ্রিনা
- জাতিসংঘ ঘোষিত বিশ্ব শান্তি দিবস ২৭ এ সেপ্টেম্বর
- ফ্রান্সের পূর্ব নাম দিপন জাপানের পূর্ব নাম নিপ্পন।
- ডেনমার্কের অধিবাসীদের দিনেমার বলা হয়
- ব্লাক ফরেষ্ট জার্মানিতে অবস্থিত
- কুনাইন তৈরি হয় সিনকোন গাছ হতে।
- পারস্য উপসাগরে আঞ্চলীয় জোটের নাম---জিসিসি ।
- কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের নাম---জায়ারে ১৫৯)ট্রাফালগার স্কয়ার লন্ডনে অবস্থিত।
- ক্রিমিয়ার যুদ্ধ সংঘটিত হয় --১৮৫৩ সালে।
-)রয়টার্স যুক্তরাষ্টের একটি সংবাদ সংস্থা -১৮৫১
- পারস্য উপসাগরীয় দেশ-১০ টি ।

- বিশ্ব খাদ্য দিবস ১০ অক্টোবর।
- বিশ্ব ডাক দিবস ৯ অক্টোবর,, বাংলাদেশ সদস্য ১৯৭৩।
- ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠিত হয় রোম চুক্তির সময় (১৯৫৭) সালের ২৫ ফ্রেব্রুয়ারি,,,,আর প্রতিষ্ঠিত হয় ১ লা জানুয়ারি ১৯৫৮।
- খেলাধুলা সংক্রান্ত সর্বোত্তর আদালত -সুইজারল্যান্ড (কোর্ট অব আরব্রিটেসন -১৯৮৩/৮৪)
- বার্মার নাম পরিবর্তন করে মিয়ানমার রাখা হয় -১৮৩৯সালে
- লুফথানসা জার্মানির বিমান সংস্থা
- ওয়াটারলু যুদ্ধ সংঘটিত হয় -১৮১৫ সালে।
- FIFA -১৯০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত, সদর দফতর সুইজারল্যান্ডের জুরিখে।
- জুলি ও কুড়ি একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী।
- আজারবাইজানের রাজধানী বাকু।
- জাফনা দ্বীপ শ্রীলংকাতে।
- ফিরদোস স্কায়ার ইরাকের রাজধানী বাগদাদে।
- দক্ষিণ ভারতের আদি অদিবাসীদের দ্রাবিড় বলে।
- আজাদী স্কয়ার ইরানের রাজধানী তেহরানে অবস্থিত।
- ৭-সিস্টার- (আসাম, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড, অরুনাচল, মনিপুর, মেঘালয় ও মিজোরাম)।
- রাশিয়ার ইউরি গ্যাগারিন হলেন মহাকাশের প্রথম নভোচারী।
- Statue of peace- জাপানের নাগাসিকাতে।
- ঝপযবহমবহ অৎবধ ভুক্ত দেশ নয়- ব্রিট্রেন, আয়ারল্যান্ড ও সাইপ্রাস।
- রোমান সংখ্যা: M= ১০০০, D= ৫০০, C= ১০০, L= ৫০(short cut: LCD Monitor: ৫০,১০০,৫০০.১০০০)
- হোয়াইট হাইসে বসবাসকারী প্রথম মার্কিন প্রেসিডেন্ট- জন এফ কেনেডি।
- পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী নীলনদ। প্রশস্ততম নদী- আমাজান।
- ১৯৮১ সালে প্রথম যুক্তরাষ্ট্রে এইডস ধরা পরে।
- মহাত্মা গান্ধী সম্পাদনা করতেন- "দি ক্রনিকেল" ও " ইন্ডিয়ান অপিনিয়ন" নামক দুইটি পত্রিকা।
- চির শান্তির শহর,নীরব শহর, সাত পাহাড়ের শহর- ইতালির রোম কে বলা হয় ।
- শ্রীলংকা একটি দ্বীপ দেশ। ভূটান হল ভূবেষ্ঠিত(খধহফ ষড়পশ) দেশ।
- আরব বসন্ত সূচনা হয় তিউনিশিয়ায়- ১৪ জুলাই ২০১১।
- সোভিয়েত ইউনিয়ান বিলুপ্তি হয় -১৯৯১ সালে ২৫ ডিসেম্বর।
- ওপেক প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৬০ সালে ১৪ সেপ্টম্বর, বর্তমান সদস্য-১৪ টি(সর্বশেষ নিরক্ষীয় গিনি)
- নিশ্চুপ সড়ক শহর, দ্বীপের নগরী ও আঁদ্রিয়াতিকের রানী, পত্নী বলা হয় ইতালির ভেনিসকে।

- আন্তর্জাতিক আদালতের সভাপতির মেয়াদ- ৩ বছর। বিচারকদের মেয়াদকাল- ৯ বছর। বর্তমান সভাপতি- ফ্রেন্সের রানী আব্রাহাম।
- পূব শ্যামদেশ নাম ছিল –থাইল্যান্ড-অর্থ- মুক্তভূমি
- মিয়ানমারের পূব নাম-ব্রক্ষ্ম দেশ মালায়শিয়া-মালয়
- জিম্বাবুয়ের পূবনাম-রোডশিয়া
- নেলসন মেন্ডেলা মারা যান- 5 ডিসেম্বর 2013
- গণতন্রই শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট শাসন ব্যবস্হা- লর্ড ব্রাইস
- কাবাডি খেলা প্রথম শুরু হয়-জাপানে
- তুরস্ক ও ভাটিকান সিটির মুদ্রার নাম-লিরা
- সমুদ্রপৃষ্ট থেকে এভারেস্টের উচ্চতা ৮৮৫০ মি./২৯০৩৫ ফুট
- সাহিত্যে নোবেল জয়ী নারীর সংখ্যা ১৪ জন
- ডেনমার্ক প্রথম জাতীয় পতাকা ব্যবহার করে
- প্রথম নোবেল জয়ী নারী-মাদার কুরী-১৯০৩ সালে-পদার্থে
- শ্বেত হাতির দেশ হিসেবে পরিচিত-থাইল্যান্ড
- সূর্যোদয়ের দেশ বলা হয় জাপানকে
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৮৬৭ সালে রাশিয়ার নিকট থেকে আলাস্কা দ্বীপটি ক্রয় করে
- বাহামা দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী-নাসাউ
- বার্লিন দেয়াল নির্মাণ করা হয়-১৯৬১ সালে ভাঙ্গ্ হয়-১৯৮৯ সালে
- আধুনিক অলিম্পিকের জনক ➞➞ব্যরন দ্যা কুবার্তা ।
- ট্রাফালগার স্কয়ার লন্ডনে অবস্থিত ।
- ট্রান্স ওয়ার্ল্ড এয়ার লাইন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
- সিয়াচেন হিমবাহ কথায় অবস্থিত ➞ কাশ্মিরে ।
- বিশ্ব মাদক বিরোধী দিবস ➞ ২৬ জুন ।
- বিশ্ব পোলিও টীকা-দান কর্মসূচী শুরু হয় ➞ ১৯৮৮ সাল থেকে।
- নেলসন মেন্ডেলা কে আজীবন কারাদন্ড দেয়া হয় ➞ ১৯৬৪-১৯৯০।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র UNESCO ত্যাগ করে ➞ ১৯৮৫ সালে এবং আবার ফিরে আসে ২০০২ সালে ।
- ফকল্যান্ড দ্বীপ নিয়ে ইংল্যান্ড ও আর্জেটিনার মধ্যে যুদ্ধ হয় ➞ ১৯৮২ সালে ।

- ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি হয় ১৯৭৮ সালে , মিশর ও ইসরাইলের মধ্যে ।
- মাহাথির মোহাম্মদ মালেশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হন ➞ ১৯৮২ সালে ।
- ইরাক কুয়েত দখল করে নেয় ➞ ২রা আগস্ট ১৯৯০ সালে ।
- CNN যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক স্যাটেলাইট চ্যালেন ➞ ১ জুন ১৯৮০ ।
- জার্মানির চ্যান্সেলর এঞ্জেলা মর্কেল একজন পদার্থবিদ ।
- "দ্যা মালয় ডিলেমা" গ্রন্থের লেখক ➞ মাহাথির মোহাম্মদ ।
- "লিভিং হিস্ট্রি" গ্রন্থের লেখক ➞ হিলারি ক্লিনটন ।
- "ইন দ্যা লাইন অফ ফায়ার" গ্রন্থটির লেখক ➞ পারভেজ মোশারফ ।
- উরুগুয়ের রাজধানী মন্টিভিডিও। সান্তিয়াগো➞চিলি, বোগোটা➞কলাম্বিয়া, আসুনচিয়ান➞ প্যারাগুয়ে ।
- লেনিনের নেতৃত্বে ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লব হয় ।
- বিশ্বের সর্বপ্রথম টেস্টটিউব বেবি ➞ লুইস ব্রাউন ⇢ ইংল্যান্ড - ১৯৭৮ সালে ।
- সাহিত্যে নবেল প্রত্যাখ্যান করে➞ জ্যঁ পল সার্ত্রে (ফ্রান্স- ১৯৬৪) ।
- ভিন্সেন্ট ভ্যানগগ নেদারল্যান্ডের চিত্রশিল্পী ।
- AP➡Associated Press ➞ যুক্তরাষ্টের সংবাদ সংস্থা ।
- সেন্ট হেলেনা দ্বীপ ➞ আটলান্টিক মহাসাগড়ে ।
- নেপালের পার্লামেন্টের নাম ➞ ফেডারেল পার্লামেন্ট ।
- চিন ও যুক্তরাষ্টের পার্লামেন্টের নাম ➞ কংগ্রেস ।
- ফ্রেন্স ➞ চেম্বার ও তাইওয়ান ➞ উয়ান ।
- রাশিয়ার পার্লামেন্টের নিম্ন কক্ষের নাম হল ➞ ডুমা ।
- এডঃ এলেন পো কে Short Story-র জনক বলে।
- ভারত-পাকিস্তানের মদ্ধে শিমলা চুক্তি ১৯৭২ সালের ২ জুলাই।
- ১৯৬৪ সালে নেলসন মেন্ডেলাকে রোবেন দ্বীপে কারাবাস দেয়, ২৭ বছর পর ১৯৯০ সালে তিনি মুক্তি পান।
- ওয়াটারলু-বেলজিয়ামের একটি গ্রাম। ১৮ জুন, ১৮১৫ সালে এখানে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের মদ্ধে যুদ্ধ হয়।
- ওয়াটার লু বেলঝিয়ামে অবস্থিত।
- কমনওয়েলথ প্রতিষ্ঠিত হয়-১৯৬৫। (মালর্বোরো হাউস)
- সক্রেটিস > প্লেটো > অ্যারিস্টটল > অ্যালেকজান্ডার।
- জার্মানির পতনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল হয়।

- পৃথিবীর গভীরতম হ্রদ হচ্ছে বৈকাল।
- পৃথিবীর বৃহত্তম হ্রদ হচ্ছে কাস্পিয়ান সাগর।
- প্রথম ভারতীয় হিসাবে এভারেস্ট জয় করেন অবতার সিং।
- প্রথম বাঙালি এভারেস্ট জয়ী শিপ্রা মজুমদার।
- চীনের জিনজিয়ান প্রদেশ মুসলিম অধ্যুষিত।
- বস্ফরাস প্রণালী ভূমধ্যসাগর ও কৃষ্ণসাগরকে যুক্ত করেছে।
- ভারত মহাসাগর ও আরব সাগরকে যুক্ত করেছে পক প্রণালী।
- বঙ্গোপসাগর ও জাফা সাগরকে যুক্ত করেছে মালাক্কা প্রণালী।
- তেলাঙ্গানা ভারতের নতুন রাজ্য। অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে আলাদা হয় ২ জুন ২০১৪ সালে।
- ফালজা শহরটি ইরাকে অবস্থিত।
- OSLO চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৯৩ - যুক্তরাষ্ট্র
- বাম, আবদান, ইস্পাহান শহরসমূহ ইরানে অবস্থিত।
- ব্রিটেনের রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ সরকারি বাসভবন উইন্ডসর ক্যাসেল তে বাকিংহাম প্যালেস।
- ব্রডওয়ে যুক্তরাষ্ট্রেল নিউইয়র্কে অবস্থিত।
- যুদ্ধরত জাতি, যুদ্ধপ্রিয়
- ইউরোপের রণক্ষেত্র বলা হয় বেলজিয়াম
- সুইজারল্যান্ডের প্রাচীন নাম হেলভিসিয়া
- জার্মানের পুরাতন নাম ডায়েসল্যান্ড
- নাগানা কারবাস একটি বিতর্কিত ছিটমহল (আজারবাইজান ও আর্মেনিয়া)
- সুমাত্রা ও মালয়েশিয়াকে পৃথক করেছে মালাক্কা প্রণালী
- কন্টাস এয়ারওয়েজ লি. অস্ট্রেলিয়ার বিমান সংস্থা
- ওয়াটার গেট কেলেংকারীর সাথে জড়িত রিচার্ড নিক্সন
- বিশ্বে মোট ০৬টি দেশের সমুদ্র উপকূল নাই। নেপাল, ভুটান, আফগানিস্তান, লাওস, মঙ্গোলিয়া, মালি
- কান্দাহর আফগানিস্তানের একটি শহর।
- আন্দিজ পর্বত মালা দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ।
- Pulitzer পুরস্কার দেওয়া হয় সংবাদিকতার জন্য । যুক্তরাস্ট্র।
- আর্ন্তজাতিক স্বাক্ষরতা দিবস - ৮ সেপ্টম্বর।
- ব্যবিলনের শুণ্য উদ্যান গড়ে তোলেন : নেবুচাদনেজার।
- এডেন সমুদ্র বন্দর : ইয়েমেনে।
- বিশ্বব্যাংকের এটলাস মেথড - এ আয়ের দেশ নির্ধারণ করে।

- ম্যাগাসেসে পুরস্কারটি ফিলিপাইন থেকে দেওয়া হয়-১৯৫৮
- Amnesty International-১৯৭৭ প্রতিষ্ঠা-১৯৬১
- Lafta(Latin American Free Trade Association)১৯৬০
- দেশ ও মুদ্রার নাম একই- জায়ার।
- জিম্বাবুয়ের আগের নাম- দক্ষিন রেডেশিয়া।
- পৃথিবীর বৃহত্তর গ্রন্থাগার-দ্য লাইব্রেরি অব কংগ্রেস।
- মালদ্বীপ ও কোষ্টারিকার কোন সেনাবাহীনি নাই।
- আবাদান ও বন্দও আব্বাস ইরানের দুইটি বন্দর।
- পৃথিবীর বৃহত্তম খনিজ তেল শোধানাগার-ইরানের আবাদানে।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের মধ্যে ১৯৪১ সালের ১৪ আগস্ট আটলান্টিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
- জাতিসংঘ গঠনের লক্ষ্যে ৪৬ টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ ১৯৮৫ সালের ২৬ জুন একটি চার্টার গ্রহন করে
- প্রাথমিক প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ছিলো ৫০ টি দেশ। পরে পোল্যান্ড এসে যোগ হলে ৫১ টি দেশ নিয়ে জাতিসংঘ যাত্রা শুরু করে।
- জাতিসংঘ গঠিত হয় – ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫ সালে।
- জাতিসংঘ দিবস – ২৪ অক্টোবর।
- জাতিসংঘের আর্টিকেল বা ধারা রয়েছে –১১১ টি।
- জাতিসংঘের ঘোষণাপত্রে ১২ টি অধ্যায় সন্নিবেশিত হয়েছে।
- জাতিসংঘের শাখা রয়েছে – ৬ টি। ১। সাধারণ পরিষদ ২। নিরাপত্তা পরিষদ ৩। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দফতর ৪। অছি পরিষদ ৫। আন্তর্জাতিক আদালত। ৬। কাযির্নর্বাহী দপ্তর।
- জাতিসংঘের আদর্শে আস্থাশীল যে কোনো দেশকে সদস্য করে নেওয়ার জন্য সাধারণ সভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন লাভ প্রয়োজন।
- জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে 'Unite for Peace' সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয় –১৯৫০ সালে।
- সকল রাষ্ট্রের ভোট দেয়ার অধিকার আছে সাধারণ পরিষদে।
- প্রথমে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য রাষ্ট্র ছিলো –১১ টি। ৫ টি স্থায়ী ও ৬ টি অস্থায়ী।
- নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রগুলো হলো – যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, ফ্রান্স ও চীন।
- ১৯৬৫ সালে নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য সংখ্যা ১০ এ উন্নীত করা হলে মোট সদস্য হয়-১৫।
- বিবাদমান অঞ্চেলের সমস্যা নিরসনে কাজ করছে জাতিসংঘের অছি পরিষদ।
- আন্তর্জাতিক আদালতের সদর দফতর – নেদারল্যান্ডস/হল্যান্ডের হেগে অবস্থিত।
- আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারক সংখ্যা ১৫ জন।

- জাতিসংঘের সকল রিপোর্ট তৈরি করা এবং সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদের সকল সভা আয়োজন করার জন্য গঠন করা হয়েছে কাযির্নর্বাহী দপ্তর।
- কাযির্নর্বাহী দপ্তরের প্রধান হচ্ছেন – মহাসচিব।
- জাতিসংঘের বর্তমান সদস্যদেশ হলো –১৯৩ টি।
- রাশিয়া ভেটো প্রয়োগ করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে যে কোনো রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত রাখে।
- রাশিয়া বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তিন বার ভেটো প্রয়োগ করে।
- জাতিপুঞ্জ গঠিত হয়েছিলো – ভার্সাই চক্তির ফলে।
- জাতিসংঘ সনদের ৩৭ ও ৩৮ নং ধারা অনুযায়ী আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিপন্ন হতে পারে এরকম যে কোনো অভিযোগ নিরাপত্তা পরিষদ অনুসন্ধা করতে পারবে।
- জাতিসংঘ সনদের ধারা ২৫ অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদ শান্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।
- শান্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের ৫ টি স্থায়ী ও কমপক্ষে ৩ টি অস্থায়ী দেশের সম্মতি লাগবে।
- আরব-ইসরাইল প্রথম যুদ্ধ বাঁধে ১৯৪৮ সালে।
- ফকল্যান্ড দ্বীপ নিয়ে আর্জেন্টিনা ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে বিবাদ বাঁধে ১৯৮২ সালে।
- ফকল্যান্ড দ্বীপে ১৪০ রছর ধরে ব্রিটিশ শাসন চলছিলো।
- ১৯৭১ সালে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থান করে।
- ১৯৭১ সালের ৭ ডিসেম্বর নিশ্চিত পরাজয় দেখে পাকিস্তান জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব করলে রাশিয়া তাতে ভেটো দেয়।
- ইরাক ১৯৮৯ সালের ১১ নভেম্বর কুয়েতের তৈল সমৃদ্ধ অঞ্চল দখল করে নেয়।
- ইন্দোনেশিয়া নেদারল্যান্ডের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে – ১৯৪৯ সালে।
- ১৪০ টির মত দেশ এ পযর্ন্ত স্বাধীনতা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। (স্বাধীন দেশ ১৯৫ টি)
- FAO এর পূর্ণরূপ Food and Agricultural Organization, প্রতিষ্ঠাঃ ১৯৪৫ সালে, সদর–রোম, ইতালি।
- IMF এর পূর্ণরূপ International Monetary Organization, প্রতিষ্ঠাঃ ১৯৪৪ সালে, সদর- ওয়াসিংটনে।
- ILO এর পূর্ণরূপ International Labor Organization, প্রতিষ্ঠাঃ ১৯১৯ সালে, সদর –জেনেভা।
- WHO এর পূর্ণরূপ World Health Organization, প্রতিষ্ঠাঃ ১৯৪৮ সালে, জেনেভা।
- UNESCO এর পূর্ণরূপ United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, প্রতিষ্ঠাঃ ১৯৪৬ সালে, সদর- প্যারিস, ফ্রান্স।
- UNICEF এর পূর্ণরূপ United Nations International Children's Emergency Funds, প্রতিষ্ঠাঃ ১৯৪৬ সালে, সদর- নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র।
- যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য গঠিত হয় – আন্তর্জাতিক আদালত।
- ৫ মে : আন্তর্জাতিক ধরীত্রী দিবস, ১৫ মে : আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস, ৫ জুন : বিশ্ব পরিবেশ দিবস।

- নরওয়ে ও ডেনমার্কের মুদ্রার নাম : ক্রোন।
- সুইডেন ও নরওয়ের মুদ্রার নাম- ক্রোনা।
- WHO সদর দপ্তর : জেনেভা, ৭ এপ্রিল
- বন্দর আব্বাস ও আবাদান সমুদ্র বন্দর- ইরানে।
- আকিয়াব সমুদ্র বন্দর মিয়ানমারে।
- বাতাসের শহর বলা হয় শিকাগোকে।
- আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস(ANC)-১৯১২ সালে।
- গ্রুপ ৭৭ এর জন্ম-১৯৬৪ সালে, এর কোন সদর দপ্তর নেই।
- ১৯৯৩ সালে চেক স্লোভাকিয়া ভেঙ্গে দুটি রাষ্ঠ হয়।
- মিশর ও লিবিয়া একত্রিত হয়-১৯৫৮ সালে আরব রিপাবলিক নামে।
- নানকিং চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়-১৮৪২ সালে।
- জাতিসংঘের জমি দান করেন- জন ডি রকফেলার।
- জাতিসংঘের সদর দপ্তরের স্থপতি- ডব্লিউ হ্যারিসন।
- বেতার যন্ত্র আবিস্কর করেন মার্কিনী-১৮৯৬ সালে।
- আয়তনে আফ্রিকার ক্ষুদ্র দেশ- সিসিলিস।
- সভ্যতার ইতিহাসে ফিনিশীদের বড় অবদান- বর্ণমালা আবিস্কার
- দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান অধিবাসী- বান্টু, একসাথে জুলু বলে।
- উজবিকিস্থানের মুদ্রার নাম- লোম,রাজধানী-তাসখন্দ(city of fountains)
- পোখরান ভারত। চাগাই- পাকিস্থান। লুপানোর-চীনের আনবিক অস্ত্র পরীক্ষার স্থান।
- পূর্ব তিমুর স্বাধীনতা লাভ করে- ইন্দোনেশিয়ার কাছ থেকে।
- বিশ্বজনসংখ্যা দিবস- ১১ জুলাই, ১৯৮৭ সালে।
- বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস- ৭ এপ্রিল।
- বিশ্ব ডাইবেটিস দিবস- ১৪ নভেম্বর।
- সুয়েজখাল জাতীয়করন কওে মিশর-২৬ জুলাই ১৯৫৬ সালে।
- লোকশিল্প জাদুঘর -সোনারগাঁও, ১৯৮১ সালে।
- হোচিমিন নগরের পূর্ব নাম- সায়গন।
- আবু মুসা উপদ্বীপ-পারস্য উপসাগরে
- UNESCO-১৯৪৫ সালে
- ইসিএ(ECA)এর সদর দপ্তর- ইথোপিয়ার আদ্দিস আবাবা

- শান্তিতে নোবেল প্রত্যাখানকারী-লি সোক থো
- মং,গলগ্রহে প্রেনিত নভোযান হলো-ভাইকিং
- শাত-ইল আরবকে কেন্দ্র করে ইরাক ও ইরানের মধ্যে আলজিয়াম চুক্তি হবে
- পারস্য উপসাগরের আন্ঞ্চলিক জোটের নাম-জি.সি.সি
- ধরিত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ব্রাজিলের রি ও ডি জেনিরোতে
- আইফেল টাওয়ারের নির্মাণ করেন আলেকজেন্ডার গুস্তাব-৩২০ মিটার-১৮৮৯ সালে
- হারারের পুরাতন নাম-সলসব্যারি
- ওভারসীস নদী পূর্ব-জার্মানি ও পোলান্ডের মধ্যে সীমানা
- নামিবিয়ার রাজধানী-উইন্ডহোক
- লয়াজিরগা হলো আফগানিস্তানের আইনসভা
- বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস-৭ই এপ্রিল
- বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস – ১১ জুলাই, ১৯৯০ পালিত হয়।
- মিয়ানমারের অাকিয়াব বন্দর নাফ নদীর তীরে অবস্থিত।
- থাইল্যান্ডের মুদ্রার নাম বাথ।
- ইবোলা ভাইরাসের নামকরণ করা হয় কঙ্গোর ইবোলা নদীর নামে।
- I have a dream ভাষণটি প্রদান করেন – মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র। তিনি ১৯৬৪ সালে নোবেল পান।
- এশিয়া ও ইউরোপকে পৃথক করেছ বসফরাস প্রণালী।
- আফ্রিকা ও ইউরোপকে পৃথক করেছ জিব্রাল্টার প্রণালী।
- ভারত ও শ্রীলংকাকে পৃথক করেছ পক প্রণালী।
- আরব উপদ্বীপ ও ইরানকে পৃথক করেছ হরমুজ প্রণালী।
- উত্তর আমিরিকা ও দক্ষিন অামিরিকাকে পৃথক করেছ পানামা খাল।
- আমেরিকা ও এশিয়াকে পৃথক করেছ বেরিং প্রণালী।
- ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠাকরেন লর্ড ওয়লসলি।
- চির বসন্তের শহর বা নগরী কিটো (ইকুয়েডোর)
- মাউরী আদীবাসিরা বাস করে – নিউজিল্যান্ডে।
- জাতিসংঘের সবথেকে ক্ষুদ্র রাষ্ট্র – মোনাকো ২ বর্গ কিমি।
- ডুরান্ডলাইন আফগান- পাকিস্তান সীমান্তরেখা

- ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের সদর দপ্তর জার্মানির বার্লিনে। এটি ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়,
- বাংলাদেশে কাজ করে ১৯৯৬ সাল থেকে।
- আফ্রিকার দেশ – সোমালিয়া,ইথিওপিয়া,ইবিত্রিয় ও জিবুতি- হর্ন অব আফ্রিকা নামে পরিচিত।
- Green peace নেদারল্যান্ডের পরিবেশবাদী সংগঠন - ১৯৭১
- অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার বিশ্ব প্রতিবেশ দিবস।
- ইতালি এবং দক্ষিন আফ্রিকাকে ছিদ্রায়িত রাষ্ট্র বলা হয়।
- কার্টাগোনা প্রটোকল ২০০০ সালে। জৈব নিরাপত্তা বিষয়ক চুক্তি।
- ভূটানকে ব্রজ ড্রাগনের দেশ বলা হয়।
- আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের জনক - হগো গ্রসিয়াস।
- পৃথিবীর উচ্চতম রাজধানী বলিভিয়ার রাজধানী লাপাজ।
- ICUN - প্রতিষ্ঠা - ১৯৪৭, প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করা।
- Grundnorm তত্ত্বের প্রবক্তা - কেলজন
- আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদ ১৯৮৯ সাল।
- ক্যাম্প ডেভিট চুক্তির মধ্যস্থতাকারী - জিমি কার্টার।
- এলিসি প্রাসাদ হলো ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবন। মহাবিষুব - ২১শে মার্চ।
- মালদ্বীপ ভারত মহাসাগরে অবস্থিত।
- Group 77 - ১৯৬৪ সালে উন্নায়নশীন দেশগুলো নিয়ে গঠিত হয়।
- আরবলীগ -১৯৪৫ সালে। বর্তমান সদস্য - ২২
- আফ্রিকান ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা - ২৫শে মে ১৯৬৩। বর্তমান সদস্য - ৫৪
- ১২ মে ইন্টারন্যাশনাল নার্সিং ডে
- Scream - চিতকার করা ।বিশ্ব বাঘ দিবস-২৯শে জুলাই
- আন্তর্জাতিক বন দিবস
- ইউক্রেনের রাজধানীর নাম –কিয়োভ
- মালদোভার রাজধানীর নাম –কিশিনাউ
- রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবন-ক্রেমলিন
- বান্দা আচেহ-ইন্দোনেশিয়া ,
- সুইডেন কে বলা হয় ইউরোপের 'স' মিল

- FBI –মার্কিন প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্ট-১৯০৮ সালে
- শিল্প বিপ্লব ইংল্যান্ড এ -১৭৫০-১৮৫০ সালে
- ম্যাকমোহন লাইন –ভারত –চীন সীমান্তরেখা
- পাবলো পিকাসো স্পেনের মালাগায় জন্মগ্রহন করেন
- ম্যাক্সিম গোর্কির মা উপন্যাসটি রুশ ভাষায় রচিত।
- ধবলগিরি পর্বত নেপালে অবস্থিত।
- জাপানের বেসামরিক বিমানের প্রতীক – JA সৌদি।
- নিশিত সূর্যের নামে পরিচিত – নরওয়ে।
- বক্সিং খেলাটি উদ্ভাবন করেন – মিসিরাস।
- বক্সিংয়ের পিতা বলা হয় জ্যাক ব্রাউটনকে।
- UN স্তায়ী সদস্যরা veto দিতে পারবে (Non Procederal matter)

দৈনন্দিন বিজ্ঞান

- মেরু অঞ্চলে কোনো বস্তুর ওজন সবচেয়ে বেশি হয়।
- চাঁদের মধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণের মান পৃথিবীর ৬ ভাগের ১ ভাগ।
- বস্তুদ্বয়ের মধ্যে দূরত্ব বেশি হলে বল কম হয়।
- মহাকর্ষ বলের প্রভাবে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরে।
- পৃথিবী এবং অন্য যেকোনো বস্তুর মধ্যকার আকর্ষণকে অভিকর্ষ বলে।
- সূর্য্ ও চন্দ্রের মধ্যে যে আকর্ষণ তাকে মহাকর্ষ বলে।
- প্রতি সেকেন্ডে কোনো বস্তুর যে বেগ বৃদ্ধি পায় তাকে ত্বরণ বলে।
- অভিকর্ষ বলের প্রভাবে ভূপৃষ্ঠে মুক্তভাব পড়ন্ত কোনো বস্তুর বেগ বৃদ্ধির হারকে অভিকর্ষজ ত্বরণ বলে।
- মেরু অঞ্চলে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ সবচেয়ে কম বলে সেখানে অভিকর্ষজ ত্বরণও বেশি ফলে ওজনও বেশি হয়।
- এ বিশ্বে যেকোনো দুটি বস্তুর মধ্যে যে আকর্ষণ তাকে মহাকর্ষ বলে।
- মেরু অঞ্চলে অভিকর্ষজ ত্বরণের মান ৯.৮৩ মিটার/সেকেন্ড^২।
- মেরু অঞ্চল থেকে বিষুব অঞ্চলের দিকে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ বাড়তে থাকায় অভিকর্ষজ ত্বরণের মান কমতে থাকে।
- বিষুব অঞ্চলে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ সবচেয়ে বেশি বলে সেখানে অভিকর্ষজ ত্বরণ কম হয় ফলে সেখানে বস্তুর ওজনও সবচেয়ে কম হয়।
- অর্থাৎ বিষুব অঞ্চলে কোনো বস্তুর ওজন সবচেয়ে কম হয়।
- বিষুব অঞ্চলে অভিকর্ষজ ত্বরণের মান ৯.৭৮ মিটার/সেকেন্ড^২।
- হিসেবের সুবিধার জন্য ভূ-পৃষ্ঠে অভিকর্ষজ ত্বরণের আদর্শ মান ধরা হয় ৯.৮ মিটার/সেকেন্ড^২।
- কোনো বস্তুকে পৃথিবী যে বল দ্বারা তার কেন্দ্রে দিকে আকর্ষণ করে তাকে বস্তুর ওজন বলে।
- কোনো বস্তুর ভারকে অভিকর্ষজ ত্বরণ দ্বারা গুণ করলে ঐ বস্তুর ওজন পাওয়া যাবে।
- ভরের আন্তর্জাতিক একক হলো –কেজি।
- ১ টনে -১০০০ কেজি।
- ওজনের একক হলো-নিউটন।
- পৃথিবী পৃষ্ঠে ১০ কেজি ভরের বস্তুর ওজন হবে—১০ × ৯.৮ নিউটন = ৯৮ নিউটন।
- বস্তুর ওজন অভিকর্ষজ ত্বরণের উপর নির্ভর করে।
- ভূ-পৃষ্ঠ থেকে যত উপরে উঠা যায় বস্তুর ওজন তত কমতে থাকে।
- পৃথিবীর কেন্দ্রে অভিকর্ষজ ত্বরণ শূন্য তাই সেখানে বস্তুর ওজনও শূন্য।

- বস্তুদ্বয়ের ভর বেশি হলে, আকর্ষণ বলও বেশি হয়।
- সুতরাং চাঁদে ১ কেজি ভরের বস্তুর ওজন হবে – ১.৬৩ নিউটন।
- ১ কেজি ভরের কোনো বস্তুর ওজন সবচেয়ে বেশি হবে দুই মেরুতে –৯.৮৩ নিউটন।
- ১ কেজি ভরের কোনো বস্তুর ওজন সবচেয়ে কম হবে –বিষুবীয় অঞ্চলে –৯.৭৮ নিউটন।
- পাহাড়ের চূড়ায় বস্তুর ওজন কম কারণ যত উপরে উঠা যায় অভিকর্ষজ ত্বরণ তত কমতে থাকে।
- ভূ-পৃষ্ঠ থেকে আবার যত নিচে নামা যায় অভিকর্ষজ ত্বরণের মান তত কমতে থাকে।
- এ কারণে খনিতে কোনো বস্তুর ওজন কম হয়।
- লিফট চড়ে উপরের দিকে উঠার সময় বেশি ওজন মনে হয় কারণ লিফট বিপরীতমুখী বল প্রয়োগ করে।
- লিফটে চড়ে নিচে নামার সময় কম ওজন মনে হয় কারণ আমাদের ওজনের চেয়ে কম বল প্রয়োগ করি।
- লিফট যদি মুক্তভাবে নিচে পরে তবে আমাদের ত্বরণ হবে –শূন্য।
- নির্দিষ্ট ভরের দুটি বস্তুর মধ্যবর্তী দূরত্ব দ্বিগুণ হলে, -- বল এক-চতুর্থাংশ হবে।
- নির্দিষ্ট ভরের দুটি বস্তুর মধ্যবর্তী দূরত্ব তিনগুণ হলে, — বল নয় ভাগের একভাগ হবে।
- কোথায় অভিকর্ষজ ত্বরণ 'g' এর মান বা বস্তুর ওজন শূন্য-পৃথিবীর কেন্দ্রে।
- গৃথিবী ও চাঁদের মধ্যে কোনো বস্তুর ওজনের তারতম্য পৃথিবীতে ওজন ৬ গুণ হলে চাঁদে ১ গুণ।
- বলের একক নিউটন।
- ওজনের একক কী? নিউটন। (উল্লেখ্য, বলের ও ওজনের একক একই: নিউটন)
- পৃথিবীর কেন্দ্রে অভিকর্ষজ ত্বরণের মান বা বস্তুর ওজন শূন্য।
- বস্তুর ওজন কোথায় সবচেয়ে বেশি মেরু অঞ্চলে।
- ভূ-পৃষ্ঠ থেকে পর্বত চূড়ায় কোনো বস্তুর ওজনের পরিবর্তন হবে-ওজন কম হবে।
- কোনো বস্তুকে পৃথিবী যে বল দ্বারা তার কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে তাকে বলে -অভিকর্ষ।
- কোথায় বস্তুর ওপর পৃথিবীর কোনো আকর্ষণ থাকে না-পৃথিবীর কেন্দ্রে।
- মেরু অঞ্চলে অভিকর্ষজ ত্বরণ 'g' এর মান- ৯.৮৩ মিটার/সেকেন্ড^{২}।
- নির্দিষ্ট ভরের দুটি বস্তুর মধ্যবর্তী দূরত্ব দ্বিগুণ হলে বলের পরিবর্তন হবে-এক-চতুর্থাংশ হবে।
- কোনো বস্তুতে পদার্থের পরিমানকে বলে-- ভর।
- এ বিশ্বে যে কোনো দু'টি বস্তুর আকর্ষণকে বলে- মহাকর্ষ।
- বস্তুর ভর বৃদ্ধির সাথে মহাকর্ষ বলের কেমন পরিবর্তন ঘটে-- সমানুপাতে বৃদ্ধি পায়।
- প্রভাবে উপরের দিকে নিক্ষিপ্ত বস্তু নিচের দিকে পড়ে--অভিকর্ষের।

- বিষুবীয় অঞ্চলে কোনো বস্তুর ওজন কম হয় -অভিকর্ষজ ত্বরণ কম বলে।
- খাদ্যের কাজ প্রধানত –তিনটি। যথাঃ-দেহের গঠন, দেহে তাপ উৎপাদন ও রোগ প্রতিরোধ।
- সুষম খাদ্যে ৬ টি উপাদান থাকে। যথাঃ- শর্করা, আমিষ, স্নেহ, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি।
- সুষম খাদ্য তালিকায় সবচেয়ে বেশি পরিমাণে থাকে – শর্করা।
- গরু, ছাগল ও অন্যান্য প্রাণীর দুধে থাকে—ল্যাকটোজ বা দুধ শর্করা।
- পশু ও পাখি জাতীয় প্রাণীর মাংশে থাকে – গ্লাইকোজেন।
- পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির দৈনিক ৩০০ গ্রাম শর্করা জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করতে হয়।
- পানির সমতুল্য খাবার হচ্ছে – দুধ।
- আমিষ গঠনের একক হচ্ছে-- অ্যামাইনো এসিড।
- মানুষের শরীরে অ্যামাইনো এসিড থাকে – ২০ ধরনের।
- প্রাণীদেহের শুষ্ক ওজনের প্রায় ৫০% প্রোটিন।
- খাদ্যে প্রায় ২০ ধরনের ফ্যাটি এসিড পাওয়া যায়।
- উৎস অনুযায়ী স্নেহ জাতীয় পদার্থ - দুই প্রকার। যথাঃ প্রাণিজ স্নেহ এবং উদ্ভিজ্জ স্নেহ।
- ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ – ৬ টি। যথাঃ- ভিটামিন A, D, E, K, B-complex, C
- ভিটামিন 'এ' এর অভাবে – রাতকানা রোগ ও চোখের কর্নিয়ার আলসার রোগ হয়।
- দৃষ্টিশক্তি ঠিক রাখে ও রাতকানা রোগ প্রতিরোধ করে -- ভিটামিন A
- ভিটামিন 'ডি' সূর্যের আলো থেকে পাওয়া যায়। যা মানুষের ত্বক গঠনে সহয়তা করে।
- পাম তেল ও লেটুস পাতা ভিটামিন 'ই' এর উত্তম উৎস।
- ভিটামিন 'ই' মানুষের বন্ধ্যাত্ব দূর করে। ভিটামিন 'ই' এর অভাবে জরায়ুর মধ্যে ভ্রূনের মৃত্যু হতে পারে।
- ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ১২ টি। চা পাতায় ভিটামিন বি কমপ্লেক্স রয়েছে। [৩৭ তম বিসিএস]
- ভিটামিন বি $_{১২}$ এর অভাবে- রক্তশূন্যতা রোগ দেখা দেয়। স্নায়ুতন্ত্রের অবক্ষয় ঘটে।
- হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে গেলে দেখা দেয় – রক্তশূন্যতা।
- ভিটামিন 'সি' এর উৎস হলো—আমলকি, লেবু, পেয়ারা, টমেটো , আনারাস লেটুস পাতা, পুদিনা পাতা।
- ভিটামিন 'সি' এর তীব্র অভাবে স্কার্ভি বা দাতের মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়া রোগ হতে পারে।
- আমাদের দৈহিক ওজনের ৬০-৭৫% পানি।
- একজন পূর্ণবয়স্ক সুস্থ কর্মশীল পুরুষের প্রত্যহ প্রায় ২৫০০-৩০০০ কিলোক্যালরি শক্তির প্রয়োজন।
- পুষ্টির উৎসকে ভাগ করা হয়েছে –চার ভাগে। যথাঃ- মাংস, দুধ, ফল/সবজি ও শস্যদানা।

- ফাস্টফুডে থাকে—অতিরিক্ত রাসায়নিক পদার্থ।
- ফ্রিজিং পদ্ধতিতে খাদ্যদ্রব্যকে --০^{0} ফরেনহাইট বা তার নিচের তাপমাত্রায় রাখা হয়।
- ফল পাকাতে ব্যবহৃত হয় – ক্যালসিয়াম কার্বাইড।
- দই, মিষ্টি, পনির, মাখন ও বেকারি সামগ্রী সংবক্ষনে ব্যবহার করা হয়— Propionic Acid ও Sorbic Acid
- তামাক জাতীয় পদার্থে থাকে – নিকোটিন।
- সবচেয়ে মারাত্মক ড্রাগ হচ্ছে – হেরোইন।
- ড্রাগের সংজ্ঞা প্রদান করেছে -- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)
- ৩৪। AIDS এর পূর্ণরূপ Acquired Immune Deficiency Syndrome
- ৩৫। সর্বপ্রথম এইডস চিহ্নিত করা হয় – ১৯৮১ সালে
- ৩৬। AIDS রোগের সৃষ্টির জন্য দায়ী ভাইরাস হলো -- HIV
- ৩৭। HIVএর পূর্ণরূপ Human Immuno deficiency Virus
- ৩৮। HIV সংক্রমনের পর ৫ বছর পযর্ন্ত মানুষের দেহে কোনো রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায় না।
- বেগুনি আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম। বেগুনী বর্ণের শক্তি সবচেয়ে বেশি। লাল বর্ণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সব চেয়ে বেশি,শক্তি কম।
- স্পষ্ট দর্শনের নুন্যতম দুরত্ব ২৫ সেমি।
- কীটপতঙ্গ সংক্রান্ত বিদ্যাকে ENTOMOLOGY বলে।
- মাছ সংক্রান্ত বিদ্যাকে Pisiculture বলে।
- পশুপাখি সংক্রান্ত বিদ্যাকে Aviculture বলে।
- মুখবিবর এর লালাগ্রন্থি থেকে হজম সাহায্যকারী উপাদান হিসেবে নিসৃত এনজাইম টায়ালিন।
- কেমোথেরাপি এর জনক - পল এহর্লিক।
- একই আয়তনের ভিন্ন আকৃতির বস্তুর ক্ষেত্রে আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সর্বনিম্ন হবে।
- টমেটো তে থাকে সাইট্রিক এসিড ও ম্যালিক এসিড।
- ফুসফুসের গঠনতন্ত্রের একক হচ্ছে এলভিওলাই।
- ৫৯. মেঘের পানি কণা খুব ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়াতে শীলা বৃষ্টি হয়।
- বায়োগ্যাস এর মিথেন জ্বালানী কাজে লাগে।
- মরিচ ঝাল লাগে ক্যাপিসিসিন এর কারণে।
- খাদ্যদ্রব্যের মান ঠিক রাখার জন্য প্যাকেটের ভেতর ন্যানো টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়।

- শীতল সমুদ্র স্রোতে ভেসে আসা বরফ কে হিমশৈল বলে।
- সিদ্ধ চালে ৭৯% শ্বেতসার থাকে।
- স্যাটেলাইট মাধ্যাকর্ষণ বলের কারণে ঘুরতে থাকে
- g এর মান ৯.৭৮ নিউটন।
- হাড় ও দাত গঠনে সহায়তা করে ফসফরাস।
- অস্তিত্ববাদ দর্শনের জনক জ্যাপল
- বাতাসে অক্সিজেনের এর পরিমাণ ২০.৯% ৭৩.
- ভিটামিন সি এর রাসায়নিক নাম এসকরবিক এসিড
- ফিউশন প্রক্রিয়ার একাধিন পরমানু যুক্ত হয়ে নতুন পরমানু গঠিত হয় ।
- স্টোরেজ ব্যাটারিতে সালফিউরিখ এসিড ব্যবহৃত হয়।
- জীবের দৈহিক বৃদ্ধির জন্য বেশি প্রয়োজন ---প্রোটিন।
- সোডিয়াস সিলিকেট সাবানকে শক্ত করে ।
- পূর্ন বয়স্ক ব্যক্তির হৃদপিন্ডের ওজন ৩০০ গ্রাম।
- টমেটোতে-অক্সালিক,লেবুতে- সাইট্রিক,আমলকিতে থাকে সাইট্রিক এসিড।
- আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে তাপমাত্রার একক- কেলভিন।
- ডিমের সাদা অংশে -অ্যালবুমিন প্রোটিন থাকে ।
- কেসিন হচ্ছে দুধের প্রধান প্রোটন।
- পাউরুটি ফোলানোর জন্য ব্যবহৃত হয় -ইস্ট
- ক্লোরোফিল উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষনের কাজে ব্যবহিত হয়
- হাসের প্লেগ রোগ ভাইরাসে হয়
- এসিয়ার সর্বউত্তের বিন্দু -চেলুস্কিনের অগ্রভাগ –চেলিস্কিন
- বায়োগ্যাসের প্রধান উপাদান -মিথেন
- প্রোটিন তৈরিতে ব্যবহৃত হয় -অ্যামাইনো এসিড
- মোটর গাড়ির হেডলাইটে উত্তাল দরপণ ব্যবহার করা হয়
- লোহিত কনিকা ধংস হয় প্লীহাতে।
- তিতাস গ্যাসে অ্যামোনিয়া আছে।
- ৪২৩. হাইপ্যাথোলামের কাজ হল দেহের তাপ নিয়ন্ত্রন করা। স্বংকীয় স্নয়োকেন্দ্ররূপে কাজ করা, ঘুম, ভালোবাসা, ঘৃনা ইত্যাদি অনুভূতি হিসেবে কাজ করা।

- রেটিনা হচ্ছে একমাত্র চোখের আলোকসংবেদী অংশ।
- টাইফয়েড ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগ।
- ইনশুলিন হচ্ছে একটি এমাইনো এসিড।
- ফল পাকানোর হরমন হলো ইথিলিন।
- লেজার রশ্মি আবিস্কার করেন- মাইম্যান ১৯৬০ সালে।
- দূরত্ব ও সবচেয়ে বড় একক হল- পারসেক।
- এলুমোনিয়াম হলো অচুম্বোক পদার্থ।
- তাপ ইঞ্জিন তাপ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রুপান্তর করে।
- ইউরিয়া সার থেকে উদ্ভিদ নাইট্রোজেন গ্রহন করে।
- ভিটামিন ই এর সবথেকে ভাল উৎস ভোজন তেল।
- অধরা কনার অস্তিত্ব আবিষ্কারের নেতৃত্ব দেন যুক্তরাষ্টের প্রিস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশী বিজ্ঞানী এম. জাহিদ হাসান তার গ্রামের বাড়ি গাজীপুর জেলার শ্রীপুরে।
- মঙ্গল গ্রহের দুইটি উপগ্রহ- ফোবাস ও ডিমোস।
- নেপচুনের দুইটি উপগ্রহ- ট্রাইটান ও নেরাইড।
- ক্যলসিয়ামের প্রধান উৎস- দুধ।
- সবচেয়ে মূল্যবান ধাতু- প্লাটিনাম। সবচেয়ে মূল্যবান পদার্থ- হীরা।
- প্রোটিন ও আমিষ জাতীয় খাদ্যের ক্ষুদ্রতম এককু এমো------
- ফুসফুসের আবরনকে বলা হয়- প্লিউরা/ ঢ়ষবঁৎধ.
- পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির শরীরে অসরহরড় অপরফ থাকে-২০টি ।
- মানুষের মুখের কর্তন দন্ড- ৪টি।
- চোখের রং নিয়ন্ত্রনকারী পদার্থ- মেলানিন।
- চোখের রং পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রন করে ডি এন এ
- থিয়ামিনের অভাবে বেরিবেরি রোগ হয়।
- সবচেয়ে সক্রিয় ধাতু হচ্ছে - পটাশিয়াম।
- আমিষ /প্রোটিন বেশি -মসুর ডালে।
- তাপ পরিবহন পদ্ধতিতে তাপ সঞ্চালন বেশি কঠিন হয়।
- তাপ পরিচালন ঘটে তরল পদার্থের মাধ্যমে।
- তাপ বিকিরন ঘটে বায়বীয় বা শূন্য মাধ্যমে।
- দিন-রাত সমান থাকে- ২১ মার্চ ও ২৩ সেপ্টম্বর।
- ১ হর্সপাওয়ার= ৭৪৬ ওয়াট।
- পৃথীবীর কেন্দ্রে বস্তুর ওজন শূন্য,মেরু অনঞ্চলে সব থেকে বেশী

- রক্তশূন্যতা দেখা দেয় আয়রনের অভাবে
- প্রিজনে প্রতিত আলো প্রতিসারিত হয়
- ইনসুলিন আবিষ্কৃত হয় ➡১৯২২ সালে জার্মানিতে।
- শ্রবন ছাড়াও কানের অন্যতম কাজ হল দেহের ভারসাম্য রক্ষা করা।
- দেহের মাঝে রক্ত জমাট বাধে না রক্তে হেপারিন থাকার কারণে।
- লিগামেন্টের মাধ্যমে পেশিগুলো অস্থির সাথে লেগে থাকে।
- আয়নার পিছনে পারদ/মার্কারি ও সিলভারের প্রোলেপ থাকে।
- ফরমালিন হল ফরম্যালডিহাইডের ৪০% জলীয় দ্রবণ।
- গ্যালভানাইজিংয়ে ব্যবহৃত হয় ➡ কপার, জিঙ্ক ও দস্তা।
- কচুতে ক্যালসিয়াম অক্সালেট থাকার কারণে কচু খেলা গলা চুলকায়।
- সবচেয়ে ভারী মৌলিক গ্যাস ➡ র‍্যাডন।
- সোনা ও নিকেল মৌলিক পদার্থ, বায়ু মিশ্র পদার্থ।
- সিলিকন, জার্মেনিয়াম, আর্সেনাইড ও ইনডিয়াম সেমিকন্ডাক্টর।
- জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কার করেন ➡ লুই পাস্তুর।
- যক্ষা রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কার করেন ➡ রবার্ট কচ।
- স্বর্ণের খনির জন্য বিখ্যাত দক্ষিন আফ্রিকার জোহানেসবার্গ।
- খাবার লবনের মূল উপাদান – সোডিয়াম ক্লোরাইড।
- কস্টিক সোডার মূল উপদান – সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড।
- সোডা অংশের মূল উপদান – সোডিয়াম কার্বনেট।
- রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে অনুচক্র বা প্লাটিলেট।
- স্বর্ণের খাদ বের করা হয় নাইট্রিক এসিড বের করে।
- কিউলেক্স ফাইলেরিয়া, অ্যানাফিলিস ম্যালেরিয়া রোগ ছোড়ায়।
- বায়ুমন্ডলে ওজনের পরিমাণ ০.০০১%
- চর্মরোগের জন্য দায়ী ভিটামিন সি।
- হাটুতে কান থাকে ফড়িং এর
- আমলকি এমাইনো এলিও, আঙ্গুর টারটারিক এসিড , স্বর্ণের খাদ - নাইট্রিক এসিড, কমলা লেবুতে অ্যাসকার্কি এসিড থাকে।
- বিষুবীয় অঞ্চলে সারা বছর দিন রাত সমান থাকে।

- পূর্ণবয়স্ক মানুষের দেহে রক্তের পরিমাণ ৫-৬ লিটার
- মাছ, ব্যাঙ, সাপ, সরীসৃপ শীতল রক্ত বিশিষ্ট প্রাণি।
- পাস্তরাইজেশনের মাধ্যমে দুধকে জীবানুমুক্ত করা হয়।
- অস্থি ও দন্ত তৈরীতে সাহায্য করে ভিটামিন ডি।
- পেনিসিলিন ওষুধ তৈরি করে ভিটামিন সি।
- সূর্য হতে পৃথিবীতে তাপ আসে বিকিরণ পদ্ধতিতে।
- বিপাকীয় ক্ষতির বর্জ্য অপসারণ প্রক্রিয়াকে বলে রেচন
- লোকশূন্য ঘরে শব্দের শোষণ কম হয়।
- সহসা দরজা খুলতে চাইলে দরজার কবজার বিপরীত প্রান্তে বল প্রয়োগ করা উচিত।
- একজন মানুষ দাঁড়ানো অবস্থায় পৃথিবীকে সবচেয়ে কম চাপ দেয়।
- বিদ্যুৎ প্রবাহের একক : এম্পিয়ার।
- ভূ-ত্বকের গভীরতা : ১৬ কিমি।
- পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তির ফুসফুসের বায়ু ধারণ ক্ষমতা : ৩ লিটার।
- আগ্নেয়গিরি প্রধানত : ৩ প্রকার।
- সৌরকোষে ব্যবহৃত হয় : ক্যাডমিয়াম।
- ধানের বাদামী রোগ হয় : ছত্রাক দ্বারা।
- মানুষ কর্ডাটা পর্বের অন্তর্ভুক্ত।
- মঙ্গল গ্রহে প্রেরিত নভোযান : ভাইকিং।
- কুকুরের মুখে দাঁতের সংখ্যা : ৪৪টি
- কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসকে অত্যধিক চাপে তরল করে সোডা ওয়াটার তৈরি করা হয়।
- ক্যাটল ফিস ও স্কুইড নামক প্রাণীর তিনটি হৃদপিণ্ড।
- পানিতে দ্রবীভূত হয়না : ক্যালসিয়াম কার্বনেট।
- চর্মরোগের সৃষ্টি করে - আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি।
- ইনসুলিন এক ধরনের : হরমোন।
- পেট্রোল পানির তুলনায় হালকা। তাই মেশানো যায়না।
- ভিটামিন 'বি' এর অভাবে ঠোঁট ও জিহ্বায় ঘা হয়।
- রডিও আবিস্কার করেন-জি মারকুনি।
- টলিভিশন আবিস্কার করেন-লর্জি বেয়ার্ড।
- মৌলিক বর্ন ৩ টি লাল, সবুজ, নীল।

- সোনা পানির তুলনায় ১৯.৩ গুন ভারী।
- ভিটামিন কে ক্ষত স্থান থেকে রক্ত পরা বন্ধ করে।
- দুধকে টক করে- ব্যাক্টরিয়া।
- ধানের বাদামি রোগ হয় -ছত্রাক দ্বারা।
- সাডিয়াম ও পটাশিয়াম হল অ্যাকলি মেটাল।
- তারের ব্যসার্ধ, ছোট দৈর্ঘ্য ইত্যাদি পরিমাপ করার যন্ত্র হলো-স্ক্রুগজ
- আলো তাড়িত চৌম্বক তরঙ্গ।
- জীব ও জড়ের মধ্যে সংযোগকারী হলো ভাইরাস।
- এঙ্গল গ্রহের দুটি উপগ্রহ- ফোবস ও ডিমোস।
- সোডিয়াম ও পটাশিয়াম ধাতু পানি অপেক্ষা হালকা।
- লাল পিপড়া কামড়ালে জ্বলে কারণ পিপড়াতে ফরমিক এসিড থাকে।
- ফসফরাসের অভাবে গাছের পাতা ফুল ফল ঝড়ে যায়।
- ভয় পেলে গায়ের লোম খাড়া হয় অ্যাডরেনালিন হরমোনের জন্য।
- রেনিন নামক জারক রস পাকস্থলীতে দুগ্ধ জমাট বাঁধায়।
- হিলিয়াম গ্যাসে আটটি ইলেকট্রন নেই।
- লবনের রাসায়নিক নাম- সোডিয়াম ক্লোরাইড
- হাইপো এর রাসায়নিক নাম সোডিয়াম থায়োসালফেট
- পৃথিবীর ব্যাস- ১২৬৬৭ কি.মি.।
- মহাকর্ষ শক্তি খুব বেশী, তাই কৃষ্ণগহ্বর থেকে কোন আলো আসেনা।
- রেডিয়ানকে ষটমূলক পদ্ধতিতে ডিগ্রীতে রুপান্তরিত করলে ১৮ ডিগ্রী হবে।
- ভিটামিন বি/ থিয়ামিনের অভাবে বেরিবেরি রোগ হয়।
- ক্রিটেসাস যুগে পৃথিবীতে মানুষের অবির্ভাব ঘটে।
- পৃথিবীর গড় ব্যাসার্ধ ৬৩৭১ কি.মি.।
- নাইট্রোজেন –৭৮.০৮%
- অক্সিজেন –২০.৯৪%
- আরগন—০.৯৪%
- কার্বন-ডাই-অক্সাইড—০.০৩%
- নিয়ন—০.০০১৮%
- হিলিয়াম --০.০০০৫%
- ওজন--০.০০০৫%
- মিথেন—০.০০০০২%

- হাইড্রোজেন—০.০০০০৫%
- জেনন—০.০০০০৯%
- বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতার হ্রাস-বৃদ্ধির দিকে লক্ষ রেখ বায়ুমণ্ডলকে - পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা-ক. ট্রপোস্ফিয়ার খ. স্ট্রাটোস্ফিয়ার গ. থার্মোস্ফিয়ার ঘ. এক্সোস্ফিয়ার ঙ. ম্যাগনেটোস্ফিয়ার।
- ট্রপোস্ফিয়ার ভূপৃষ্ঠের সংলগ্নে অবস্থিত। ভূপৃষ্ঠ থেকে ১৮ কি. মি. পযর্ন্ত ছড়িয়ে আছে এটি।
- ট্রপোস্ফিয়ার মানুষের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় স্থর।
- ট্রপোস্ফিয়ারের উর্ধ্ব সীমায় অবস্থিত সরুস্থরকে ট্রপোপজ বলে। এখান থেকে বিমান চলাচল করে।
- স্ট্রাটোস্ফিয়ার বায়ুমণ্ডলের দ্বিতীয় স্থর। এটি ভূপৃষ্ঠ হতে উপরের দিকে ৮০ কি. মি. পযর্ন্ত ছড়িয়ে আছে।
- থার্মোস্ফিয়ার বায়ুমণ্ডলের তৃতীয় স্থর। এটি ভূপৃষ্ঠ হতে উপরের দিকে ৬৪০ কি. মি. পযর্ন্ত ছড়িয়ে আছে।
- এক্সোস্ফিয়ার বায়ুমণ্ডলের চতুর্থ স্থর। এটি ভূপৃষ্ঠ হতে ৬৪০ কি. মি. এর উর্ধ্বে অর্থাৎ থার্মোস্ফিয়ারের উপরে।
- ম্যাগনেটোস্ফিয়ার বায়ুমণ্ডলের পঞ্চম স্থর। এই স্থরটি হলো চৌম্বকীয় স্থর। যা সর্বশেষে অবস্থিত।
- তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্গত সূক্ষ ধূলিকণা – ক্যান্সার রোগ সৃষ্টি করে।
- নাইট্রোজেনের অক্সাইড ও ক্লোরোইড ফসল উৎপাদন হ্রাস করে।
- যানবাহন থেকে নির্গত গ্যাসীয় পদার্থের মধ্যে কার্বন-ডাই-অক্সাইড প্রধান।
- সমুদ্র সমতল থেকে বায়ুমণ্ডলের উর্ধসীমা – ১০, ০০০ কি. মি.।
- সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি থেকে রক্ষা করে -- ওজন গ্যাস।
- ওজোনস্থরকে ধ্বংস করে – কার্বন-ডাই-অক্সাইড।
- গ্লোবল ওয়ার্মিং এ মুখ্য ভূমিকা পালন করে -- CO_2
- সবচেয়ে কম দূষণ সৃষ্টিকারী জ্বালানি হলো—প্রাকৃতিক গ্যাস।
- বায়ুদূষণ প্রতিরোধে সরকার 'পরিবেশ সংরক্ষণ আইন' তৈরি করেছেন -- ১৯৯৫ সালে।
- ওজোনস্থর বিনষ্টকারী পদার্থগুলোর নিয়ন্ত্রণের জন্য স্বাক্ষরিত প্রোটোকল—ধরিত্রী সম্মেলন-১৯৯২।
- তামা ও দস্তার সংমিশ্রণে হয় : পিতল।
- তামা ও টিনের সংমিশ্রণে হয় : ব্রোঞ্জ।
- মাকড়শার পা : ৮ টি।
- আলোর গতিবেগ : ১,৮৬,০০০ মাইল/সেকেন্ড বা ৩ x ১০^৮ মিটার।
- ভিটামিন K রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে।
- প্রকৃতিতে প্রাপ্ত সবচেয়ে ভারী ধাতু : পারদ।
- দীর্ঘতম দিন : ২১ জুন, দিনরাত সমান : ২৩ সেপ্টেম্বর।

- আলোর গতিবেগ : ১,৮৬,০০০ মাইল/সেকেন্ড বা ৩ x ১০^৮ মিটার।
- হেক্টও ক্ষেত্রফলের একক। ক্ষমতার একক ওয়াট।
- তেলাপোকার রক্তের রং বর্নহীন।
- বলের একক নিউটন। কাজের একক- জুল।
- পরম শূর্ন তাপমাত্রায় গ্যাসের আয়তন শূন্য।
- সেলসিয়াস স্কেলে বরফের গলঙ্ক- 0.c
- কাপড় কাচা সোডার রাসায়নিক নাম- No_2CO3
- ভিটামিন সি এর রাসায়নিক নাম- No_2Co3
- বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিস্কও করে- জেমস ওয়াট।
- লাফিং গ্যাস হলু N_2O (নাইট্রাস অক্সাইড)
- রোগ নির্নয় ও চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়- শব্দোত্তর তরঙ্গ।
- অক্সিজেন ৮টি , লিথিয়াম ৪টি, থিলিয়াম-২টি নিউট্রন।
- ইষ্ট এক প্রকারের ছত্রাক, ডিপথেরিয়া ব্যকটেরিয়া।
- রং তৈরিতে- গরান, নিউজপিন্ট ও দিয়াশলাইট তৈরিতে গেওয়া, পেনসিল তৈরিতে ধন্ধুল কাঠ ব্যবহৃত হয়।
- CFC গ্যাসের ট্রেড নাম- ফ্রিয়ন
- নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ -সরিষার খৈল একটি জৈব্য সার।
- মৎস সম্পর্কিত বিদ্যা হল- ইকথিওলজি।
- কীটপতঙ্গ বিষয়ক বিদ্যাকে বলে -এন্টোমোলজি।
- বৃক্ষ সম্পর্কীয় বিদ্যাকে বলে- ডেনড্রোলজি।
- মানুষের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কিত বিদ্যা- অ্যানথ্রোপলজি।
- তাপ প্রয়োগে সব থেকে বেশি প্রসারিত হয়- বায়ুবীয় পদার্থে।
- তাপ, কাজ ও শক্তির একক - জুল।
- বৃত্তের পরিধির যে কোন অংশকে চাপ বলে।
- মানবদেহের সবচেয়ে লম্বা অস্থি হচ্ছে- ফিমার।
- চৌম্বক পদার্থ হল- লোহা, নিকেল,কোবাল্ট,ম্যাঙ্গানিজ।
- GIZ আন্তর্জাতিক শিল্প উদ্যোগ- ১৯৭৫,জার্মানি।
- মানবদেহের অত্যাবশকীয় এ্যামিনো এসিড-ফিনাইল এলানিন
- রেল ইঞ্জিনের আবিষ্কারক-স্টিফেনসন
- সৌর শক্তি ব্যবহৃত হয়-সিলিকনে

- কলের পানিতে ক্লোরিন নামক রাসায়নিক উপাদান থাকে
- মানুষের শরীরে রক্ত কণিকা আছে-তিন ধরনের
- জেনেটিক কোডের আবিষ্কারক-ড. খোরানা
- বসতবাড়িতে সরবরাহকৃত বিদ্যুৎের ফ্রিকোয়েন্সি-৫০হার্জ
- জৈব অম্ল-এসিটিক এসিড
- এন্টোবায়েটিকের কাজ হল-জীবাণু ধ্বংস করা
- যার বাসস্হান নেই-অনিকেতন হর্স পাওয়ার হল-ক্ষমতা পরিমাপের একক
- সাবানকে শক্ত করে-সোডিয়াম সিলিকেট
- বায়ুর আদ্রতা পরিমাপের যন্ত্র-হাইপ্রোমিটার
- সর্বাপেক্ষা ছোট তরঙ্গের বিকিরণ-গামা রশ্মি
- জীবদেহের অতিরিক্ত গ্লুকোজ থাকে-যকৃত এ
- পৃথিবী একটি চুম্বক-প্রথম বলেন-গিলবার্ট
- চাঁদ দিগেন্তর কাছে বড় দেখায়-বায়ুদন্ডলের প্রতিসরণে
- বিজ্ঞানীরা ইবোলা ভাইরাস আবিষ্কার করে-১৯৭৬ সালে
- খেসারি ডালের সাথে ল্যামারিজম রোগের সম্পর্ক আছে
- ব্রোমিন একটি অধাতু যা সাধারন তাপমাত্রায় তরল থাকে
- মধ্যাকর্ষণ ত্বরণ ৯ গুন বাড়লে সরলগোলকের দোলনকাল ৩ গুন কমবে
- সমটান দৈর্ঘ্য দ্বিগুন বৃদ্ধি পেলে কম্পনাঙ্ক অর্ধেক হবে
- রিমোর্ট সেন্সিং বা দূর অনুধাবন কলতে বোঝায়-উপগ্রহের সাহায্যে দূর থেকে ভূ-মন্ডলের অবলোকন
- বিদ্যুৎ পরিবাহিতা সবথেকে বেশী-রুপার
- গাড়ীর ব্যাটারিতে ব্যবহৃত হয়-সালফিউরিক এসিড
- একটি পন্ঞ্চভূজের সমষ্টি-ছয় সমকোণ/৫৪০ ডিগ্রি
- কোলেষ্টেরল একটি অসম্পৃক্ত এলকোহল
- পেট্রোল ইঞ্জিন সফলতার সাথে চালু করেন-ড. অটো
- রংধনুর সাত রঙের মধ্যম রঙ-সবুজ
- তাপ সন্ঞ্চালনের দ্রুততম প্রক্রিয়া-বিকিরণ
- অ্যালটিমিটার-উচ্চতা পরিমাপক যন্ত্র

- মিউকর একটি ছত্রাক
- আল্টাসনিক শব্দ হলো –যেই শব্দ কোনো কোনো জীবজন্তু শুনতে পায়
- দক্ষিণ গোলার্ধ ও সূর্যের মধ্যে বেশি দূরত্ব-২১ জুন
- ভিটামিন – বি এর অভাবে রক্তস্বল্পতা দেখা দেয়
- বায়ুর আদ্রতা পরিমাপক যন্ত্র হল হাইগ্রোমিটার।
- বিজ্ঞানী আর্কিমিডিস হলেন গ্রিসের সিসিলির নাগরিক
- বিদ্যুত প্রবাহ নির্নয়ের যন্ত্র – অ্যামিটার
- ভোল্টমিটার হলো বিভোব পার্থক্য পরিমাপের যন্ত্র
- গ্যালভানোমিটার হলো ক্ষুদ্র মাপের বিদ্যুৎ প্রবাহের অস্থিত্ব নির্নয়ের যন্ত্র
- লেবুতে সাইট্রিক ও দুধে ল্যাকটিক এসিড থাকে
- বাতাসে শব্দের গতি ঘন্টায় ৭৫৭ মাইল।
- বায়ুতে 0°C তাপমাত্রায় শব্দের গতিবেগ ৩৩২ মি./সেকেন্ড।
- শূণ্য মাধ্যমে তাপ সঞ্চালিত হয় বিকিরণ পদ্ধতিতে।
- শব্দের তীক্ষ্নতা নির্নের একক ডেসিবল।
- পারমানবিক বোমার অাবিস্কারক – ওপেন হেইমার।
- প্লাটিপাস স্তন্যপায়ী প্রাণী হয়েও ডিম দেয়।
- ফারেনহাইট স্কেলে পানির স্ফুটানাঙ্ক – ২১২ ডিগ্রী ফারেনহাইট।
- মানুষের গায়ের রং নির্ভর করে মেলানিনের উপর।
- উত্তর গোলার্ধে সবচেয়ে ছোট দিন/ বড় রাত ২২ ডিসেম্বর।
- কাজ ও শক্তির একক হল জুল। বৈদ্যুতিক ক্ষমতার একক ওয়াট। বলের একক নিউটন।
- তরল পদার্থের ঘনত্ব মাপার যন্ত্র – হাইড্রোমিটার।
- দিয়াশেলাই কাঠির মাথায় থাকে লোহিত ফসফরাস।
- জলজ শামুক ও ঝিনুকের খোলস ক্যালসিয়াম কার্বনেট দিয়ে তৈরী।
- ফলের মিষ্টি গন্ধের জন্য দায়ী এস্টার।
- কাগজের প্রধান রাসায়নিক উপাদান হল - সেলুলোজ।
- ভূপৃষ্টে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় অ্যালুমিনিয়াম।
- মানুষের লালা রসে টায়ালিন নালে শর্করা এনজাইম থাকে।

- পাচাক রসে পেপলিন, অগ্নাশয় রসে ট্রিপলি এবং আন্ত্রিক রসে এমাইলেজ থাকে।
- রক্ত শূন্যতার অপর নাম অ্যানিমিয়া। শকট অর্থ গাড়ি।
- নিউকোমিয়া হলো শ্বেত রক্ত কোষের অনিয়ন্ত্রিত অস্বাভাবিক বৃদ্ধি।
- বৈশিষ্ট নিয়ন্ত্রনকারী উপাদান হলো ক্রোমোজোম।
- রুপান্তিরিত কান্ড - পিয়াজ।
- ভিটামিন B2 এর অভাবে মুখে ও জিহ্বায় ঘা হয়।
- বস্তুর ভরের কোন পরিবর্তন হয় না।
- ২৬ সে.মি এর বেশি তাপমাত্রা হলে সাগরপৃষ্ঠে ঘুর্নিঝড় হয়।
- ফোটগ্রাফিক ফ্ল্যাশ লাইটে জেনন গ্যাস ব্যবহার করা হয়।
- ভিটামিন ডি এর অভাবে –রিকেটস রোগ হয়
- ভিটামিন বি-১ এর অভাবে বেরি বেরি রোগ হয়
- বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি ও হিটারে –নাইক্রোম তার ব্যভার হয়
- সর্বাপেক্ষা মূল্যবান ধাতু প্লাটিনাম
- হাঁস মুরগী পালন ও পাখি পালন বিদ্যাকে – এভিকালচার।
- পঁচা ডিমের গন্ধের জন্য দায়ী – হাইড্রোজেন সালফাইড ।
- ডায়াস্টোল বলতে হৃৎপিন্ডের প্রসারন ।
- একটি বদ্ধ ঘরে একটি ফ্রিজ চালু করে দরজা খুলে রাখলে ঘরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে ।
- তাপ প্রয়োগে সবচেয়ে বেশি প্রসারিত হয় – কঠিন পদার্থ ।
- হ্যালির ধুমকেতু দেখা যাই ৭৬ বছর পর । সর্বশেষ – ১৯৮৬ ।
- মাতৃদুদ্ধে সাইট্রিক এসিড বিদ্যমান ।
- সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে ৮.১৯ সেকেন্ড বা ৮.৩২ মিনিট ।

ইংরেজি

- Jngle - ঝনঝন ধ্বনি
- Ticks - ঘড়ির টিকটিক শব্দ।
- Rustle- মর্মর ধ্বনি
- Potters - চড়চড় ধ্বনি বা বৃষ্টি পড়ার শব্দ
- ১৭৫৫ সালে Dr.Samuel Jonson, English Dictionary রচনা করেন তিনি একজন Age of sensibility এর কবা ছিলেন।
- সাহিত্য ১ম নোবেল পুরস্কার পান ফ্রান্সের RFA shally
- weep---কান্না,
- Myopie-ক্ষীন দৃষ্টি ,, short sighted
- Sin and punishment হচ্ছে The Ancient Macines
- Bustle=ছুটাছুটি করা
- Trivial -সামান্য, তুচ্ছ,নগণ্য -unimportant
- Caure to be effective -অকার্যকর হওয়া
- Apprehend-গ্রেপ্তার করা
- Raciprocity/sacrifice -পারস্পারিক সাহায্য
- Antiquated -সেকালে outdated -পুরাতন
- রোমান সংখ্যা, M=1000, D=500,C=100,L=50, X=10,V=5
- Subjuice-বিচারাধীন Under judicial consideration
- গৌরব অর্থে- সাধারণত The Pride of ব্যবহার হবে।
- যে সবকিছু খায় তাকে Omnivorous বলে।
- Proclair – Declare
- A parson leve his/her country to settle other country – Emigrant.
- Succumb- মারা যাওয়া।
- Treasure Island Written by – Stevenson.
- Impertinent – অপ্রাসঙ্গিক , Dormant- সুপ্ত।
- Flora means – plants of a qartiealor area.
- Little hope means – There is no hope.

- Nuptial related to –Marriage
- Tertiary – third in order
- Succumb means – Submit
- He is all but ruined – He is nearly ruined
- To embrace a habit- To eagerly engage in it.
- Kim was writer by Kipling
- Take a back- To be surprised.
- Deceive- প্রতরনা।
- Elegy- Poem of lamentation.
- Ben Janson introduced – comedy of humour
- A cliché is a – A worm out statement.
- A person in charge of a museum- Curator
- Verb of cool is Chill.
- Sound made by a goat- Bleating.
- Sound made by an owl- Hooting.
- Sound made by a bird- cooing.
- Pragmatic means –practical.
- En-route- On the way.
- Blasphemy means- Lack of respect to God and religion.
- Envoy means- Ambassador.
- Present progressive is called present continuous.
- Fars এক ধরনের সাহিত্য কর্ম যেখানে কোন সামাজিক অসঙ্গতিকে বিদ্রুপ করা হয়।
- Menace-ভীতি প্রদর্শন করা
- The Social Contract- Jean-Jacques Rousseau
- Pivotal-খুবই গুরুত্বপূর্ণ Trendy-হালের ফ্যাশন
- Momentum Theory-খেলাধুলার সাথে জড়িত

- Statuesque means-Existing State of Officers
  Disdain/Scorn-ঘৃণা
- Sometimes-মাঝে মাঝে Sometime-একদা Some Time-কিছু সময়
- Interfere(With)-ব্যক্তির সাথে
- Interfere (In)-বস্তুর সাথে
- Pledged-প্রতিশ্রুতি দেওয়া কোন কিছুতে
- Hoard-সংগ্রহ
- Primafice -At The First Sight
- Corpus-A Collection Of Written Texts
- Renaissance-Reveal Of Learning
- Disparity-অলসতা,Pessimism-হতাশাবাদ
- Scatter-চারিদিকে ছড়িয়ে পড়া, Striking-আকর্ষণীয়
- Recalcitrant- অবাধ্য Obdurate-একগুয়ে
- Narcissism -আত্ম-রতি, - Self Love ।
- Corpus Means ➡ A collection of written texts ।
- আভরন শব্দের অর্থ ➡ অলংকার । Jovial ➡ প্রফুল্ল ,Gay
- Resentment ➡ বিরক্তিবোধ ।
- Viral - শব্দের অর্থ – পুরুষোচিত।
- Reimburse – ফেরত দেয়া বা Refund.
- A person who collects and studies of postage stamps- Philatelist
- Philanthropist – A person who donates money to good earns or otherwise helps other.
- Philogist – A person who studies of the structure, historical development and relationships of the longwage or long wages
- First English Novel Pamela – Samuel Richards
- Ferarie Queene is an Epic of spensor.
- Down to earth – Realistic- বাস্তাবিক
- A Baker's Dozen : Thirteen

- Omniscient-One who knows Everything
- Omnipotent-One who is all-Powerful.
- Omnivorous-One who eats everything
- Beyond Rigorous –Incorrigible - অশোধনীয়।
- Happen to meet- Come Across.
- Right and Left-me-Everywhere
- Synopsis- সারাংশ Lunatic-Crazy/Ridiculaes
- Dog-Bark, Horse-Neigh
- Imbecility নিবুদ্ধিতা, শারিরীক বা মানসিক দুবলর্তা
- Madame Bovary written by- Gustave Flaibert
- Tremor, Shake- নাড়ানো/ ঝাকানো
- Eccentric, Abnormal- অস্বাভাবিক
- Vanity Fair is the novel by William Thakery
- Pilferage, Stealing-চুরি করা
- A person who was before another person- Predecessor
- ঞৎরাধষ-তুচ্ছ/অনর্থক, Valiant-mvnmx
- Deformed-বিকৃত/অস্বাভাবিক
- Hydrophobia- জলাতঙ্ক
- Persuade- প্ররোচিত করা, উরংঁধফব- বিশ্বাস করা
- The worth of Achilles – Iliad
- The caucasion chalk circle- German……bujha jai ni
- Ablaze, Burning-জ্বলন্ত
- Discription of a disagreeable thing by an agreeable name –Eupherism
- Pediatric: Related with children. 120. Menacing : ভয় প্রদর্শনকারী।
- শব্দের শেষে Y থাকলে এবং তার আগে vowel থাকলে S যুক্ত করে plural করতে হয়। যেমন : Boys, Toys.
- Urbane : সভ্য, ভদ্র।

- Gail : আনন্দের সাথে। Cacophony : বেসুরো গলা।
- Charlatan- ভন্ড/প্রতারক
- Imposter- হাতুড়ে ডাক্তার Bizarre – অদ্ভুত Linguist- বহুভাষাবিদ।
- Confiscated-বাজেয়াপ্ত করা, Strained- কড়া Anthropology- the study of man kind
- Archaeology – The study of ancient science
- Ethnology- The study of comparison of human race
- Monarchy – রাজতন্ত্র Govern by a monarch
- Plutocracy ধনিকতন্ত্র, Govern by the wealthy
- Oligarchy- গৌষ্ঠি শাসন, State in which the few govern the many
- Autocracy- শ্বৈরতন্ত্র. Government by a simple person
- Gave(subject) the cold shoulder- উপেক্ষা করা
- passed himself off- মিথ্যা পরিচয় দেওয়া
- Lost heart – Become discourage
- Backstairs influence- Secret and unfair interfere
- A pire of blue eyes is novel by Tomas hardy
- In a body means- Together
- Organization of American states(OSA)-1948 সালে
- Organization of African Unity(OAO)-1963 সালে
- যে verb এর পর কর্ম(Object) থাকে তাকে transitive verb বলে। যে verb এর পর কোন object থাকে না তাকে intransitive verb বলে
- Penultimate – সর্বশেষটির পূর্বেরটি।
- Heptagon mean- Seven side
- Resentment – রাগ, বিরক্তি বোধ।Expunge- মুছেফেলা।
- Gypsies – যাযাবর Are always on move
- wode to west wind- poem by P.B shelly.
- I wonder lonely as cloud- poem by Wordsworth
- Ode to autumn- is poem by Jone keates.
- Queer-বিচিত্র Mischievous-দুষ্টু Indifference- অযত্ন, গতানুগতিক
- Incite-উদ্দীপ্ত করা, উৎসাহিত করা
- Limpid-নির্মল Repulse-তাড়িয়ে দেওয়া

- Rigid শব্দের অর্থ-অনমনীয় বেসাতি শব্দের অর্থ-কেনাবেচা
- Stagflation-অর্থনৈতিক মন্দা Stanch-
- Euphemism-মধুর ভাষণ কোবাল্ট চৌম্বক পদার্থ
- Delude অর্থ প্রতারিত করা Queer-অদ্ভূত,
- Big Bug-Important Person
- uccumb-দাখিল করা/submit
- Sporadic-বিক্ষিপ্ত
- Latent-সুপ্ত/অর্ন্তনিহিত
- Dead Sea অবস্হিত-ইসরাইল ও জর্ডানের মধ্যে
- Hatwal Protein-এর কোড নেম-P-49
- Pronoun এর পূর্বে Article বসেনা ।
- Atheist – অবিশ্বাসী
- Da vainci code – Dan Brown.
- Plight – An unpleasant Condition
- Franchise – সুবিধা দেওয়া।
- Combat অর্থ যুদ্ধ/মারামারি।
- Too....to ব্যবহৃত হয় নেগেটিভ অর্থে, Enough... to ব্যবহৃত হয় পজিটিভ অর্থে।
- Divine comedy হল Dante Alighicri রচিত একটি Epic Poem.
- Hardly/Scarcely - কদাচিৎ, Tertiary - বিশ্ববিদ্যালয়
- Huckleberry হল আমেরিকান Mark Twain উপন্যাস।
- Delude অর্থ প্রতারিত করা Deceive -প্রতারিত করা
- Cunning শব্দের অর্থ চালাক
- Camouflage - ছদ্মবেশ
- call for - দাবি করা।
- posterity - ভবিষ্যৎ বংশধরগণ
- Allegorical - রুপক আকার বিশিষ্ট।
- sycophant - তোষামোদকারী Flatterer

- Flame - আগুনের শিখা/ Fire
- Insane অর্থ পাগল।
- obdurate / stubborn- একগুঁয়ে।
- Resentment /Anger - ক্ষোভ/রাগ।
- Harbinger - অগ্রদূত।
- Inane - অজ্ঞ/নির্বোধ।
- Eternal - শ্বাশত/চিরস্থায়ী।
- Prolific - ফলপ্রসূ -Adjective.
- Precious -দামি,মূল্যবান
- Agitate -বিরক্ত করা
- Truce -যুদ্ধ বিরতি। Repent-অনুশোচনা
- Stimulate -অনুপ্রানিত করা, Speculate -চিন্তা করা
- Give the order-Let the order be given
- Female of the horse –A stallion
- Six of one and half dozen of another- সামান্য পদার্থ
- Harday- খারাপ আবহাওয়া উপকার ,Handy-উপকার
- one of এর পরে noun/pronoun plural কিন্তু verb singular হয়
- Proclaim-আনুষ্ঠানিক ভাবে কোন কিছু ঘোষনা
- Noun এর সাথে ly যুক্ত করে Adjective করে- homely
- Lingua Franca –Common language
- In the nick of Time-In the appropriate time
- Pilgrim -পবিত্র স্থান/ Holy place
- Achilles was a Great Greek Fighter.
- Imbecile – দুর্বল / বোকা ।
- In Share market – Bearish – a falling price.
- Ad valorem – According to value.
- Haggard means – ক্লান্ত, worn out

- Helen of Troy was the wife of – Menelaus
- Gratis means – without making any payment.
- Etymology- শব্দের উৎপত্তি ও ইতিহাস।

Saiful

Android Application "Job Circular"

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, পরীক্ষার সময়সূচী, ফলাফল, প্রবেশপত্র ও অন্যান্য নোটিশ এবং নিয়োগ পরীক্ষার প্রস্তুতি সহ নিয়োগ সংক্রান্ত সকল তথ্য নিয়ে এই অ্যাপ।

সংক্ষিপ্ত বৈশিষ্ট্য

- দৈনিক পত্রিকা এবং অনলাইনে প্রকাশিত প্রতিদিনের চাকরির বিজ্ঞপ্তি
- পরীক্ষা সময়সূচী এবং ফলাফল সহ পরীক্ষা সংক্রান্ত সকল নোটিশ
- সাপ্তাহিক চাকরির পত্রিকা (HD Picture এবং PDF আকারে)
- আবেদনের ফরম ডাউনলোড এবং চালান/ব্যাংক ড্রাফট ফরম পূরণ ও আবেদনের নিয়ম এবং অনলাইনে আবেদনের ঠিকানা
- নিয়োগ পরীক্ষার প্রস্তুতি, মডেল টেস্ট সহ পরীক্ষা প্রস্তুতি সহায়ক সকল তথ্য
- Favorite (Bookmark) system: এর মাধ্যমে আপনি আপনার পছন্দের বিজ্ঞপ্তি, নোটিশ, চাকরির প্রস্তুতি সহায়ক বিভিন্ন বিষয় Save করে রাখতে পারবেন।
- আবেদনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে গুরুত্বপূর্ণ চাকরির বিজ্ঞপ্তি ও প্রবেশ পত্র ডাউনলোড এবং অন্যান্য নোটিশ এর Reminder

বিস্তারিত বৈশিষ্ট্য

নতুন/গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ও পরীক্ষার নোটিশের "Notification"

এর মাধ্যমে আপনি আপনার মোবাইলের Notification বার এ জানতে পারবেন গুরুত্বপূর্ণ চাকরির খবর এবং পরীক্ষার নোটিশ।

Notification Category

কোন ধরণের নোটিফিকেশন পেতে চান সেটি বাছাই করতে পারবেন এবং আপনার অপছন্দের ক্যাটাগরি/নোটিফিকেশন বন্ধ রাখতে পারবেন।

জব ক্যাটাগরি

বিজ্ঞপ্তিগুলো সহজে খুজে পাবার জন্য আছে বিভিন্ন ক্যাটাগরি। যেমন -

General Job Category:

➲ সরকারি চাকরি	➲ ব্যাংক জব	➲ এনজিও জবস
➲ শিক্ষক নিয়োগ	➲ মার্কেটিং / সেলস	➲ রেলওয়ে জব
➲ ডিফেন্স এ চাকরি	➲ সাপ্তাহিক চাকরির পত্রিকা	➲ অন্যান্য বেসরকারি চাকরি

Special Job Category:

➲ Hot Jobs	➲ Date Wise Jobs
➲ Part Time Jobs	➲ Under Graduate Jobs
➲ Graduates Jobs	➲ Post Graduate Jobs
➲ Deadline Today Jobs	➲ Deadline Tomorrow Jobs
➲ Any Other Deadline Jobs	➲ Archive / Expired Job

জব এক্সাম নোটিশ ক্যাটাগরি

নিয়োগ পরীক্ষা সংক্রান্ত সকল নোটিশ পাবেন এই ক্যাটাগরিতে।

পরীক্ষার সময়সূচী	পরীক্ষার ফলাফল	প্রবেশপত্র	অন্যান্য নোটিশ

Reminder

আবেদনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ও প্রবেশ পত্র ডাউনলোড এবং অন্যান্য নোটিশ এর Reminder

ক্যারিয়ার গাইড

চাকরির পরীক্ষা সহায়ক বিভিন্ন তথ্য এবং Article ও পরামর্শ। বিষয়ভিত্তিক চাকরির প্রস্তুতি, শর্টকাট টেকনিক, মোটিভেশন সহ আরো অনেক কিছু।

প্রতিদিনের তথ্য

বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা ও অনলাইনে থেকে গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ জ্ঞানমূলক তথ্য।

অনুবাদ চর্চা

দৈনিক ইংরেজি ও বাংলা পত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ Article এর Vocabulary ও অনুবাদ। এবং এই Vocabulary গুলোর আলোকে মডেল টেস্ট/কুইজ।

সাম্প্রতিক তথ্য

বিভিন্ন পত্রিকা ও অন্যান্য উৎস থেকে বাংলাদেশ এবং বিশ্বের সাম্প্রতিক তথ্য।

ডাউনলোড জোন

চাকরির প্রস্তুতির জন্য বিভিন্ন বই এবং অনলাইনে প্রকাশিত সকল বিষয়ের তথ্যের PDF।

ইন্টারভিউ টিপস

ইন্টারভিউ এর জন্য কিভাবে নিজেকে প্রস্তুত করবেন সেই সকল বিষয়ে অভিজ্ঞদের পরামর্শ।

ভাইভা অভিজ্ঞতা

চাকরির ভাইভাতে কিধরণের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় সেই সকল তথ্য নিয়ে এই ক্যাটাগরি। বিসিএস, ব্যাংক সহ অন্যান্য নিয়োগ ভাইভা অভিজ্ঞতা এখানে পাবেন।

প্রশ্ন ব্যাংক এবং সাম্প্রতিক পরীক্ষার প্রশ্ন - উত্তর

বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষা- BCS, NTRCA, Primary সহ অন্যান্য নিয়োগ পরীক্ষার বিগত সালের প্রশ্ন এবং সমাধান। এবং প্রতিনিয়ত যে সকল নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় তার প্রশ্ন-সমাধান।

মডেল টেস্ট

এই ক্যাটাগরিতে "ব্যাখ্যা সহ/ছাড়া" মডেল টেস্ট পাবেন। (With timer /Without timer আপনার পছন্দ মত মডেল টেস্ট দিতে পারবেন)। বিষয়ভিত্তিক সহ আরো অনেক ক্যাটাগরির মডেল টেস্ট।

National University News

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল খবরাখবর নিয়ে আছে আলাদা ক্যাটাগরি।

Job Age Calculator

চাকরির বয়স বের করার ক্যালকুলেটর। এই Job Age Calculator এর মাধ্যমে আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত বয়স বের করতে পারবেন।

Search Option

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি বা পরীক্ষার নোটিশ খুজে পাওয়ার জন্য আছে সার্চ অপশন।

Day-Night Mode

সহজে এবং দীর্ঘক্ষণ অ্যাপ ব্যবহার উপযোগী ডে/নাইট মুড অপশন।

এছাড়াও Notification Sound and Vibration Control, Keep Screen On, Dim Light mode Option, National University News সহ আরো অনেক ফিচার।

এক কথায় চাকরির প্রস্তুতি/খোঁজা থেকে শুরু করে চাকরি পাওয়া পর্যন্ত সকল তথ্য পাবেন এই অ্যাপটিতে।

এই আপস এর বৈশিষ্ট্য গুলো যদি আপনার ভাল লাগে তাহলে আজই ডাউনলোড করুন।

App Download Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.careerguidebd.jobcircular

গনিত

- রম্বসের কর্ণদ্বয় পরস্পর সমকোণে দ্বিখণ্ডিত হয়, ফলে উতপন্ন ত্রিভুজের প্রতিটিই সমকোণী।
- পরিসীমা জানা থাকলে বর্গ ও সমবাহু ত্রিভুজ আকা যায়
- বৃত্তের কেন্দ্রস্থ কোণ পরিধিস্থ কোণের ২ গুন।
- বৃতস্থ চতুর্ভুজের বিপরীত কোণের যোগফল -১৮০(ডিগ্রী)।
- এক বর্গমাইল =৬৪০ একর।
- ৪ ও ৯ এর দ্বিবিভাজিত অনুপাত =২:৩।
- বৃত্তের যে কোন দুইটি বিন্দুর সংজোযক রেখাংশই জ্যা।
- ১ ইঞ্চি= ২.৫৪ সে.মি। ১ বর্গ ইঞ্চি= ৬.৪৫ বর্গ সে.মি।
- ১ মিটার= ৩৯.৩৭ ইঞ্চি।
- ঘনক একটি ত্রিমাত্রিক ক্ষেত্র। এর সমকোনের সংখ্যা ৮ টি।
- ফ্লোচাটে △ সাইন দ্বারা একত্রিকরন বুঝায় ▽ সাইন দ্বারা পৃথকীকরন বুঝায়।
- ভগ্নাংশের গ.সা.গু বের করতে লবগুলোর গ. সা. গু এবং হরগুলোর ল. সা. গু বের করতে হয়।
- উপাও সমুহের সবোর্চ্চ মান ও সর্বনিম্ন মানের পার্থক্য- পরিসর।
- ১ মিটার= ৩.২৮ ফুট। ১ বর্গমিটার= ১০.৭৬ বর্গফুট।
- একটি জ্যা ২ টি চাপে বিভক্ত।
- ৩৯/ যে সব সমীকরনে চলমান রাশির যে কোন মান দ্বারা উভয়পক্ষকে সমান দেখানো যায় তাকে অভেদ বলে। বীজগাণিতিক সূত্রগুলো প্রত্যকটি অভেদ।
- বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য-a $\sqrt{2}$ পরিসীমা-4a
- যার কেন্দ্র{0,0} এবং ব্যাসার্ধ 4 এটাই বৃত্তের সমীকরণ
- যে চতুর্ভুজের বাহুগুলো পরস্পর সমান ও সমান্তরাল, কিন্তু কোনগুলো সমকোন নয়, তাকে রম্বস বলে।
- একটি সরলরেখার উপর অঙ্কিত বর্গ ওই সরলরেখার উপর অর্ধেকের উপর অঙ্কিত বর্গের -চারগুন।
- যেসকল মৌলের পারমানবিক সংখ্যা ৮২ এর বেশী সেসকল মৌল তেজস্ক্রিয়।
- কোন চতুর্ভুজের বাহুগুলো সমান কোনগুলো সমান নয়
- ১ কিলোগ্রাম সমান ১.০৭ সের। ১ মেট্রিকটন সমান ১০০০ কিলোগ্রাম।
- ১ মাইল ৬৪০ একর
- যে চতুর্ভূজের দুটি বাহু সমান্তরাল এবং অপর দুটি বাহু তীর্যক তাকে ট্রাপিজিয়াম বলে।
- দুটি পরস্পরছেদী বৃত্তে ২ টি সাধারণ স্পর্শক আঁকা যায়।
- কোন ত্রিভুজের মধ্যমা তিনটি যে বিন্দুতে ছেদ করে তাকে বলে : ভরকেন্দ্র।
- ত্রিভুজের মধ্যমাত্রয়ের সমষ্টি ত্রিভুজের পরিসীমা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর।

- রম্বসের ক্ষেত্রফল=১/২ (কর্নদ্বয়ের গুনফল) ।
- মৌলিক সংখ্যা সহজেই নির্ণয় করা যায় –ইরাটোস্থিনিসের ছাঁকনির সাহায্যে।
- কোনো প্যাটার্নে সাজানো সংখ্যাগুলোকে – ফিবোনাক্কি সংখ্যা বলে।
- গণিতের প্যাটার্ন পরিচিতি প্রদান করেন -- সুইডিস গণিতবিদ উলফ গ্রিনেনদার।
- যে সংখ্যাকে ১ এবং ঐ সংখ্যা ছাড়া ভাগ করা যায় না তাকে -- মৌলিক সংখ্যা বলে।
- সবচেয়ে ছোটো মৌলিক সংখ্যা হল – ২।
- মৌলিক সংখ্যা নির্ণয়ের একটি বিখ্যাত পদ্ধতি হলো – ইরাটোস্থিনিসের ছাঁকনি পদ্ধতি।
- ১ থেকে ২০ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা আছে -- ৮ টি।
- ১ থেকে ৩০ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা আছে – ১০ টি। [১০ম বিসিএস]
- ১ থেকে ৫০ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা আছে – ১৫ টি
- ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা আছে – ২৫ টি।
- ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত ৩৪ টি সংখ্যাকে দুটি বর্গের যোগফল হিসেবে প্রকাশ করা যায়।
- ' ক' ক্রমের ম্যাজিক সংখ্যা হবে – $\frac{ক(১+ক^২)}{২}$
- একটি পঞ্চভুজের পাঁচ কোনের সমষ্টি : ৬ সমকোন।
- কোন ত্রিভুজের মধ্যবিন্দু থেকে বিপরীত বাহুর মধ্যবিন্দুর উপর অঙ্কিত রেখাকে মধ্যবিন্দু বলে
- সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ দেয়া থাকলে অনেকগুলো ত্রিভুজ আঁকা যায়
- দুইটি ত্রিভুজের তিনটি কোণই পরস্পর সমান হলে-সদৃশকোণী
- ১ ইনিঞ্চ=২.৫৪ সে.মি, তেতুলে টারটারিক নামক এসিড থাকে
- সুক্ষম বহুভূজের বহিস্হ কোণের পরিমাণ-৭২ ডিগ্রি
- সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল-ভূমি*উচ্চতা
- √p:√z কে p:z এর দ্বিভাজিত অনুপাত বলে
- কোন চর্তভুজের ৪টি বাহুর মধ্যে ২টি বিপরীত বাহু পরস্পর সমান্তরাল ও অপর ২ বাহু তির্যক ট্রাপিজিয়াম।
- অনুপাত মানে একটি ভগ্নাংশ
- বৃত্তের ব্যাস ৩ গুন বৃদ্ধি পেলে ক্ষেত্রফল ৯ গুন বৃদ্ধি পায়
- ১ কিলোগ্রাম সমান - ২.২০ পাউন্ড ।

কম্পিউটার

- GPS এর পূর্ণরূপ -- Global Positioning System
- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম—ফেসবুক ও টুইটার।
- বাংলা সার্চ ইঞ্জিন হলো – পিপীলিকা।
- তথ্য খোঁজার জনপ্রিয় সাইট বা সার্চ ইঞ্জিন – (www.google.com)
- গাণিতিক বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের সাইট হলো—(http://www.wolframalpha.com)
- E-Mail এর পূর্ণরূপ Electronic Mail
- ই-মেইলে পাঠানো যায় –লেখা, ছবি, ফাইল ও ডকুমেন্ট।
- বিশ্বব্যপী জনপ্রিয় ই-মেইলের সাইটগুলো হলো—ইয়াহু-মেইল সার্ভিস, জি-মেইল সার্ভিস।
- তারবিহীন ইন্টানেট সংযোগ সম্ভব- ওয়াইফাই ও ওয়াইম্যাক্স ব্যবহার করে। [৩৭ তম প্রিলিমিনারি]
- পথঘাট চিনতে অথবা রাস্তাঘাটের অবস্থান জানতে ব্যবহৃত হয়—জিপিএস।
- জিপিএসকে সংকেত পাঠায়—কৃত্রিম উপগ্রহ।
- Wi–Fi এর পূর্ণরূপ – Wireless Fidelity
- লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (LAN) এর আওতায় পরে-- Wi–Fi
- NCTB এর পূর্ণরূপ National Curriculum and Text Book
- ই-মেইল ঠিকানায় @ এর আগে থাকে—ব্যবহারকারীর নাম।
- ই-মেইল ঠিকানায় @ এর পরে থাকে—হোস্ট নেম।
- ই-মেইল এড্রেসে ডট ব্যবহার করা যায়—১ টি।
- ই-মেইল এ্যাকাউন্ট খুলতে প্রথমে –Create New Account এ যেতে হয়।
- ই-মেইল আইডিতে অ্যাড্রেসের দৈর্ঘ্য সীমাবদ্ধতা—৬ থেকে ৩২ বর্ণের।
- ই-মেইল আইডিতে পাসওয়ার্ডের দৈর্ঘ্য সীমাবদ্ধতা—৬ থেকে ৩২ বর্ণের।
- মাইক্রোপ্রসেসর আবিষ্কৃত হয় – ১৯৭১ সালে।
- অ্যাপল কম্পিউটার নামে একটি প্রতিষ্ঠান চালু হয় – ১৯৭৬ সালে।
- ফেসবুকের প্রতিষ্ঠাতা – মার্ক জুকারবার্গ।
- প্রথম মাইক্রোপ্রসেসর তৈরি করেন – ইনটেল
- প্রথম ই–মেইল সিস্টেম চালু করেন -- রেমন্ড স্যামুয়েল টমলিনসন।
- WWW এর পূর্ণরূপ World Wide Web

- জগদীশচন্দ্র বসু অতিক্ষুদ্র তরঙ্গ ব্যবহার করে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তথ্য প্রেরণে করেন-১৯৮৫ সালে।
- বাংলাদেশের প্রায় সকল ডাকঘরে রয়েছে – এমটিএস সার্ভিস।
- সকল জমির রেকর্ডের অনুলিপি সংগ্রহ করা যায় – ই-পর্চার মাধ্যমে।
- মাইক্রোব্লগিংয়ের ওয়েবসাইট বলা হয় – টুইটারকে।
- টুইটার হচ্ছে – সামাজিক যোগাযোগ সাইট।
- টুইটারের ফলোয়ারদের ১৪০ অক্ষরের বার্তাকে বলা হয় – টুইট।
- নতুন পৃথিবীর অলিখিত নিয়ম হলো – আন্তর্জাতিকতা।
- লন্ডনের বিজ্ঞান যাদুঘরে চার্লস ব্যাবেজের বর্ণনা অনুসারে একটি ইঞ্জিন তৈরি করা হয় – ১৯৯১ সালে।
- প্রোগ্রামিং ধারণার প্রবর্তক – অ্যাডা লাভলেস।
- www এর জনক – টিম বার্নার্স লি।
- মাইক্রোসফট কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা – উইলিয়াম হেনরি বিল গেটস।
- অ্যাপল কম্পিউটারের প্রতিষ্ঠাতা -- স্টিভ জবস এবং তার দুই বন্ধু স্টিভ জজনিয়াক ও রোনাল্ড ওয়েন।
- ১ বাইট সমান – ৮ বিট।
- Wi -Fi এর পূর্ণরূপ হলো – Wireless Fidelity
- Bluetooth যে স্টান্ডার্ড এর উপর ভিত্তি করে কাজ করে – IEEE 802. 15. 1
- Modem এর পূর্ণরূপ হলো – Modulator and Demodulator
- ক্লাউড কম্পিউটিং এর অপরিহার্য বিষয় হলো – ইন্টারনেট সংযোগ।
- প্রতি সেকেন্ডে যতগুলো সিগনাল ওয়েভ তৈরি হয় তাকে বলে – ব্যান্ডউইডথ।
- ব্যান্ডউইডথ এর একক হলো – হার্টজ (Hz)
- ক্লাউড কম্পিউটিং এর একটি বড় সমস্যা হলো – হ্যাকিং।
- আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীন প্রতিফলন আবিষ্কার করেন – ডেনিয়েল কোলাডন।
- সিগন্যাল রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে বলে – মডুলেশন।
- টপোলজি হলো – নেটওয়ার্কের সংগঠন।
- kbps এর পূর্ণরূপ kilobits per second
- Mbps এর পূর্ণরূপ Megabits per second
- ডেটা ট্রান্সমিশন পদ্ধতির উদাহরণ হলো—Synchronous
- ফাইবার অপটিক ক্যাবলে আলোক রশ্মি প্রেরণ করে – প্রতিফলনের মাধ্যমে।

- সবচেয়ে বেশি এরিয়া নিয়ে কমিউনিকেশন করে –Satellite
- বর্তমানে ওয়্যালেস বা তার বিহীন অ্যাক্সেস – ২ ধরনের।
- ১০ থেকে ১০০ মিপার দূরত্ব পযর্ন্ত কাজ করতে পারে – Bluetooth
- Wi-Fi যে স্টান্ডার্ড এর উপর ভিত্তি করে কাজ করে –EEE 802. 11
- Wi-Fi এর ইনডো ও আউটডোর কভারেজ যথাক্রমে—৩২ মিটার ও ৯৫ মিটার।
- GSM এর পূর্ণরূপ Global System for Mobile Communication
- মোবাইল ফোনের তৃতীয় প্রজন্ম –২০০০ – ২০০৮ সাল।
- সিগন্যাল চারদিকে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে – ৪ র্থ প্রজন্মের মোবাইলে।
- ১০ কি. মি বা তার চেয়ে কম এরিয়ার জন্য ব্যবহৃত হয় – LAN (Local Area Network)
- সর্ববৃহৎ এলাকা জুড়ে তৈরি হয় – WAN (Wide Area Network)
- মডেম সাধারণত – ২ প্রকার।
- ডেনমার্কের রাজা হ্যারল্ড ব্লু-টুথের নাম অনুসারে ব্লুটুথ হয়।
- নেটওয়ার্ক কার্ডের ইউনিক ক্রমিক নাম্বার কে ম্যাক এড্রেস বলে। এটি ৪৮ বিটের ইউনি কোড।
- এক পেটাবাইট ১০০০০০০ গিগাবাইট।
- কম্পিউটার এর যে ডিস্ক সিস্টেম সফটওয়্যার থাকে তাকে স্টার্ট আপ ডিস্ক বলে।
- বাইনারি পদ্ধতিতে তথ্য প্রকাশের মৌলিক একক - বিট।
- POP ব্যবহার করে মেইল ডাউনলোড করা হয় ।
- SMTP প্রটোকল ব্যবহার করে কোন ইমেইল রিসিভার এর মেইল এড্রেস এ সেন্ড করা হয়।
- IMAP ব্যবহার করে মেইল বক্স শুধু এক্সেস করা যায়।
- Twitter ১৫ জুলাই ২০০৬
- World wide web ১৯৬৯ সাল।
- মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে শব্দকে সুপারস্ক্রিপ্ট করতে ctrl,shift এবং + একত্রে চাপতে হয়।
- LAN ক্ষেত্রে Wi-max এর বিস্তৃতি হলো ৩০ মিটার।
- মাইক্রোপ্রসেসর আবিষ্কার করেন -১৯৭১ ব্যবহার-১৯৭২
- Phoenix -a mythical bird regenerating from ashes
- LAN এর অপর নাম Network Interface Card.
- অপটিকাল ফাইবারের তিনটি অংশ হল: ক) ক্ল্যাডিং খ) ফোর গ) জ্যাকেট।
- ব্লুটুথ আবিস্কার করেন- এরিসন কোম্পানি।

- HTML উদ্ভাবন করেন্ু টিম বার্নসলী-১৯৯০ সালে।
- হাইপার লিংকের কাজ হচ্ছে এক টেক্সটের সাথে অন্য টেক্সটের সংযোগ।
- জেমস গসলিং ১৯৮৪ সালে সান মাইক্রোমিস্টেম এ কর্মরত অবস্থায় প্রোগ্রামিং ভাষা জাফা উদ্ভাবন করে।
- প্রোগ্রামের ব্যাকারনগত ভুলকে সিনট্যাক্স বলে।
- প্রতিটি সাইটের সতন্ত্র নামকে ডোমেইন বলে।
- মেমোরি ও এ এল ইউ(অখট) এর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে কন্টোল ইউনিট।
- সিলিকন ভ্যালি যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর ক্যালিফোর্নিয়াতে অবস্থিত। যেখানে ইয়াহু, গুগল কোম্পানি রয়েছে।
- কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ভাষা - FORTRAN -১৯৫৪, C++ ১৯৮৩ , PASCAL- ১৯৭০ ।
- Redhat linux একটি উন্মুক্ত অপারেটিং সিস্টেম।
- সিডি রম হচ্ছে একটি অপটিক্যাল স্টোরেজ ডিভাইস।
- Excel-Row 65536.Column-256
- Facebook-4th February

[আল্লাহ সবার মঙ্গল করুন, আমিন ।]

Saiful Islam Shuvo

Department of Accounting & Information Systems (BBA & MBA)
Faculty of Business Stadies
Comilla University
Mobile: 01624714873
Email: sifulislamshuvo@gmail.com